

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

४७

अ (३) अ

246967

রস-মঞ্জরী

[ভাষ্যদত্তের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের পদ্যাহ্বাদ]

বিস্তৃত ভূমিকা, ব্যাখ্যা ও বিষয়-সূচী সম্বলিত

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, এম, এ,

অনুবাদক ।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্তী

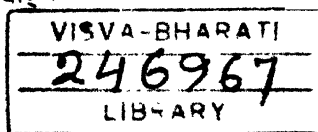
কর্তৃক প্রকাশিত ।

কলিকাতা ;

মডেল লাইব্রেরী,

২৭১২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ।

সন ১৩২০ ।



মূল্য ৮০ আনা । বাধাই ১ টাকা ।

(সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত)

PRINTED BY K. P. CHAKRAVARTI,

JAYANTI PRESS,

77, PATALDANGA STREET, CALCUTTA.

ভূমিকা ।

সংস্কৃত-সাহিত্যে ভাষ্যদত্ত বিরচিত ‘রস-মঞ্জরী’ একখানা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ প্রভৃতি নব রস বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শৃঙ্গার বা আদি-রসই যে, বিবহ-কাব্যের রস ও গৌরবে সর্ব-শ্রেষ্ঠ এবং সাহিত্যের সর্ব-প্রকার রস-রচনার প্রধান পরিপোষক, সে বিষয়ে কবি ও আল-

ঙ্কারিকগণের মত-ভেদ নাই বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য নয় না। আলঙ্কারিক-গণ শৃঙ্গার প্রভৃতি রসের কারণ ও কার্য্য-সমূহের আলোচনা করিতে যাইয়া প্রত্যেক রসেরই স্থায়ি-ভাব, বিভাব, ‘অমুভাব’ ও ব্যতিচারী বা সঞ্চারী ভাবের নির্দেশ করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে হইলে ‘স্থায়ি-ভাব’ রসের প্রাণ; ‘বিভাব’ রসের উৎপত্তির কারণ; ‘অমুভাব’ রসের নিয়ত কার্য্য ও ‘ব্যতিচারী’ বা ‘সঞ্চারী’ ভাব রসের আনুসঙ্গিক অনিয়ত কার্য্য। ‘আলম্বন’ ও ‘উদ্বীপন’ নামে ‘বিভাবের’ আবার দুইটি ভেদ আছে। যাতাকে আশ্রয় করিয়া রসের বিকাশ হয়—তাহাকে রসের ‘আলম্বন-বিভাব’ এবং যাহা রসের উদ্বীপক—তাহাকে ‘উদ্বীপন-বিভাব’ বলা যায়। এই হিসাবে ‘রতি’ বা অমুরাগই আদি-রসের প্রাণ ‘স্থায়ি-ভাব’; প্রধানতঃ নায়ক ও নায়িকা ইহার আশ্রয় ‘আলম্বন-বিভাব’; নায়ক-নায়িকার অমুরাগ-সূচক দৃষ্টি, হাস্য প্রভৃতি কার্য্য ও মনোহর দেশ-কাল প্রভৃতি অমুকুল অবস্থা ইহার উদ্বীপক ‘উদ্বীপন-বিভাব’; নায়ক-নায়িকাদিগের নানা প্রকার হাব-ভাব ও শ্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি অমুরাগ-চিহ্ন ইহার নিয়ত ‘অমুভাব’ এবং নির্বেদ, আবেগ, দৈন্ত প্রভৃতি যে সকল ভাব কোন-

কোন সময়ে অশ্রুস্রাব হইতে উদ্ভূত হয় ও কোন কোন সময়ে তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে, তাহাই ইহার অনিয়ত 'ব্যক্তিচরী' বা 'সঞ্চরী' জ্ঞাব। এই সমস্তই অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিচার্য বিষয় বটে; কিন্তু এক শ্রেণীর অলঙ্কার-গ্রন্থে অল্প কোন বিষয়ের আলোচনার পরিবর্তে শুধু আদি-রসের আলম্বন-বিভাব নায়ক ও নায়িকাদিগের শ্রেণী-ভেদ ও তাঁহাদিগের প্রেম, বিরহ সন্মিলন প্রভৃতির কতকগুলি কৌতূহল-জনক বিচিত্র অবস্থারই সুবিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়। সাধারণ অলঙ্কার-গ্রন্থ হইতে এই শ্রেণীর গ্রন্থের পার্থক্য রক্ষা করার জন্ত পণ্ডিতগণ ইহাকে 'রস-শাস্ত্র' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

সংস্কৃত-ভাষার বর্তমান অলঙ্কার-গ্রন্থ-নিচয়ের মধ্যে ভরত-মুনি-প্রণীত 'নাট্য-শাস্ত্র'ই বোধ হয় সৰ্বাপেক্ষা প্রাচীন + ঐ গ্রন্থে নায়ক-নায়িকা-ভেদ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইলেও রুদ্র-ভট্ট-প্রণীত 'শৃঙ্গার-তিলক', * ভাস্কর-দত্ত প্রণীত 'রস-মঞ্জরী' ও 'সাহিত্যদর্পণের' তৃতীয় পরিচ্ছেদের বর্ণিত নায়ক-নায়িকার সুবিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ তাহাতে দৃষ্ট হয় না। আবার শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবে মধুর-ভাবাত্মক বৈষ্ণব ধর্মের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায়, পরবর্তী বৈষ্ণবাচার্য্য ও বৈষ্ণব-কবিদিগের দ্বারা এই বিষয়টি যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে আলোচিত ও পল্লবিত হইয়াছে সেইরূপ আর কোথায়ও হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ রূপ-গোস্বামীর প্রণীত 'উজ্জ্বল-নীল মণি' নামক অপূর্ণ গ্রন্থকে 'রস-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি-পূর্ণ দর্শন ও প্রায় সাদৃশ্য বৈষ্ণবকবির সুললিত

+ ভরত-মুনির 'নাট্য শাস্ত্র' বোম্বাই নির্ণয়-সাগর যন্ত্রালয় হইতে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

* বোম্বাই নির্ণয়-সাগর যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত 'কাব্য-মালা' নামক কাব্য-সংগ্রহের তৃতীয় ওষে রুদ্র ভট্টের 'শৃঙ্গার-তিলক' প্রকাশিত হইয়াছে।

পদাবলিকে ইহার কবিত্ব-পূর্ণ উদাহরণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অত্র দিকে হিন্দী-সাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থের ইয়ত্তা করা কঠিন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানে যে শত শত হিন্দী-কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, † তাঁহাদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করেন নাই—এরূপ কবির সংখ্যা বোধ হয় অধিক নহে। হিন্দী-সাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ ‘নায়িকা-ভেদ’ নামে সুপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা ভাষায় বৈষ্ণব-কবি কৃষ্ণ দাস প্রণীত ‘ভক্তমাল’ গ্রন্থের অন্তর্গত রস-পরিচ্ছেদ ও ভারতচন্দ্র রায়ের প্রণীত ‘রস-মঞ্জরী’ প্রভৃতি ২৩ খানা গ্রন্থ ব্যতীত যদিও এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয় নাই, কিন্তু বৈষ্ণব-কবি ও কীর্ত্তন-গায়কদিগের প্রসাদে ‘পরকীয়া’ ‘মুগ্ধা’, ‘মধ্যা’, ‘বাসক-সজ্জা’, ‘অভিসারিকা’ ‘কলহাস্তরিতা’ প্রভৃতি রস-শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলি আমাদিগের অধিকাংশের নিকটেই অপরিচিত নহে। ‘পদ-কল্প-তরু’ নামক সুবৃহৎ পদাবলি-সংগ্রহের সকলগিয়া বৈষ্ণব দাস ঐ গ্রন্থে উজ্জল নীল-মণির বর্ণিত ক্রম-অনুসারেই বৈষ্ণব-কবিদিগের পদাবলি বিব্রত করিয়াছেন, এবং কোন কোন স্থলে পারিভাষিক শব্দগুলির লক্ষণ দেওয়ার জন্য ‘উজ্জল-নীল-মণি’ হইতে সংস্কৃত কারিকা ও সংস্কৃত উদাহরণ-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর গ্রন্থ সমূহকে প্রকৃত রস-শাস্ত্র বলা যায় না। ভক্ত-মালের বর্ণিত রস-পরিচ্ছেদ নিঃসংশয়ই সংক্ষিপ্ত;—তাহাতে বিস্তৃত লক্ষণ কিম্বা উদাহরণ প্রদত্ত না হওয়ায় তাহা হইতে রস-শাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান জন্মে না। ‘উজ্জল নীল-মণি’ রস-শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইলেও উহা বহু-বিস্তৃত, অনেক পরিমাণে দুর্লভ ও দুপ্রাপ্য। সুতরাং উহার নাম শুনিয়া থাকিলেও অধিকাংশ

† ললৌ নওল কিশোরের যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত শিব-সিংহ সেন্সর সঙ্কলিত ‘শিব-সিংহ সন্মোজ’ নামক গ্রন্থে এক সম্ভ্রান্ত হিন্দী কবির কবিতা-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

পাঠকেরই উহা অমুশীলন করার সৌভাগ্য ঘটয়া উঠে নাই। রস-শাস্ত্র একধারে অলঙ্কার ও কাব্য; ইহা পাঠ করিলে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বর্ণিত আদি-রসের বিভাব-অমুভাব প্রভৃতির সম্যক জ্ঞানের সহিত উৎকৃষ্ট কাব্য-পাঠেরও ফল-লাভ হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা ভাষায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি ভারতচন্দ্রই বোধ হয় প্রথমে সাধারণ পাঠকের উপযোগী ‘রস-মঞ্জরী’ প্রচার করেন।

ভারতচন্দ্র সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভাস্কর্য ও ভারত প্রণীত সংস্কৃত ‘চোর-পঞ্চাশৎ’ কাব্যের পদ্যামুবাদ, চন্দ্রের ‘রস-মঞ্জরী’।

তাঁহার রচিত নানা সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত পদ্যাবলি ও শিখরিণী-ছন্দের উৎকৃষ্ট শ্লেষ-ঘটিত ‘নাগাষ্টক’ নামক কাব্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতচন্দ্রের ‘রসমঞ্জরী’র আদর্শও যে, ভাস্কর্য-দত্তের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ‘রসমঞ্জরী’ তাহা তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই স্বীকার করিয়াছেন।

রস-মঞ্জরীর রস—ভাষায় করিতে বশ—আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া” এই বাক্যে যদিও ঐ গ্রন্থের প্রণেদক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রস গ্রাহিতার পরিচয়ই সুপরিস্ফুট, কিন্তু ভারতচন্দ্রের উপর ভাস্কর্য-দত্তের কাব্যের প্রভাব কি পরিমাণ ছিল, তাহা একান্ত দুর্বোধ্য নহে। ভারতচন্দ্র বোধ হয় লেখার ভঙ্গীর দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, সংস্কৃত রসমঞ্জরীর প্রগাঢ় রস সহজে বাঙ্গালা কবিতায় আয়ত্ত করার যোগ্য নহে; যেন সেজন্যই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে উহার সহিত নিজের রস বা কবিত্ব মিশ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে আদেশ করেন। যদিও কবি প্রায় সর্বত্রই এট স্বাধীন প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ‘রস মঞ্জরী’ নামে স্বরচিত উদাহরণ-পূর্ণ এক খানা নূতন কাব্যই রচনা করিয়াছেন কিন্তু নায়ক-নায়িকার শ্রেণী ভেদ ও লক্ষণাদি সম্বন্ধে অনেক স্থলেই তিনি ভাস্কর্য-দত্তের অনুসরণ করিয়াছেন; এমন কি তাঁহার দুই চারিটি উদাহরণ ভাস্কর্য-দত্তের

গ্রন্থের মৰ্ম্মানুবাদ বলিলেও বলা যাইতে পারে। কৌতূহলী পাঠক ভারতচন্দ্রের স্বীয়া নাগ্নিকার উদাহরণ—

“নয়ন-অমৃত নদী সতত চঞ্চল যদি” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কবিতার সহিত ভানুদত্তের স্বীয়া-বর্ণনা ও তাঁহার স্বকীয়া নবোদার উদাহরণ “হৃদয়ে ধরিয়া শয্যায় আনিয়া” ইত্যাদি কবিতার সহিত ভানুদত্তের নবোদা-বর্ণনার তুলনা করিবেন। যদিও উদাহরণ-অংশে উভয় গ্রন্থের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য ছট্ চারিটি স্থল ব্যতীত অন্তর্য্য দৃষ্ট হয় না—কিন্তু ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের উপর ভানুদত্তের কাব্যের অসাধারণ প্রভাব ইহা দ্বারাই বিলক্ষণ অমুণিত হইবে। ভারতচন্দ্রের ‘রসমঞ্জরী’ কাব্যংশে অল্প মূল্যবান নহে। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু “জয়দেব ও বিদ্যাপতি” শীর্ষক প্রবন্ধে উৎসাহে বাঙ্গালা ভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ গীতি-কাব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তথাপি উভয় কাব্য বিশেষরূপে আলোচনা করিলে ভানুদত্তের অপূৰ্ণ বাঞ্ছনা-পূর্ণ রস-বৈচিত্র্যের সহিত ভারতচন্দ্রের সুমধুর ত্রিপদী ও চৌপদীগুলির রস গান্ধীর্বা-রীন লালিত্য যে কোন রূপেই তুলনীয় নহে,—ইহা সঙ্গদয় পাঠক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ভানুদত্ত প্রাণিষত-ভট্টকা প্রভৃতি অষ্ট-নাগ্নিকার প্রত্যেকের মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা, পরকীয়া ও গণিকা-ভেদে স্বতন্ত্র উদাহরণ দিয়াছেন; সে স্থলে ভারতচন্দ্র প্রাণিষত-ভট্টকা ইত্যাদির মুগ্ধা প্রভৃতি নাগ্নিকা-নির্ঝিশেষে কেবল একটি করিয়া উদাহরণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং সংস্কৃত রসমঞ্জরীর বিচারাত্মক অধিকাংশ স্থলই বাহ্য-ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার ফলে যদিও রচনা-মাধুর্য্য প্রভৃতি ভারতচন্দ্রের কতিপয় স্বাভাবিক গুণে তাঁহার কাব্য বাঙ্গালী পাঠকবর্গের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকুক, কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া রস-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করার সম্ভাবনা নাই, এরূপ বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বস্তুতঃ সাধারণ পাঠক-

বর্গের, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্য-সেবীদিগের সুখ-পাঠ্য একখানা রস-গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়াই আমরা ভানুদত্তের সুপ্রসিদ্ধ রস-মঞ্জরীর পঞ্চানুবাদ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জানি না, আমাদের অক্ষম চেষ্টা কিরূপ ফলবতী হইবে।

এস্থলে ভানুদত্ত ও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না।

ভানুদত্ত গ্রন্থ-শেষে তাঁহার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, সুরধুনী-পুত্র বিদেহ বা মিথিলা প্রদেশে তাঁহার বাসস্থান ছিল এবং ‘কবি-কুলালঙ্কার-চূড়ামণি’ গণেশ্বর তাঁহার পিতা ভানুদত্তের জীবন-বৃত্তান্ত।

প্রদেশে প্রচারিত আছে কি না, আমরা তাহা জানি না। সম্ভবতঃ গণেশ্বর সুকবি ছিলেন ; নতুবা ভানুদত্ত সে কেবল পুত্রোচিত বিনয় বশতঃই পিতাকে ‘কবি-কুলালঙ্কার-চূড়ামণি’ বলিয়াছেন ইহা তেমন সম্ভবপর বোধ হয় না। ভানুদত্ত যে, স্বরচিত পণ্ডিত তাঁহার ‘রসমঞ্জরী’ পূর্ণ করিয়াছেন তাহাও অস্বিগ্ন শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা ; কারণ, সমাজে শ্রেষ্ঠ সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না হইলে—তিনি যে ভাবে নিজের রসমঞ্জরীকে বাসুদেবীর কর্ণভূষা পরিজ্ঞাত-মঞ্জরীর সহিত উপমিত করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় সম্ভবপর হইত না। শ্রীহর্ষ, জয়দেব প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের রীতি-অনুসারে এইরূপ নিজোৎকর্ষ-সূচক শ্লাবা-বাক্য ভানুদত্তের পক্ষে মার্জ্জনীয় হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে ক্ষত-ভেদ থাকিতে পারে ; কিন্তু তাঁহার পুরোক্ত উপমাটি সে অযথার্থ নহে—রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কবিত্ব-অংশে ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর সহিত তুলনীয় অলঙ্কার-গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যেও বিরল ; ইহা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ যে, একাধারে

রস-তত্ত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে অপূর্ণ কাব্যানুশীলন জনিত আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভানুদত্তের জন্ম-সময় আমরা স্থির করিতে পারি নাই ; তিনি তাঁহার গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ অমর-শতকের "প্রস্থানং বলয়ৈঃ কুতং" ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া, প্রাচীনগণের বর্ণিত প্রোষিত-ভর্তৃকা প্রভৃতি অষ্ট-নাগিকার অতিরিক্ত 'প্রোম্ব্যং-পতিকা' নামী আর একটি 'নাগিকাও স্বীকার করা আবশ্যক, ইহা উৎকৃষ্ট যুক্তি সহকারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অমর শতকের রচনা-কাল নিশ্চিত রূপে স্থিরীকৃত না হইলেও অমর শতকের শ্লোকা-বলি 'সরস্বতীকণ্ঠভরণ' 'কাব্যপ্রকাশ' প্রভৃতি পাচীন অলঙ্কার গ্রন্থে উদ্ধৃত হওয়ায়—অমর কবি যে খৃষ্টীয় নবম কি দশম শতাব্দীর পরবর্তী নহেন, তাহা একরূপ প্রমাণিত হইয়াছে ; সুতরাং ভানুদত্তও কোন রূপেই উহার পূর্ববর্তী হইতে পারেন না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমরাগের কিন্তু বোধ হয় যে, ভানুদত্ত সাহিত্যদর্পণ-কার বিশ্বনাথ কবিরাজ অপেক্ষাও পরবর্তী ; কারণ সাহিত্য-দর্পণে প্রাচীন মতানুসারে অষ্ট-নাগিকাই স্বীকৃত হইয়াছে। তৎপূর্বে রসমঞ্জরী গ্রন্থে ভানুদত্ত কর্তৃক 'প্রোম্ব্যংপতিকা' নামী নবনী নাগিকা নির্দিষ্ট হইয়া থাকিলে, তार्কিক-প্রধান বিশ্বনাথ কবিরাজ সেই অভিনব মতের গ্রহণ কিম্বা খণ্ডন—উটটির একটি না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। বিশ্বনাথ কবিরাজ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন ; সুতরাং ভানুদত্তকে তাঁহারও পরবর্তী বলিয়াই অনুমান হইতেছে। মৈথিল কবি-শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন ; ভানুদত্তও সেই সময়েই প্রোভূত হইয়াছিলেন কিনা কে বলিতে পারে ? ভানুদত্তের সময় নির্ধারণের আর একটি উপায় আছে। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শিবভট্টের পুত্র নাগেশ ভট্ট ও কান্ধী-

রাজ চন্দ্র-ভানু সভাসদ অনন্ত পণ্ডিত যথাক্রমে 'রসমঞ্জরী-প্রকাশ' ও "বাক্যার্থ-কৌমুদী" নামে রসমঞ্জরীর দুই খানা উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। অনন্ত পণ্ডিত তাঁহার টীকার প্রারম্ভে তাঁহার প্রতি-পালক রাজবংশের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, * তাহা হইতে জানা যায় যে, বারাণসীতে কাশিরাজ নামে একজন পরাক্রান্ত ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি প্রাচুর্য্য হন; তাঁহার পুত্র কন্দর্প-তুলা রূপবান্ প্রতাপবর-কৃত্য; তাঁহার পুত্র কৃষ্ণ-চিন্তা-পরায়ণ মধুকর শাহ; তাঁহার পুত্র নিখিল-কলা-বিশারদ বরবীর সিংহ; তাঁহার পুত্রই অনন্ত পণ্ডিতের প্রতিপালক চন্দ্র-ভানু। অনন্ত পণ্ডিত চন্দ্র-ভানু নৃপতির যে অতুলনীয় মহাশ্রী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ট অতিশয়োক্তি থাকা সম্ভবপর হইলেও চন্দ্র-ভানু যে একজন বহু-গুণ-সম্পন্ন রাজা ছিলেন তাহা বেশ বুঝা যায়; আমাদের বোধ হয় যে, পুরোক্ত সূত্র অবলম্বনে কাশীর রাজ বংশের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা দ্বারা রাজা চন্দ্র-ভানু ও অনন্ত পণ্ডিতের সময় স্থিরীকৃত হইতে পারিবে এবং তাহা হইলে ভাণ্ডবন্তের সময়-নিদ্ধারণও অনেক পরিমাণে সুসাদা হইবে।

ভাণ্ডবন্ত শৈব কি বৈষ্ণব ছিলেন তাহা নিশ্চিত জানা যায় না; মিথিলার কবি-শ্রেষ্ঠ বিভূষিত সুমধুব কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পদাবলির সঙ্গে সঙ্গে বহু শিব-সঙ্গীতও রচনা করিয়া গিয়াছেন; এমন কি, তিনি প্রকৃত পক্ষে শৈব ছিলেন বলিয়াই এখন নিঃসন্দেহে স্থিরীকৃত হইয়াছে। † সুতরাং ভাণ্ডবন্তকে রসমঞ্জরীর প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ-স্থলে হর-পার্বতীর এক-

* "Benaras Sanskrit Series" নামক গ্রন্থাবলির অন্তর্গত বারাণসী গবর্ণমেন্ট কলেজের অধ্যাপক রামশাস্ত্রী তৈলঙ্গ কর্তৃক সম্পাদিত রসমঞ্জরীর ২—৬ পৃষ্ঠা দেখা।

† সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলির অন্তর্গত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীর উৎকৃষ্ট সংস্করণের ভূমিকা দেখা।

দেহ-ধারণ বর্ণন করিতে দেখিয়া তাঁতাকে শৈব বলিয়া স্থির করা বাইতে পারে কি ? রসমঞ্জরী গ্রন্থে কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক কতকগুলি সুমধুর শ্লোক ও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ঐ শ্লোক গুলির অধিকাংশই এরূপ অপূর্ণ ভাবোচ্ছাসপূর্ণ যে, তাহা পাঠ করিয়া কবিকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজ লীলার অনুপম মাধুর্য্যে একান্ত বিমুগ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত না করিয়া পারা যায় না । কাঁতুলী সন্দেহ পাঠক রসমঞ্জরীর ব্রজলীলা-বিষয়ক অনুশ্রবণ, প্রগল্ভা উৎকৃতিতা, প্রগল্ভা প্রোক্ষা-পতিকা নাম্বিকার এবং সখ্য-শিক্ষা, প্রিয়-শরিহাস, বিরহ-নিবেদন ও সাক্ষাৎ-দর্শনের অপূর্ণ বর্ণনা গুলি পাঠ করিলেই ভানুদত্তের সুগভীর বৈষ্ণবতার পরিচয় পাইবেন । বিদ্যাপতি ও ভানুদত্তের এই সম্প্রদায়-গুরু-বিশীল উদার ধর্ম্ম-ভাব যে আমাদের বিশেষ-ভাবে প্রাণধান-যোগ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

রসমঞ্জরীর কবিত্বের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া আমরা ভূমিকার কলেবর বর্ধিত করিব না ; যে গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই কবির অপূর্ণ কবিত্বের পরিচয় সুপরিষ্কৃত, সেই গ্রন্থ হইতে দুই ভানুদত্তের কবিত্ব ।

চারিটি উদাহরণ দেখাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । কিন্তু ভানুদত্তের রসমঞ্জরী ও ঐ শ্রেণীর অন্যান্য সংস্কৃত গীতি-কাবোর সহিত এক দিকে হিন্দী-সাহিত্যের 'কাব প্রিয়া' 'বিহারী-মতগই', 'রসচন্দ্রোদয়' 'রস-বৃষ্টি' প্রভৃতি গীতিকাবোর ও অন্য দিকে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-কবিগণের কবিতা ও ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীর তুলনা করিয়া আমরা সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা গীতি-কাবোর প্রকৃতি বাহা বুঝিতে পারিয়াছি

এই স্থলে সে সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় অসঙ্গত
প্রাচীন ও নব্য কবিতার
হইবে না । প্রতীচ্য সমালোচকগণ প্রাচীন ও
বিশেষতঃ ।

আধুনিক সময়ের কবিগণের কাবোর প্রকৃতি-গত
পার্থক্য অনুসারে সাধারণতঃ প্রাচীন কবিগণের কাব্য গুলিকে প্রাচীন

কবিতা (Classical poetry) এবং আধুনিক কবিগণের কাব্য শুলিকে নব্য কবিতা (Romantic poetry) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।* প্রাচীন ও নব্য কবিতার মূলভূত পার্থক্য যে কিসে তৎসম্বন্ধে সমালোচক-দিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু সংক্ষেপে বলিতে হইলে অধিকাংশ প্রসিদ্ধ সমালোচকের মতে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের সংযমই প্রাচীন কবিতার বিশেষত্ব এবং ভাষার পরিপাট্য ও ভাবের উচ্ছ্বাসই নব্য কবিতার বিশেষত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। উভয় শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে এক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অপর শ্রেণীর নিকৃষ্টত্ব স্থির করা সম্ভবপর নহে; কারণ ব্যক্তি-গত রুচি অনুসারে উভয় শ্রেণীর কাব্যই তুল্যরূপে প্রীতিজনক ও সমাদৃত হইয়া থাকে; সুগঠিত ভাস্কর-মূর্ত্তি ও উৎকৃষ্ট তৈল-চিত্রের স্থায় বিভিন্ন জাতীয় উক্ত দুই শ্রেণীর কাব্যের উৎকর্ষ যেরূপ স্বতন্ত্র; অপকর্ষও সেইরূপ স্বতন্ত্র বটে। এক্ষণে যেরূপ এক দিকে নিকৃষ্ট প্রাচীন-কাব্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা—ভাষার আড়ষ্টতায়, এবং ভাবের সংযম—ভাবের অকিঞ্চিৎকরতায় পরিণত হইয়াছে, সেই রূপ নিকৃষ্ট নব্য-কবিতায়ও ভাষার পরিপাট্য—ভাষার অস্পষ্টতায়

এবং ভাবের উচ্ছ্বাস ভাবের উচ্ছ্বালতায় পরিণত প্রাচীন ও নব্য কবিতার হইতে দেখা গিয়াছে। প্রাচীন ও নব্য কাব্যের দোষ-গুণ।

ইতিহাসে এইরূপ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট কাব্যের দৃষ্টান্তের অসম্ভাব নাই। প্রাচীন ও নব্য কবিতার এই প্রভেদ যে কেবল প্রতীচ্য সাহিত্যেই পরিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নহে; মানব-প্রকৃতি সর্বত্রই প্রায় সমান; সুতরাং দেশ-কাল-গত যথেষ্ট প্রভেদ সত্ত্বেও ভারতীয় প্রাচীন ও নব্য-কবিতার মধ্যেও ঐরূপ পার্থক্য প্রকাশ পাইয়াছে। ‘মেঘদূত’, ‘গীত

* Sidney Colvin কৃত “Selections from Walter Savage Landor” নামক গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দ' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত প্রাচীন গীতি-কাব্যের সহিত মধ্য-
কালের বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবির পদাবলি ও আধুনিক
সময়ের গীতি-কাব্যের তুলনা করিলেই স্পষ্টদর্শী পাঠকের নিকট উদ্ভা-
দিগের প্রকৃতি-গত পার্থক্য স্পষ্ট-রূপে প্রতিভাত হইবে। 'মেঘদূত' কিম্বা
'গীতগোবিন্দ' কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় যার-পর-নাই ভাবোচ্চাসের উপযোগী ;
কিন্তু কালিদাস ও জয়দেবের কবিত্বের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও
তঁাদিগের উক্ত গীতি-কাব্য দুইটিতে প্রাচীন
কালিদাস ও জয়দেবের
গীতি-কাব্য। কবিতার বিশেষত্ব রচনার সম্পৃষ্টতা ও ভাবের

সংযম প্রায় তুল্য রূপই পরিলক্ষিত হয়। মধ্যকালে
সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইলে, যখন
ভারতবর্ষে নূতন অবস্থায় বাঙ্গালা মৈথিল, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক
ভাষা-সাহিত্যের অভূতপূর্ব অভ্যুদয় তহিতে আরম্ভ হইল—তখন পর্য্যন্ত
সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের প্রাচীন আদর্শই অধিক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ
হইতেছিল ; সেই ক্ষণেই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবিগণ
নানারূপ বিচিত্র ভাবোচ্চাস-পূর্ণ গীতি-কবিতা রচনা করিতে যাইয়াও
আধুনিক নিকট গীতি-কবির ন্যায় ভাষার সম্পৃষ্টতার
বিদ্যাপতি ও চণ্ডী-
দাসের প্রাচীনাদর্শ-
প্রিয়তা। তিমিরাবরণে কাব্য-চিত্রের অসম্পূর্ণতা আচ্ছাদিত
করিতে প্রয়াসী হন নাই। তাই উক্ত বৈষ্ণব-কবি-

গণ নায়ক-নায়িকার পূজ্যরূপ, মিলন, মান কিম্বা
বিরহের যখন যে বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীর কতিপয় সূনিপুণ
রেখা-পাতের দ্বারা তাহাই সজীবতায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক
শিক্ষিত সমালোচক উৎকৃষ্ট নব্যকবিতার তুলনায় তাহাতে ভাবের
সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করিলেও করিতে পারেন ;—কিন্তু নব্য-কবিতা-সুলভ
ভাবের ক্ষীণতা তাহার মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাইবেন না। কিন্তু

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভাবের এই প্রবলতা বা সজীবতা প্রায় কোন স্থলেই তরলতায় পরিণত হয় নাই।

প্রাচীনাদর্শের ভক্ত চংরেজ-কবি স্যাবেজ্ লাণ্ডরের (Savage Landor) একটি প্রসিদ্ধ সৃষ্টি এই যে, নির্মল জলাশয়ের ত্রায়

অধিকাংশ	নির্মল কবিতা প্রকৃত পক্ষে যত গভীর, আপাততঃ
নব্য কবিতার	তত গভীর বলিয়া বিবেচনা হয় না; কিন্তু আবিল
অস্পষ্টতা।	জলাশয়ের ত্রায় আবিল কবিতা বস্তুতঃ গভীর না

হইলেও আবিলতার ক্ষুদ্রই গভীর বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়। যদিও বাংলা ভাষার অনেক উৎকৃষ্ট নব্য কবিতার সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য নহে,—কিন্তু আজ কালের অধিকাংশ নব্য কবিতাই যে অল্লাধিক পরিমাণে এই আবিলতা বা অস্পষ্টতা দোষে দূষিত তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। এক দিকে প্রতিভা-শালী নব্য কবিগণের শক্তিহীন অনুকারকগণ যেরূপ অস্পষ্টতার আবরণে যা-ইচ্ছা-তাই লিখিয়া কাব্য-নামে প্রচার করিতেছেন, সেইরূপ প্রাচীনাদর্শের অনেক অক্ষম লেখকের রচনায়ও অস্পষ্টতা ব্যতীত কাব্যোপযোগী ভাব কিছুই পাওয়া যায় না; সুদক্ষ ভাস্কর শূকতিন মন্দির-প্রস্তরকে যেরূপ কর্দ্দমের আয় নিজেদের আয়ত্ত করিয়া তাঁহার বাহ্যিক ভাব-প্রকাশক অপূৰ্ণ মূর্তিতে পরিণত করেন, সেইরূপ মানব-হৃদয়ের গূঢ় ও দুর্লভা ভাব-সমূহকেও যেহেতু কবি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া নিজের অভিপ্রেত আকার প্রদান করিতে পারেন, তাহাকেই ভাব-সংযম বা ভাবের উপর কবির প্রভুত্ব বলা যাইতে পারে। যেখানে কাব্যোচিত ভাবেরই অভাব, সেখানে ভাবের সংযম ও ভাবের সংহার একই কথা। এইরূপ ভাষা-শূন্য ভাব কিংবা ভাব-শূন্য ভাষার আসনে নির্দোষ শব্দ-অর্থ-রূপাণী হর-গৌরী-মূর্তি কবিতা-দেবীর আবির্ভাব অসম্ভব। সে ক্ষুদ্রই মহাকবি কালিদাস যুগ্ম-রচনা করিতে যাইয়া, ভাষা ও

ভাবের—শব্দ ও অর্থের সম্যক জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষার সর্বাগ্রে

উৎকৃষ্ট কাব্যের
প্রকৃতি।
কাব্যোচিত নির্দোষ শব্দ ও অর্থের দ্বারা অভিন্ন-রূপিনী
হরপার্বতীর বন্দনা + এরূপ অপূর্ণ-ভাবে গ্রথিত
করিয়াছেন যে, আমরা বহু চিন্তা করিয়াও তাঁহার

সেই অপূর্ণ বন্দনার ভাষা কিম্বা ভাব—ইহার কোনটির অপেক্ষা
কোনটির অধিক প্রশংসা করিব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

সে যাহা হউক, প্রাচীন ও নব্য কবিতার, উল্লিখিত প্রণালী-গত
পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখিয়া সংস্কৃত গীতি-কাব্যের সহিত তুলনা দ্বারা
ভারতীয় প্রাদেশিক গীতি-কাব্যে কি ভাবে ঐ পার্থক্য আত্ম-প্রকাশ
করিয়াছে, আমরা এখন তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এরূপ
একটি অনালোচিত বিষয়ের আলোচনার অগ্রসর হইলে দৃষ্টান্ত দ্বারা
প্রত্যেক উক্তির সমর্থন করা একান্ত আবশ্যক; নতুবা ঐ সকল উক্তি
কোন মতেই যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার আশা করা যাইতে পারে না।

“বাগর্থবিব সম্পূক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।

জগতঃ পিতরৌ বন্মে পাকবতী-পরমেধরৌ ॥”

রঘুবংশ—১ম স্কন্ধ।

শব্দ অর্থ হেন যুক্ত-কায়—

শব্দ-অর্থ-বোধের কারণ;

জগতের জমক-জননী—

হর-গৌরী করি হে বন্দন!

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, কালিদাসের মেঘদূত ও জয়দেবের গীত-মেঘদূত, গীতগোবিন্দ ও গোবিন্দের জায় দুই খানা সংস্কৃত গীতিকাভ্যের মধ্যে রসমঞ্জরীতে ভাষার দেশ-কাল-গত প্রভূত পার্থক্য থাকিলেও প্রাচীন বিগুহ্য ও ভাবের কবিতার আদর্শ ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অসাধারণ ভাব-সংযম।

সংযম বিষয়ে উভয় কাব্যেরই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। আমরা প্রথমে ২১টি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মেঘদূতের বিরহী 'যক্ষ প্রেম তন্ময়তা হেতু স্নেহা-বিহারী মেঘের দ্বারা প্রিয়তমাকে সংবাদ পাঠাইতে যাইয়া, কলনা-নেত্রে যেন তাঁহাকে নিজের সম্মুখে দেখিতে পাইয়াই বলিতেছেন,—

“প্রিয়সু-লতায় দেহ, মৃগী-নেত্রে চঞ্চল নয়ন,
শিথি-পৃষ্ঠে কেশ-পাশ, মুখ কান্তি হেরি চক্ৰমায়,
ঈশং তরঙ্গ-ভঙ্গে তুর-ভঙ্গী করি দরশন,—
রাগিলে কি ? একাধারে তব সম নাহি দেখি হায় !
প্রণয়-কুপিতা তব মূর্ত্তি আঁকি' গৈরিকে শিলায়,—
তব পদ-পাশে নিজ মূর্ত্তি আঁকি যবে আকিঞ্চন,—
তখনি অজস্র-ধারে অশ্রু মম দৃষ্টি রোধে হায় !
চিত্রেও যে নাহি সচৈ কুর বিধি মোদের মিলন !
কোন মতে স্বপ্নে পে'য়ে প্রিয়তমে ! তব দরশন,
প্রসারিলে শূত্রে বাত—তব গাঢ় আলিঙ্গন তরে,
হেরি' তাহা মোর হৃদে ফেলে না কি বন-দেব-গণ
মুক্তা-সম স্থল অশ্রু-বিন্দু তরু-পল্লব উপরে ?”*

যক্ষের এই উক্তি পাঠ করিয়া প্রথমে মনে হইতে পারে যে,

* মেঘদূতের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ ২৮ পৃষ্ঠা।

ইহাই কি যক্ষের ভায় প্রেমিকের উপযুক্ত শ্রিয়া-সম্ভাষণ? ইহাতে বর্ণনার বৈচিত্র্য, অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব থাকিতে পারে,—কিন্তু প্রেমিকের উপযুক্ত ভাবোচ্ছ্বাস (Passion) ও করুণা (Pathos) কোথায়? সুন্দরী স্ত্রীদয় পাঠক গভীর ভাবে এই শ্লোক শুল্লির মধ্যে নিমগ্ন হইলে ক্রমে দেখিতে পাইবেন যে, প্রথমে যাহা রচনার বৈচিত্র্য বা অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব বলিয়া বিবেচনা হইয়াছে তাহা কেবল বর্ণনার পারিপাট্য নহে। অতিরিক্ত তাপ ও চাপের শক্তিতে তরল জল যেমন করিয়া জমিয়া হিম-শিলায় (Ice) পরিণত হয়—এহলেও যক্ষের প্রেম ও শোকের অচিন্তনীয় উচ্ছ্বাস মহাকবিবর সৰ্বগ্রাহিণী শক্তির প্রভাবে সম্যক্ আয়ত্ত ও ঘনীভূত হইয়াই অপূৰ্ণ সংযত আকার ধারণ করিয়াছে। সত্য বটে, ইহাতে নব্য-কবিতার তরল ভাবোচ্ছ্বাস নাই; কিন্তু ভাবের তরলতার অভাবই উহার একমাত্র কারণ; উচ্ছলং-পানীয়ের (Effervescent drink) ফেন বুদ্ধদের ন্যায় অনেক সময়েই অনেক নব্য কবিতার অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস নিমেষের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু হিম-শিলার ন্যায় মেঘদূতের এই ঘনীভূত ভাব-রাশি দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ হইলেও সঙ্গর বিলীন হইবার নহে।

এখন বিরহী যক্ষের শ্রিয়া-সম্ভাষণের সহিত গীতগোবিন্দের কৃষ্ণ-বিরহিণী শ্রীরাধার একটি মধ্যাত্তিক উক্তির তুলনা করুন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ে নিতান্ত সন্দিহান হইয়াছেন। এমন কি, সূচকুর নায়কদিগের যেরূপ স্বভাব, সেরূপ স্বভাবের পরিচয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট আসিয়া তাঁহাকে অনেক সাধা-সাধনা করিবেন,—মনে এইরূপ কত আশা করিয়া শ্রীরাধা তাহাতেও নিরাশ হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে ভাল না বাসিয়া পারিতেছেন না,—তাই নিজের প্রতি দিক্কার দিয়া বলিতেছেন,—

- “সখী-সঙ্গ—রিপু সম, হিমানিল—হত্যাশনময়,
 • সুধাকর বিষ হেন হৃদয়ে পশিলে যেবা হয়,
 সে নির্দয়-জনে মোর ছুটে মন চাহে গো আবার,
 নারীর বাসনা অতি নিরঙ্কুশ জানিলাম সার।” +

শ্রীরাধার এই উক্তিটি পাঠ করিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, ইহাতে উৎকৃষ্ট নবা-কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস বা করুণ স্বকোথায়? কিন্তু বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে যে, শ্রীরাধা কতক গুলি অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসময় হা হতাশের কথা না বলিয়া অল্প কয়েকটি সুস্পষ্ট কথায় প্রণয়ের সর্বপ্রাসিতা, প্রিয়-বিরহের অসহনীয়তা এবং প্রেমাদীন হৃদয়ের দুর্দমনীয়তা যেরূপ উজ্জ্বল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভাবের অসাধারণ প্রগাঢ়তাই প্রকাশ পাইয়াছে।

ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর কবিতাও পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবিগণের কবিতার ন্যায় সম্পূর্ণ প্রাচীনাদর্শের অনুযায়িনী রটে। সঙ্গদয় পাঠক রসমঞ্জরীর প্রগল্ভা বিপ্রলক্ষা, প্রগল্ভা উৎকৃষ্টিতা ও প্রগল্ভা প্রোম্ব্যং-পতিকার উৎকৃষ্ট বর্ণনাগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, উৎকৃষ্ট প্রসাদ-গুণগুক্ত ঐ সকল কবিতার স্করুণ ভাবোচ্ছ্বাস কবির অসাধারণ ভাব-সংযম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া কিরূপ বিচিত্র ঘনীভূত আকার ধারণ করিয়াছে!

সংস্কৃত-সাহিত্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে হিন্দী, মৈথিল, বাঙ্গালা প্রভৃতি

প্রাদেশিক ভাষা-সাহিত্যের বিকাশের কারণ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহার বহু-কাল পূর্ব হইতেই সংস্কৃত ভাষা অনেক-পরিমাণে অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছিল। খৃষ্ট-জন্মের পরবর্তী প্রথম শতাব্দীর সময় হইতেই বে উহা কেবল অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারাই ব্যবহৃত হইত, তৎকালীন সংস্কৃত দৃষ্ট-কাব্য-গুলিই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বটে। সংস্কৃত-ভাষা ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় উহার স্বাভাবিক রচনা-রীতিও (Idiom), ক্রমে সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য হইয়া পড়িল এবং অবশেষে এরূপ সময় উপস্থিত হইল যে, সেই উৎকৃষ্ট বিত্তভাষার সাহায্যে দেশ-বাসীর প্রাণের সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্র, নির্বেদ ও উল্লাস মর্ম্মস্পর্শি-ভাষায় প্রকাশ করা আর সম্ভবপর রহিল না। তাই সেই প্রাচীন যুগেও গীতি-কবিগণ সংস্কৃত-ভাষা ছাড়িয়া সরল ও সুকোমল প্রাকৃত-ভাষায় গাথা-চ্ছন্দে প্রেম-কবিতা রচনা আরম্ভ করিলেন। মহারাজ সাতবাহন কর্তৃক “গাথা-সপ্তশতী”* নামে নিজের ও অন্যান্য শতাব্দিক প্রাকৃত-কবির সপ্ত-শত-গাথা-পূর্ণ যে উৎকৃষ্ট কবিতা-সংগ্রহ সংকলিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই আমরা এই প্রাকৃত-গীতি-কবিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। এই গাথা-সপ্তশতীর অপূর্ব ব্যঙ্গনা-পূর্ণ গাথা-গুলি সরস্বতী-কণ্ঠভরণ, কাব্য-প্রকাশ প্রভৃতি অলঙ্কার-গ্রন্থে ব্যঙ্গনার উদাহরণে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মহাকবি বাণ-ভট্ট তাঁহার “হর্ষ-চরিত” নামক সুপ্রসিদ্ধ আখ্যায়িকার প্রারম্ভে পূর্ববর্তী বিখ্যাত কবিগণের উল্লেখ করিতে যাইয়া—সাতবাহন-সংকলিত উক্ত কোষ-

* সাতবাহন-সংকলিত “গাথা-সপ্তশতী” গ্রন্থের জর্মান পণ্ডিত-প্রবর ওয়েবর (Weber) কর্তৃক ল্যাটিন অক্ষরে জর্মানীতে মুদ্রিত হইয়াছিল; তৎপরে বোম্বাই নির্গম-সাগর যন্ত্রহীতে সংস্কৃত টীকা সহ দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

কাব্যকে নির্মল রত্ন-রাজি-সংগ্ৰহিত মাল্যের ভায় মনোহর ও অবিদ্যার বঁলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।* ‘সেতু-বন্ধ’ নামক প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা প্রবরসেনও বাণভট্ট-কর্তৃক হর্ষচরিতে অল্প প্রশংসিত হন নাই। যখন প্রাকৃত-ভাষা শ্রেষ্ঠ কবিদিগের দ্বারা এরূপ সমাদৃত হইতে লাগিল, তখন হইতেই প্রাকৃত-ভাষা-জাত প্রাদেশিক সাহিত্যেরও অভূতপূর্ব অভ্যাসের প্রকৃত সূচনা আরম্ভ হইল এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর চন্দ্র বরদাই, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ প্রাদেশিক কবিদিগের অপূর্ব সাধনার ফলে হিন্দী মৈথিল ও বাংলা প্রভৃতি সুদর্ভদ্র প্রাদেশিক ভাষাগুলিই অচিন্তনীয়-শক্তি-সম্পন্ন সাহিত্য-সম্পদে বরোণ্য হইয়া উঠিল।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও হরদাস, প্রভৃতি প্রাদেশিক কবিদিগের কাব্য-সমূহের অসাধারণ স্বাভাবিকতাই উহাদিগের প্রধান বিশেষত্ব। ঐ স্বাভাবিকতার গুণে ঐ সকল কাব্য মনোমগ্নার্থী স্বদেশী সঙ্গীতের স্তায় জনসাধারণের একান্ত আদরনীয় হইয়া উঠিল। কালিদাস প্রভৃতির অবিদ্যার কাব্য গুলিরও কখন সেইরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। সে বাহা হউক, এই সকল কাব্যে জন-সাধারণের প্রেম ও বিরহ, হর্ষ ও বিষাদ, উচ্ছ্বাস ও অবসাদ পূর্যাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত হইলেও উহাদিগের ভাষা ও ভাবে প্রাচীনাদর্শের প্রাধান্যই লক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ-প্রাদেশিক কবিগণের সকলের সম্বন্ধে আলোচনা করিব, এরূপ স্থান আমরা দিগের নাই; সুতরাং আমরা এস্থলে বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার প্রকৃতি

“অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোং সাতবাহনঃ ।

বিশুদ্ধ-জাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব স্তথাবিতৈঃ ॥”

•

হর্ষ-চরিত ।

সব্বদেই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দেশ-প্রচলিত অপভ্রংশ ভাষায় কবিতা রচনা করিতে বাইরা, অনেক স্থলেই যেরূপ সরল ভাষায় ও অল্প কথায় প্রাণের গভীর তাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার তুলনা-স্থল কালিদাস প্রভৃতির সংস্কৃত কবিতায়ও নিতান্ত বিরল। প্রাকৃত গাথার সরলতা ও স্বাভাবিকতা সংস্কৃত কবিতা হইতে অধিক হইলেও উহা হিন্দী, মৈথিল, বাঙ্গালা প্রভৃতি অপভ্রংশ ভাষায় গীতি-কবিতার সহিত তুলনায়, দাঁড়াইতে পারে না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের—

“কি কহব রে সখি ! ইহ দুখ-ওর।

বাশা-নিশাস-গরলে তহু তোর ॥”

“এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শুন মন্দির মোর ॥”

“সখি ! কি পুছসি অহুতব মোর।

সোই পিরীতি অহুরাগ বাধানিতে

তিলে তিলে নৌতুন হোয় ॥”

“সই ! কিবা গুনাইলে শ্রাম-নাম।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ ॥”

ইত্যাদি কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ সরল গাভীরোর উপযুক্ত তুলনামূলক সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে নিতান্ত বিরল,—ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যাক্তি হইবে না। কিন্তু এই ভাবোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলি গুলির রচনা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ প্রাচীনাদর্শের অনুসারিনী ; উহাতে ভাষার পারিপাট্য অপেক্ষা ভাষার স্পষ্টতা এবং

ভাবের উচ্ছ্বাস অপেক্ষা ভাবের সংযমই অধিক পরিলক্ষিত হয়।
বর্ণনীয় ভাবগুলি যতই গভীর ও হৃদয় হউক না কেন, বিদ্যাপতি
ও চণ্ডীদাসের অপূর্ণ উপমা ও রূপকের প্রভাবে তাহা স্পষ্ট

বিদ্যাপতি	অনেক সময়েই স্বাভাবিক ভাব-সমূহকে অতিরিক্ত
ও	পরিমাণে অলঙ্কৃত করিয়া, উহাদিগের স্পষ্টতা
চণ্ডীদাসের	অপেক্ষা অস্পষ্টতারই অধিক সহায়তা করিয়া থাকে;
অলঙ্কারপ্রিয়তা	কিন্তু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পক্ষে সে কথা নহে।

অজ্ঞাত ও অচিন্তিত অমূর্ত পদার্থ-রাজিকেও বাস্তব নাম ও রূপ
অর্পণ করিয়া সজীব করিয়া তোলাই যে কবি-প্রতিভার কাণ্ড্য।
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের এই উপমা-রূপক-প্রিয়তা সেই কবি-প্রতি-
ভারই সাক্ষাৎ ফল। কেন না, আমরা দেখিতে পাঈ, অজ্ঞাত ও
অচিন্তিত অনেক অমূর্ত পদার্থও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের এই উপমা
ও রূপকের মাহাত্ম্যে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। উভয়ের উপমা-
রূপক-প্রিয়তার মধ্যে আবার একটু প্রভেদ আছে;—বিদ্যাপতির
কবিতার প্রাণ উপমা; চণ্ডীদাসের কবিতার প্রাণ রূপক; যে রূপ এক
সত্যেরই দুই দিক—ঐত ও অঐত,—তেমনি কবি-প্রতিভার দুই
অভিব্যক্তি,—উপমা ও রূপক। বিদ্যাপতির কবিতা শিল্প সৌন্দর্য্য-
প্রধান,—তাই তাহাতে উপমান ও উপমেয়ের তুল্যতা কিনা উপ-
মার বাহ্য। চণ্ডীদাসের কবিতা প্রেম-তন্ময়তা-প্রধান,—তাই
তাহাতে উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কিনা রূপকের প্রাধান্ত।
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই উপমা ও রূপকের দ্বারা যে, কেবল শরীরী
পদার্থ-নিচয়কেই জীবন দান করিয়াছেন, তাহা নহে; উহাদিগের
প্রভাবে অনেক অশরীরী পদার্থও 'মূর্ত্তিমান' হইয়া উঠিয়াছে। আমরা

তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখাইব। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে কুলিয়া মধুরার
 বিদ্যাপতির বাইরা রহিয়াছেন,—সংবাদ পৰ্য্যন্ত লইতেছেন না;
 উপমা তাই শ্রীরাধা মধুরার শ্রীকৃষ্ণের নিকট সখীকে পাঠাইতে
 বাইরা বলিতেছেন,—

“সজনি ! কাণ্ডকে কহিষি বুঝাই।

রোপিয়া প্রেমের বীজ অহুরে মোড়লি

বাচব কোন উপাই।

তৈলবিন্দু বৈছে পানি পসারল

ঐছন তুরা অহুরাগে।

সিকতা জল বৈছে কণহি তথায়ল

ঐছন তোহারি সোহাগে।

* * * *

চোর-রমণী জহু মনে মনে রোয়ই

অধরে বদন ছাপাই।

দীপক লোভে শলত জহু ধায়ল

সো ফল ভুঁজইতে চাই।” ইত্যাদি।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নব অহুরাগকে জলের উপরে ভাসমান তৈল-বিন্দুর
 সহিত উপমিত করিয়া বুঝাইতেছেন যে, তৈলবিন্দুর জ্বায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমও
 বিন্দুমাত্র বটে;—কিন্তু যেমন বিন্দুমাত্র তৈলও জলে পতিত হইয়া
 জলের নির্মলতা-জনিত অপ্রতিবন্ধকতা হেতু কণমাত্রেই বহুদূর পর্য্যন্ত
 বিস্তৃত হয়,—শ্রীকৃষ্ণের সেই বিন্দু-পরিমাণ প্রেমও শ্রীরাধার সরলতা-
 জনিত অহুকুলতা বলতই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পূর্ণ করিয়া
 ফেলিয়াছিল; কিন্তু তৈল-বিন্দু যেমন বহুবিস্তার দ্বারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে
 আরম্ভ করিয়া, শেষে অন্ত হইয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমও সেইরূপ

অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস বশতই অল্প সময়ের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাই, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সেই কণস্থায়ী প্রেমাদরের সহিত বালির উপরিস্থিত জলের তুলনা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া শ্রীরাধার অবস্থাও ঠিক চোয়ের রমণীর জ্ঞান হইয়াছে,—সে মুখ ফুটিয়া কহিতে পারে না,—সহিতেও পারে না। দীপাকৃষ্ট পতঙ্গ যেৰূপ দীপানলে পড়িয়া দগ্ধ হয়, রূপ-মুক্তা শ্রীরাধার অদৃষ্টেও বুঝি সেই রূপ ফলই ফলিবে !

আমরা জিজ্ঞাসা করি—কবি এতলে কয়েকটি স্বাভাবিক ও মনোহর উপমার সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছ্বাসময় অস্থির অঙ্গরাগ, অচিরস্থায়ী প্রেমাদর, ও শ্রীরাধার সঙ্কটপূর্ণ জীবন-সংশয় অবস্থার যে পরিষ্কৃট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অত্র প্রকারে সম্ভবপর হইত কি ?

বস্তুতঃ বর্ণনীয় বিষয় যেৰূপ স্থল ও ভাবময় হউক না কেন, বিদ্যা পতি অপূৰ্ণ উপমার সাহায্যে উহাকে যুষ্টিমান্ না করিতে পারিলে তৃপ্তি লাভ করেন না; তাই তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই অতুলনীয় প্রেমেরও একটি উপমা না দেখাইয়া পারেন নাই,—

“জোধনুঁ সকল মহীতল গেহ ।
 ক্ষীর-নীর সম না হেরনুঁ লেহ ॥
 বব্ কোই বেরি আনলমুখ আনি ।
 ক্ষীর দণ্ড দেই নিসরিতে পানি ॥
 তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে ।
 বিরহ-বিরোগ আগ দেই কাঁপে ॥
 বব্ কোই পানি আনি তাহে দেল ।
 বিরহ বিরোগ তবহি দূরে গেল ॥
 ভনহ বিদ্যাপতি এতনি সুরেহ ।
 রাধা মাধব ঐছন লেহ ॥”

বিদ্যাপতি যদি কেবল এই কীর-নীরের উপমাটি রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও আবাদগের বিবেচনায় তাঁহাকে মহাকবি বলিয়া গণ্য করিতে হইত।

চণ্ডীদাসের কবিতাও ঠিক এইরূপ ; তিনিও হৃদয় ভাবের পদার্থগুলিকে বিচিত্র আকার প্রদান না করিয়া তুষ্ট হইতে পারেন নাই। চণ্ডীদাসের তাই, তিনি ত্রীকৈর প্রেমকে কখনও কৃত্রিম বর্ণ, রূপক কখনও অঙ্গজ চন্দন, কখনও বা নির্মল সরোবর-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। চণ্ডীদাস নিজে প্রেম-বোণী ছিলেন, তাই তাঁহার বর্ণনায় উপমান ও উপমেয়ের প্রভেদ বিলুপ্ত হইয়াছে,—উপমা রূপকে পরিণত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,—

“কেবা মিরমিল প্রেম সরোবর

নিরমল তার জল।

হৃথের মকর

কিরে নিরন্তর

এণ করে টলমল ॥

গুরুজন-জালা

জলের শিহালা

পড়লী জিন্নল-মাছে।

কুল-পানীকল

কাঁটা যে সকল

সলিল বেড়িয়া আছে ॥

কলক-পানায়

সদা লাগে গায়

ছাঁকিয়া খাইল যদি।

অন্তর বাহিরে

কুটু কুটু করে

অখে ছুথ দিল বিধি ॥”

অল্প কথায় পরকীয়ার উদ্বেগের প্রেমের ইহা অপেক্ষা সমৃদ্ধ চিত্র কোনও দেশের কোনও কবি অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন কি ?

কবি বিদ্যাপতি “সকল মহীতল গেহ” অনুসন্ধান করিয়া, ত্রিবাণী-
মণ্ডবের প্রেমের তুলনার স্থল “কীর-নীর” পাইয়াছিলেন; কিন্তু
যোগী চণ্ডীদাসের চক্ষে প্রেম ব্যতীত জগতে বিতীর বস্তুর অস্তিত্বই
প্রতিভাত হয় নাই;—তাই তিনি সেই প্রেমের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিতে
যাইয়া গাহিয়াছেন,—

“এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি ।
পরান্নে পরাণ বাধা, আপনা আপনি ॥
দুহুঁ কোরেঁ দুহুঁ কঁাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।
আধ তিল না হেরিলে যায় যে মরিয়া ॥
জল বিহু মীন জন্ম কবহঁ না জিয়ে ।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে ।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে ॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা ।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুম মধুপ কহি, সেহ নহে তুল ।
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল ॥
কি ছার চকোর চাঁদ, দুহঁ সম নহে ।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে ॥”

বিদ্যাপতির পূর্বোক্ত উপমার সৌন্দর্য্য সহদয় পাঠক যাত্রেই
উপভোগ করিতে পারিবেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের এই উক্তির যথার্থতা
প্রেমিক ব্যতীত অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না ।

অতঃপর মধ্য-কালের মৈথিল ও বাংলা গীতি-কাব্যের আলোচনা
করিয়াছি; এখন হিন্দী গীতি-কাব্যের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব ।

বাকাল। সাহিত্যে বেকরুপ কুন্তিলাস ও কালীরাব-দাস, হিন্দী সাহিত্যে
 সেরূপ ভুলসীদাস ও হুরদাস। ভুলসীদাস রাম-
 হিন্দী-নীতি-কবিতা লীলা ও হুরদাস শ্রীমন্তাঙ্গবন্তের দশম স্বত্বের
 বর্ণিত ব্রজলীলা হিন্দী ভাষার প্রচার করিয়া দ্বিতীয়
 বান্দীকি ও ব্যাসের সন্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল ঐ
 মহাকাব্য রচনা করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই;—তাঁহারা উভয়েই রামলীলা
 ও কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক যে অসংখ্য-পদাবলি বা ভজন রচনা করিয়া
 গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি হিন্দী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের স্থান
 অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ভুলসীদাসের পদাবলিতে শাস্ত-ভাব বা
 ভক্তি-রসের এবং হুরদাসের পদাবলিতে মধুর-ভাব বা আদি-রসের
 প্রাধান্য লক্ষিত হয়। হুরদাস মোগলসম্রাট আকবরের অগ্রতম সভা-
 কবি বাবা রামদাসের পুত্র;—সুতরাং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়ের
 অপেক্ষা প্রায় এক শতাব্দী কালের পরবর্তী। তাঁহার পদাবলিতে বিদ্যা-
 পতি ও চণ্ডীদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট।* চণ্ডীদাসের বাকাল। পদাবলির
 কথা বলিতে পারি না,—কিন্তু ব্রজ-ভাষার সাদৃশ্য-যুক্ত বিদ্যাপতির
 মৈথিল পদাবলি যে, হুরদাসের জন্মের পূর্বেই ব্রজ-ধামে প্রচারিত
 হইয়াছিল তাহা একরূপ নিশ্চিত; এ অবস্থায় বিদ্যাপতির পদাবলির
 সহিত হুরদাসের পদাবলির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দর্শনে বিস্মিত হওয়ার
 কোনই কারণ নাই।

* ১৩১৮ সালের ‘নবাতারত’ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ
 মহাশয়ের “অন্ধ কবি হুরদাস” শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ উল্লেখ্য। রসিকবাবু অনেক
 স্থানে হুরদাসের কবিতার সহিত বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কবিতার সাদৃশ্য দেখাইয়া-
 ছেন; কিন্তু সাদৃশ্যের কারণ অনুসন্ধান করেন নাই। তাহা করিলে প্রবন্ধটি
 সর্বোৎকৃষ্ট-সম্পন্ন হইত।

গীতি-কবিতার গঠন-বৈচিত্রের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথমে প্রাকৃত, গীতি-কবিতা স্বাক্ষর-গাথাচ্ছন্দেই সীমাবদ্ধ ছিল; জয়দেব তাহা অষ্ট-পদী অর্থাৎ আটটি শ্লোক-(Stanza) বিশিষ্ট গীতে পরিণত করায় এবং বিদ্যাপতি, হরদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ সেই আদর্শেই পদরচনা করায়—উহা অপেক্ষাকৃত বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী সময়ে হিন্দী-কবি-শ্রেষ্ঠ বিহারীলাল আবার সেই প্রাচীন গাথার প্রতিরূপ দোহা-ছন্দে আদিরসাত্মক কবিতা রচনা করিয়া প্রাচীনাদর্শ-প্রিয়তারই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় এই রুচি পরিবর্তনের ফলেই হরদাসের সম-সাময়িক তানসেনের ভজনাত্মক বিহারীলালের

‘ঋপদ’ গান গুলি চারি-কালি-বিশিষ্ট হইলেও, আদি-
সতসঙ্গ রসাত্মক হোরির ‘ধামার’ ও ‘খেয়াল’ সঙ্গীত গুলি
প্রাকৃত ‘গাথা’ বা হিন্দী ‘দোহার’ স্তায়ই স্বাক্ষর-
প্রথিত ও ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ ছিল। আমরা এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিহারী-
লালের অধিতীর গীতি-কাব্য ‘সতসঙ্গ’ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে কয়েকটি
দোহা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

“মেরী ভব-বাধা হরো রাধা নাগরি সোই।

জা-তনকী ঝাঁজি পরে শ্রাম হরিভ-হুতি হোই ॥”

সংসার-যাতনা মম করুন শমিত

শ্রীরাধিকা রমণী-রতন,—

দেহ-কাস্তি সনে ধীর হইয়া মিলিত

শ্রাম হ’ল হরিভ-বরণ।

“রাতি দ্যোসহঁ মেরে রইহে যাম ন তিক ঠহরায়।

জেতো ঔণ্ডন চুঁড়িয়ে ‘ শুনৈ হাথ পরি জায় ॥”

দিবা-নিশি স্থির-ভাবে তিগাৰ্জ কখন

মান মোর নাহি ভিটে হার !

বত না তাহার দোষ করি অবেষণ

গুণ শুধু হাতে পড়ি' যায় ।

“ছুটী ন সিন্ধুতাকী বলক বলকিরো জোবন অঙ্গ ।

দীপতি দেহ দুহন মিলি দিপতি তাকতা রঙ্গ ॥”

এখনো ঘুচেনি বালা-ভাষের বলক,—

অঙ্গে আসি বলকে যৌবন ;

দৌহে মিলি' তার দেহে দিছে কি চটক,—

যেন ধূপ-ছায়ার বসন !

“ছুটী ন লাজ ন লালচৌ পির লখি নৈহয় গেহ ।

সটপটাত লোচন ধরে ভরে সকোচ সনেহ ॥”

নাহি ঘুচে লজ্জা কিম্বা লালসা প্রবল

পিত্রালয়ে হেরি' প্রাণেশ্বরে,

লজ্জা-অহুরাগে ভরা লোচন-মুগল

শুধু তার ছট্-ফট্ করে !

আপানের পঞ্চ-পদী গীতি-কবিতার স্তায় এই রূপ চতুশ্চন্দী দোহা যে সাহিত্যের গীতি-কবিতার আদর্শ, সে সাহিত্যে কোনও সময়ে শ্রেষ্ঠ কবির অভাব হেতু শ্রেষ্ঠ কবিতারও অভাব লক্ষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু বর্তমান সময়ে বাঙ্গালী উৎকৃষ্ট কবিদিগের হাতেও গীতি-কবিতা অনেক সময়েই বেক্রপ উচ্ছল ও অসুরন্ত হইয়া উঠে—এখানে সেক্রপ

হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। হিন্দী-সাহিত্যের অগ্রদূত “কবি-
শ্রী” প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক গীতি-কাব্যের প্রকৃতিও
এই রূপ বটে—উহাতে ভাবের উচ্ছ্বাসতা অপেক্ষা ভাবের সংযমই
অধিক পরিস্ফুট।

আমাদের বক্তব্য বিষয়-গৌরবে সুদীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে ; এখন
প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা গীতি-কবিতার
সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া আমরা নিরস্ত হইব।
আমরা বাঙ্গালার আদি গীতি-কবি চণ্ডীদাসের
কবিতার প্রকৃতি বিদ্যাপতির কবিতার সহিত
তুলনা দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালার পরবর্ত্তী বৈষ্ণবকবি-
গণ সকলেই অস্বাভাবিক-পরিমাণে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অনুকরণ
করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস, ঘনশ্যাম প্রভৃতির কবিতায়
বিদ্যাপতির প্রভাব এবং জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতির কবিতায়
চণ্ডীদাসের প্রভাব অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। যদিও উহাদিগের
সকলের কবিত্ব-শক্তি সমান নহে, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কাহারও
কবিতায় অনাবশ্যক শব্দাভিহাতির ও ভাবের অস্পষ্টতা নাই বলিলেও
অত্যাতি হইবে না। বাঙ্গালা গীতি-কবিতার এই আদর্শ কেবল
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কবিতায় নহে, আধুনিক সময়ের ঈশ্বর গুপ্ত ও
তাহার শিষ্যদিগের রচনায়ও অনেক পরিমাণে অব্যাহত রহিয়াছে।
অতঃপর প্রতীচ্য-সাহিত্যের অনুশীলন ও অনুকরণের ফলে আমাদের
সাহিত্যে যে অভিনব আদর্শ প্রবল হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা
ও উৎকর্ষ আমরা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিলেও আশিষ্ট অনুকরণের
অনিবার্য ফল স্বরূপ আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে যে অনেক আবর্ত্তন
প্রবেশ করিয়াছে, তাহা স্বীকার করা যায় না। বাঙ্গালার গীতি-

কবিতার প্রাধান্ত বশতঃ এট আবর্জনা গীতি-কবিতায়ই অধিক দৃষ্ট হইতেছে। আমাদিগের সাহিত্য-উদ্যানের এই কঠক-বৃক্ষ গুলিকে উৎপাটিত করিয়া,—এমন কি, সুদৃশ্য বিদেশী পাতাবাহার গুলিকেও কোন অসুন্দর প্রান্তে স্থানান্তরিত করিয়া, আমাদিগের অতীত সুখ-দুঃখের স্মৃতির সহচর স্বদেশী মল্লিকা-মালতীর বীধি গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় কিনা তজ্জন্ত সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে যত প্রকার চেষ্টা হইতে পারে,—তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রাচীন আদর্শের প্রতি স্বদেশ-বাসীদিগের হৃদয় আকর্ষণ করাই সর্বাপেক্ষা প্রধান ও কঠিন কার্য্য বটে। শ্রেষ্ঠ প্রাচীন আদর্শের অনুসরণে কাব্য-রচনা, কিনা শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কাব্যের অনুবাদ—দুই প্রকারেই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। শক্তিশালী শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিগণের প্রতি প্রথমোক্ত কার্য্যটির ভার অর্পণ করিয়া, ক্ষুদ্র-শক্তি আমরা শেষোক্ত উপায়ে সাধ্যানুসারে মাতৃ-ভাষার সেবার নিযুক্ত হইয়াছি। তাই আজ ভাষাভক্তের একাধারে অলঙ্কার ও গীতি-কাব্য সুপ্রসিদ্ধ রসমঞ্জরীর পদ্যানুবাদ স্বদেশ-ভক্ত সঙ্গদয় পাঠকদিগের হস্তে সাদরে উপহার প্রদান করিতেছি। সংস্কৃত-সাহিত্যে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্টতর মহাকাব্য ও দৃশ্যকাব্য থাকা সত্ত্বেও আমরা যে কি জ্ঞাত ‘মেঘদূত’ ‘গীত গোবিন্দ’ ও ‘রসমঞ্জরীর’ জায় গীতি-কাব্যের অনুবাদে প্রথমে অগ্রসর হইয়াছি—তাহার প্রধান কারণ এই যে, গীতি-কাব্যই বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব; আমাদিগের বিশ্বাস যে, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক প্রথমেই ‘রঘুবংশ’ ‘কুমারসম্ভব’ কিম্বা অভিজ্ঞান-শকুন্তলের মত কাব্য আয়ত্ত করিতে পারিবেন না। ‘গীতি-কাব্যপ্রিয় বাঙ্গালী পাঠক ‘মেঘদূত’ ‘গীত গোবিন্দ’ প্রভৃতির জায় প্রাচীন গীতি-কাব্য গুলির অনুশীলন দ্বারা প্রাচীন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইলে,

ক্রমে পূর্বোক্ত মহাকাব্যগুলির প্রগাঢ় রসেরও আশ্বাদ-গ্রহণে সমর্থ হইবেন। যদি আমাদেরই সেই বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে আমরা গীতি-কাব্য-ভারাক্রান্ত বাংলা সাহিত্যের উপর আবার গীতি-কাব্যের ভার চাপাইতে বোধ হয় অগ্রসর হইতাম না।

[পরিশিষ্ট]

ভূমিকাটির প্রথমার্ধে মুদ্রিত হওয়ার পরে আমরা রস-মঞ্জরীর রচনা-কাল সম্বন্ধে যে একটি নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি;—এই প্রমাণ অনুসারে রস-মঞ্জরীর কবি ভাস্কর্য যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

নব্য আলঙ্কারিকগণের শিরোমণি জগন্নাথ যে দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের অন্যতম সভা-কবি ছিলেন এবং উক্ত সম্রাট হইতেই “পণ্ডিত-রাজ” উপাধি লাভ করেন, ইহা তাঁহার রচিত “আসফ-বিলাস” নামক আখ্যায়িকা গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়।* সম্রাট শাহজাহান ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন; অতএব পণ্ডিত-রাজ জগন্নাথও কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক সেই সময়েই প্রসিদ্ধি লাভ করেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে অসঙ্গত হইবে না।

জগন্নাথের ‘রস-গঙ্গাধর’ নামক রস-গ্রাহিতা ও সূক্ষ্ম-বিচার-পূর্ণ অলঙ্কারগ্রন্থ তাঁহাকে সংস্কৃত-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি বহু-স্থলেই সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি পূর্ববর্তী অলঙ্কার-গ্রন্থ-সমূহের

* বারানসী সংস্কৃত-সিরিসের অন্তর্গত মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত ‘রস-গঙ্গাধর’ গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন ; তিনি রস-গঙ্গাধর গ্রন্থের দ্বিতীয় আননে উপমার শ্রেণী ভেদের বিচার করিতে বাইরা, কোন কোন কবির ব্যবহৃত ‘সমুখ-স্থিত’ অর্থে ‘পুরতঃ’ শব্দের প্রয়োগ যে অসঙ্গত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য লিখিয়াছেন—“ইদমপ্যন্ততৈরেব বাচকোপমেয়লুপ্তায়ামুদাহরণং নিরসীয়ত ।

রূপবোধনলাবণ্যসুহৃদীয়াতরাকৃতিঃ ।

পুরতো হরিগাঙ্গীণামেব পুষ্পাসুধীয়তি ॥ ইতি ।

ইদং চ পদ্যমপশ্যদৃষ্টমবৈয়াকরণতাং কর্তৃঃ প্রকাশয়তি । তথাহি পুরত ইতি নগরবাচিনঃ পুরঃশব্দান্তসিলি হরিগাঙ্গীণাং নগরাদিত্যর্থস্যা-সঙ্গতেঃ । ন হি পূর্ববাচক পুরঃ শব্দঃ কাপি ক্ষয়তে । পূর্বশব্দান্তু “পূর্বাধরাবরাণামসি পুরধবশ্চৈবা”মিত্যসৌ পুরাদেশে চ পুর ইতি ভাব্যং ন পুরত ইতি । অতএব “অম্বুঃ পুরঃ পশ্যসি দেবদারু”মিতি গ্রামুঙ্ক্ত মহাকবিঃ । * * * “পত্যা পুরতঃ সরতা” “আত্মীয়ং চরণং দধাতি পুরতো নিয়োগতায়ং ভূবি” “পুরতঃ সূদতী সমাগতং মা” মিত্যাদয়ঃ সর্কেইপি ব্যাকরণজ্ঞানমূল্য অপশঙ্গা ইতি ।” *

জগন্নাথ ‘পুরতঃ’ এই অব্যয় শব্দটির অপপ্রয়োগের যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে “আত্মীয়ং চরণং দধাতি পুরতো” ইত্যাদি পংক্তিটি রস-মঞ্জরীর প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকের প্রথম পংক্তি বটে । রস-গঙ্গাধরের টীকা-কার শব্দ-বিদ্যা-বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ নাগেশ ভট্ট যে “রসমঞ্জরী-প্রকাশ” নামে রস-মঞ্জরীর এক খানা অপূর্ব টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন—তাহা ভূমিকায় তাহুদন্তের পরিচয়-প্রসঙ্গে

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । নাগেশ ভট্ট ঐ টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ‘রসমঞ্জরীপ্রকাশঃ রচয়ামি মিতবচোভিরর্থখনম্ ।’ বস্তুতঃ অল্প কথায় রস-মঞ্জরীর পটাবলির গভীর ব্যঙ্গার্থ সম্বন্ধে উদ্ভাসিত করিয়া নাগেশ ভট্ট যুগপৎ নিজের অসাধারণ রস-প্রা়িহিতা এবং ভানুদত্তের অপূর্ণ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন ; সুতরাং জগন্নাথ রস-মঞ্জরীর প্রথম শ্লোকের প্রথম পংক্তির ‘পুরতঃ’ শব্দটির যে দোষারোপ করিয়াছেন নাগেশ ভট্ট তাহা স্বীকার না করিয়া, রস-গঙ্গাধরের টীকায় কালিদাস ও ভবভূতির তাদৃশ প্রয়োগ দর্শাইয়া ভানুদত্তের প্রয়োগের সমর্থন করিয়া তাঁহার প্রতি নিজের শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিয়াছেন । সে বাহা হউক, “রস-গঙ্গাধর” গ্রন্থে রস-মঞ্জরীর উক্ত শ্লোকাংশের সন্নিবেশ দর্শনে ভানুদত্ত যে জগন্নাথের সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত জানা যাইতেছে । যে সময়ে বাম্পীয়-শব্দট কিছা যুগ্ম-বস্তুর প্রচলন ছিল না তখন ভানুদত্তের ত্রায় এক জন মৈথিল কবির কাব্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সুদূর দিল্লীনগরীতে প্রচারিত হইতেও যে অন্যান্য এক শতাব্দী কাল গত হইয়াছিল এরূপ মনে কারলে অসঙ্গত হইবে না ; সুতরাং কবি ভানুদত্ত খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পরবর্ত্তী নহেন, এবং ভূমিকার উল্লিখিত কারণে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বর্ত্তমান বিখ্যাত কবিরাজের কিঞ্চিৎ পরে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ কিছা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সুতরাং বিদ্যাপতির প্রায় সম-সাময়িক ছিলেন এরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন বটে ।

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মঙ্গলাচরণ	১	২
গ্রন্থের উদ্দেশ্য	২	১
আদি-রসের শ্রেষ্ঠতা	৩	১
আদি-রসের আলম্বন-বিভাব	১	৩
নাট্যিকার শ্রেণী-ভেদ (স্বীয়া, পরকীয়া ও গণিকা)	১	৫
স্বীয়ার লক্ষণ	১	৭
স্বীয়ার স্বভাব	৪	১
স্বীয়ার উদাহরণ	১	৪
স্বীয়ার শ্রেণী-ভেদ (মুখা, মধ্যা ও প্রগল্ভা)	৫	১
মুখার লক্ষণ	১	২
দ্বিবিধ মুখা (অজ্ঞাত-যৌবনা ও জ্ঞাত-যৌবনা)	১	৩
নবোতার লক্ষণ	১	৫
বিশুদ্ধ-নবোতার লক্ষণ	১	৭
মুখার স্বভাব	১	৯
মুখার উদাহরণ	৬	৪
অজ্ঞাত-যৌবনার উদাহরণ	৭	২
জ্ঞাত-যৌবনার উদাহরণ	১	১১

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
নবোঢ়ার উদাহরণ	৮	২
বিশুদ্ধ-নবোঢ়ার উদাহরণ	১১	১১
মধ্যার লক্ষণ	৯	৫
মধ্যার স্বভাব	১১	৭
মধ্যার উদাহরণ	১১	১০
প্রগল্ভার লক্ষণ	১৮	১৮
প্রগল্ভার স্বভাব		
(রতি-প্রীতি ও রসাবেশে অচৈতন্য)...	১০	৩
প্রগল্ভার রতি-প্রীতির উদাহরণ	১১	৬
প্রগল্ভার রসাবেশে অচৈতন্যের উদাহরণ	১১	১৫
মধ্যা ও প্রগল্ভার মানানস্বায়্য ত্রিবিধ শ্রেণী-ভেদ		১৫
(ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা)	১১	৫
ধীরার লক্ষণ	১১	৯
অধীরার লক্ষণ	১১	১০
ধীরাধীরার লক্ষণ	১১	১১
মধ্যার ধীরা প্রভৃতি অবস্থার বিশেষত্ব	১১	১৩
প্রগল্ভার ধীরা প্রভৃতি অবস্থার বিশেষত্ব	১২	১
পরকীয়ার ধীরা প্রভৃতি শ্রেণী-ভেদাভাবের		
অপত্তি খণ্ডন	১২	৫
মধ্যা ধীরার উদাহরণ	১২	১৪
মধ্যা অধীরার উদাহরণ	১৩	৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মধ্যা ধীরাধীরায় উদাহরণ ...	১৩	১৫
প্রগল্ভা ধীরার উদাহরণ...	১৪	৬
প্রগল্ভা অধীরার উদাহরণ	১৫
প্রগল্ভা ধীরাধীরার উদাহরণ ...	১৫	৬
ধীরা প্রভৃতির ভেদ-দ্বয় (জ্যোষ্ঠা ও কনিষ্ঠা)	..	১৪
জ্যোষ্ঠার লক্ষণ ...	১৬	৩
কনিষ্ঠার লক্ষণ	৫
ধীরা জ্যোষ্ঠা ও কনিষ্ঠার উদাহরণ	১০
অধীরা জ্যোষ্ঠা ও কনিষ্ঠার উদাহরণ ...	১৭	৬
ধীরাধীরা জ্যোষ্ঠা ও কনিষ্ঠার উদাহরণ	১৫
পরকীয়ার লক্ষণ ...	১৮	৫
দ্বিবিধ পরকীয়া (পরস্ত্রী ও কন্যা)	..	৭
পরস্ত্রীর উদাহরণ	১৪
পরস্ত্রীর কতিয়প শ্রেণী-ভেদ (গুপ্তা, বিদম্বা, লক্ষিতা, কুলটা, অনুশয়ানা, মুদিতা প্রভৃতি)	১৯	৫
গুপ্তার লক্ষণ ...	২০	৩
ত্রিবিধ গুপ্তা	৪
ত্রিবিধ গুপ্তার উদাহরণ	১০
বিদম্বার লক্ষণ	১৮
দ্বিবিধ বিদম্বা (বাক্-বিদম্বা ও ক্রিয়া-বিদম্বা)	..	১৯
বাক্-বিদম্বার উদাহরণ ...	২১	২

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ক্রিয়া-বিদ্যার উদাহরণ ...	২২	২
লক্ষিতার লক্ষণ ...	২৩	১
লক্ষিতার উদাহরণ ...	,,	৪
কুলটার লক্ষণ ...	,,	৮
কুলটার উদাহরণ ..	২৪	২
অনুশয়ানার লক্ষণ ...	২৫	১
ত্রিবিধ অনুশয়ানা ...	,,	৩
বর্তমান স্থান-নাশে অনুশয়ানার উদাহরণ	২৬	২
ভাবি-স্থান-নাশে ,,	,,	৭
সঙ্কেত-স্থানে অগমন-হেতু ,,	২৭	৫
মুদিতার লক্ষণ ...	২৮	১
মুদিতার উদাহরণ ...	,,	৪
কণ্ডার লক্ষণ ...	২৯	৫
কণ্ডার উদাহরণ ...	৩০	২
গণিকার লক্ষণ ...	৩১	১
পরকীয়া ও গণিকার স্বভাব-বিচার ...	,,	৩
গণিকার উদাহরণ ...	৩২	১৪
স্বীয়া প্রভৃতি নায়িকার প্রকারান্তরে ত্রিবিধ শ্রেণী- ভেদ (অন্য-সন্তোগ-দুঃখিতা, বক্রোক্তি-গর্বিবতা ও মানিনী) ...	৩৩	৩
অন্য-সন্তোগ-দুঃখিতার লক্ষণ	,,	৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অন্য-সন্তোগ-দুঃখিতার উদাহরণ	৩৪	২
বক্রোক্তি-গর্বিতার লক্ষণ	৩৫	৬
দ্বিবিধ বক্রোক্তি-গর্বিতা (প্রেম-গর্বিতা ও সৌন্দর্য্য-গর্বিতা)	৩৬	৮
প্রেম-গর্বিতার উদাহরণ	৩৭	২
সৌন্দর্য্য-গর্বিতার উদাহরণ	৩৮	২
মানের লক্ষণ	৩৯	১
ত্রিবিধ মান (লঘু, মধ্যম ও গুরু)	৪০	৩
লঘু মানের লক্ষণ	৪১	৪
মধ্যম মানের লক্ষণ	৪২	৫
গুরু মানের লক্ষণ	৪৩	৬
অসাধা মান বা রসাতাস	৪৪	৭
লঘু মানের হেতু	৪৫	৯
মধ্যম মানের হেতু	৪৬	১১
গুরু মানের হেতু	৪৭	১
লঘু-মান-নিবারণের উপায়	৪৮	৩
মধ্যম-মান-নিবারণের উপায়	৪৯	৫
গুরু-মান-নিবারণের উপায়	৫০	৭
অপর-স্বামী-দর্শনাদি-জনিত মানের উদাহরণ	৫১	১০
গোত্র-স্বলনাদি-জনিত মানের উদাহরণ	৫২	২
অপর-স্বামী-সন্তোগ-জনিত মানের উদাহরণ	৫৩	২

বিষয়	পৃষ্ঠা	পং'ক্ত
মুখ্য প্রভৃতি পূর্বোক্ত ষোড়শ নায়িকার প্রকারান্তরে প্রত্যেকের (১) প্রোষিত-ভর্তৃকা (২) খণ্ডিতা (৩) কলহাস্থরিতা (৪) বিপ্রলঙ্কা (৫) উৎ- কণ্ঠিতা (৬) সাসক-সজ্জা (৭) স্বাধীন-ভর্তৃকা (৮) অভিসারিকা— এই অষ্ট-ভেদ হেতু $১৬ \times ৮ = ১২৮$ টি শ্রেণী-ভেদ ... ৪১ ১		
উক্ত ১২৮ টি নায়িকার উদ্ভব, অধমা ও মধ্যমা ভেদে $১২৮ \times ৩ = ৩৮৪$ টি শ্রেণী-ভেদ ... ৪২ ৩		
নায়িকার দিব্যা, অদিব্য ও দিব্যাদিব্যা এই ত্রিবিধ শ্রেণী-ভেদের খণ্ডন ৭		
মুখ্য অষ্ট-নায়িকা-ভেদ যুক্তি-সিদ্ধ না হইলেও প্রাচীন-মতানুরোধে স-গ্রন্থে গ্রহণ ... ৪৩ ৯		
প্রোষিত-ভর্তৃকার লক্ষণ ১৫		
মুখ্য প্রোষিত-ভর্তৃকার উদাহরণ ... ৪৪ ৮		
মধ্যা , , , , ১৭		
প্রগল্ভা , , , , ৪৫ ৬		
পরকীয়া , , , , ৪৬ ২		
গণিকা , , , , ৪৭ ২		
খণ্ডিতার লক্ষণ ৪৮ ১		
খণ্ডিতার স্বভাব ৫		
মুখ্য খণ্ডিতার উদাহরণ ৮		

বিষয়		পৃষ্ঠা	পংক্তি
মধ্যা খণ্ডিতার উদাহরণ	১..	৪৯	১২
প্রগল্ভা	১১
পরকীয়া	..	৫০	২
গণিকা	১১
কলহাস্তুরিতার লক্ষণ	...	৫১	৫
কলহাস্তুরিতার স্বভাব	৭
মুখা কলহাস্তুরিতার উদাহরণ	১০
..	...	৫২	২
প্রগল্ভা	১১
পরকীয়া	..	৫৩	২
গণিকা	..	৫৪	২
বিপ্রলকার লক্ষণ	১০
বিপ্রলকার স্বভাব	১২
মুখা বিপ্রলকার উদাহরণ	...	৫৫	২
মধ্যা	১১
প্রগল্ভা	..	৫৬	২
পরকীয়া	..	৫৭	২
গণিকা	..	৫৮	২
উৎকণ্ঠিতার লক্ষণ	১০
উৎকণ্ঠিতার স্বভাব	...	৫৯	৩
মুখা উৎকণ্ঠিতার উদাহরণ	৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংখি
মধ্যা উৎকৃষ্টিতার উদাহরণ ...	৫৯	১৫
প্রগল্ভা „ „ ...	৬০	৬
পরকীয়া „ „ ...	৬১	২
গণিকা „ „ ...	৬২	৬
বাসক-সজ্জার লক্ষণ ...	৬৩	৫
বাসক-সজ্জার স্বভাব ...	„	৭
মুখ্য বাসক-সজ্জার উদাহরণ ...	„	১২
মধ্যা „ „ ...	৬৪	২
প্রগল্ভা „ „ ...	৬৫	২
বাসনার উদাহরণ ...	„	১১
পরকীয়া বাসক-সজ্জার উদাহরণ ...	৬৬	২
গণিকা „ „ ...	৬৭	২
স্বাধীন-ভর্তৃকার লক্ষণ ...	„	১০
স্বাধীন-ভর্তৃকার স্বভাব ...	„	১২
মুখ্য স্বাধীন-ভর্তৃকার উদাহরণ ...	„	১৭
মধ্যা „ „ ...	৬৮	৫
প্রগল্ভা „ „ ...	„	১৫
পরকীয়া „ „ ...	৬৯	৬
গণিকা „ „ ...	৭০	৬
অভিসারিার লক্ষণ ...	„	১৪
অভিসারিকার স্বভাব ...	„	১৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
স্বীয়া ও পরকীয়া অভিসারিকার আচরণে পার্থক্য	৭১	১
মুখা অভিসারিকার উদাহরণ	...	৬
মধ্যা " "	৭২	২
প্রগল্ভা " "	৭৩	২
পরকীয়া " "	...	১১
জ্যোৎস্নাভিসারিকার উদাহরণ	৭৪	৬
তিমিরাভিসারিকার " "	৭৫	২
দিবাভিসারিকার " "	...	১১
গণিকা অভিসারিকার উদাহরণ	৭৬	২
মুখা, মধ্যা প্রভৃতি নায়িকাদিগের স্বভাবের		
বিশেষত্ব	...	১০
প্রাচীন-গ্রন্থে অষ্ট-নায়িকার অতিরিক্ত নবমী		
নায়িকার বর্ণন	...	৭৭
প্রোষ্যৎ-পতিকা নবমী নায়িকা	...	৩
অষ্ট-নায়িকার সহিত প্রোষ্যৎ-পতিকার		
পার্থক্যের বিচার	...	৭
প্রোষ্যৎ-পতিকার লক্ষণ	...	১
প্রোষ্যৎ-পতিকার স্বভাব	...	৩
মুখা প্রোষ্যৎ-পতিকার উদাহরণ	...	৬
মধ্যা " "	...	২
প্রগল্ভা " "	...	১১

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
পরীক্ষা প্রোগ্রাম-পতিকার উদাহরণ ...	৮২	৬
গণিকা " " ...	৮৩	২
উত্তমা নায়িকার লক্ষণ ...	৮৪	১
উত্তমা নায়িকার স্বভাব ...	"	৩
উত্তমা নায়িকার উদাহরণ ...	"	৬
মধ্যমা নায়িকার লক্ষণ ...	"	১৪
মধ্যমা নায়িকার স্বভাব ...	"	১৬
মধ্যমা নায়িকার উদাহরণ ...	৮৫	২
অধমা নায়িকা বা চণ্ডীর লক্ষণ ...	"	১০
অধমা নায়িকা বা চণ্ডীর স্বভাব ...	"	১২
অধমা নায়িকার উদাহরণ ...	"	১৫
সখীর লক্ষণ ...	৮৬	২
সখীর স্বভাব (প্রসাধন, মধুর ভৎসন, শিক্ষা, পরিহাস প্রভৃতি) ...	"	১১
প্রসাধনের উদাহরণ ...	৮৭	২
মধুর ভৎসনের উদাহরণ ...	"	৭
শিক্ষার উদাহরণ ...	"	১৬
পরিহাসের উদাহরণ ...	৮৮	৬
নায়কের পরিহাস ...	"	১৪
নায়কের পরিহাসের উদাহরণ ...	৮৯	২
নায়িকার পরিহাস ...	"	১০

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংখ্য
নায়িকার পরিণামের উদাহরণ	৮৯	১৩
দৃতীর লক্ষণ	৯০	৫
দৃতীর কার্য (সঙ্ঘটন, সংবাদ প্রভৃতি)	৯১	৬
সঙ্ঘটনের উদাহরণ	৯২	৮
সংবাদের উদাহরণ	৯৩	২
নায়কের শ্রেণী-ভেদ (পতি, উপপতি ও বৈশিক)	৯৪	৩
পতির লক্ষণ	৯৫	৫
পতির উদাহরণ	৯৬	৮
চতুর্বিধ পতি (অনুকূল, দক্ষিণ, প্রমু ও শঠ)	৯৭	১৬
অনুকূল নায়কের লক্ষণ	৯৮	১
অনুকূল নায়কের উদাহরণ	৯৯	৪
দক্ষিণ নায়কের লক্ষণ	১০০	১২
দক্ষিণ নায়কের উদাহরণ	১০১	২
প্রমু নায়কের লক্ষণ	১০২	১০
প্রমু নায়কের উদাহরণ	১০৩	১৫
শঠ নায়কের লক্ষণ	১০৪	৫
শঠ নায়কের উদাহরণ	১০৫	৭
উপপতির লক্ষণ	১০৬	১৬
উপপতির উদাহরণ	১০৭	২
উপপতির চতুর্ভেদ	১০৮	১০
উপপতির চতুর্ভেদের সাধারণ বিশেষত্ব	১০৯	১১

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বৈশিক নায়কের লক্ষণ	৯৬	১৪
বৈশিক নায়কের উদাহরণ ...	৯৭	২
ত্রিবিধ বৈশিক নায়ক (উত্তম, মধ্যম ও অধম)	..	১০
উত্তম বৈশিক নায়কের লক্ষণ	১২
উত্তম বৈশিক নায়কের উদাহরণ ...	৯৮	২
মধ্যম বৈশিক নায়কের লক্ষণ	১০
মধ্যম বৈশিক নায়কের উদাহরণ	১৩
অধম বৈশিক নায়কের লক্ষণ ...	৯৯	৫
অধম বৈশিক নায়কের উদাহরণ	৮
শঠ নায়কের অন্তর্গত দ্বিবিধ নায়ক (অভিমানী ও চতুর)...	৯৯	১২
অভিমানী নায়কের উদাহরণ ...	১০০	২
চতুর নায়কের লক্ষণ ও ভেদ-দ্বয় (বাক্-চতুর ও ক্রিয়া-চতুর)	..	১০
বাক্-চতুর নায়কের উদাহরণ	১৩
ক্রিয়া-চতুর নায়কের উদাহরণ	১০১	৫
পতি, উপপতি ও বৈশিক ভেদে ত্রিবিধ প্রবাসী নায়ক ...	১০২	১
প্রবাসী পতির উদাহরণ	৪
প্রবাসী উপপতির উদাহরণ	১৩
প্রবাসী বৈশিকের উদাহরণ ...	১০৩	৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অনভিজ্ঞ নায়কের লক্ষণ ...	১০৩	১০
অনভিজ্ঞ নায়কের উদাহরণ ...	১০৪	২
অফ-নায়িকার ন্যায় নায়কদিগের অফ-ভেদাপত্তির খণ্ডন ...	„	১০
উপনায়কের লক্ষণ ও চতুর্ভেদ (পীঠমর্দ, বিট, চেটক ও বিদূষক) ...	১০৫	৫
পীঠমর্দের লক্ষণ ...	১০৬	১
পীঠমর্দের উদাহরণ ...	„	৪
বিটের লক্ষণ ...	„	১২
বিটের উদাহরণ ...	১০৭	২
চেটকের লক্ষণ ...	১০৮	৩
চেটকের উদাহরণ ...	„	৬
বিদূষকের লক্ষণ ...	„	১৪
বিদূষকের উদাহরণ ..	১০৯	২
সাহিত্যিক-বিকারের লক্ষণ ও অফ ভেদ ...	„	৬
অফ সাহিত্যিক-বিকারের উদাহরণ ...	„	১১
শৃঙ্গার-রসের লক্ষণ ...	১১০	৫
শৃঙ্গার-রসের দ্বি-ভেদ (সন্তোগ ও বিপ্রলম্ব) ..	„	৭
সন্তোগ ও বিপ্রলম্বের লক্ষণ ..	„	৮
সন্তোগের উদাহরণ ..	১১১	২
বিপ্রলম্বের উদাহরণ	„	৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	পাংক্তি
বিপ্লবের অভিনাষ প্রভৃতি দশ দশা ...	১১২	১
(১) অভিনাষের লক্ষণ	৫
অভিনাষের উদাহরণ	৮
(২) চিন্তার লক্ষণ ...	১১৩	৩
চিন্তার উদাহরণ	৬
(৩) স্মৃতির লক্ষণ ...	১১৫	১
স্মৃতির উদাহরণ	৪
(৪) গুণ-সংকথনের লক্ষণ	১২
গুণ-সংকথনের উদাহরণ	১৫
(৫) উদ্বেগের লক্ষণ ...	১১৫	৩
উদ্বেগের উদাহরণ	৬
(৬) প্রলাপের লক্ষণ ...	১১৬	১
প্রলাপের উদাহরণ	৪
(৭) উন্মাদের লক্ষণ	৮
উন্মাদের দ্বি-ভেদ (কায়িক ও বাচিক)	..	১২
কায়িক ও বাচিক উন্মাদের লক্ষণ...	..	১৩
কায়িক উন্মাদের উদাহরণ	১৫
বাচিক উন্মাদের উদাহরণ ...	১১৭	৮
(৮) ব্যাধির লক্ষণ	১৬
ব্যাধির উদাহরণ ...	১১৮	২
(৯) জড়তার লক্ষণ ...	১১৯	১

(২৫০)

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
জড়তার উদাহরণ	১১৯	৪
(১০) নিধন-বর্ণনের অনৌচিত্য	১২
দর্শনের ভেদ-ত্রয় (স্বপ্নে, চিত্রে ও সাক্ষাতে) .,		১৪
স্বপ্নে দর্শনের উদাহরণ	১২০	২
চিত্রে দর্শনের উদাহরণ	১১
সাক্ষাৎ দর্শনের উদাহরণ	১২১	৬
গ্রন্থকারের প্রার্থনা	১২২	১
গ্রন্থকারের পরিচয়	৫

অকারাদি-ক্রমে

বিষয়-সূচী ।

[অ]

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অজ্ঞাত-যৌবনার উদাহরণ ...	৭	২
অধম বৈশিক নায়কের উদাহরণ ...	৯৯	৮
” ” ” লক্ষণ ...	,”	৫
অধমা নায়িকার উদাহরণ ...	৮৫	১৫
” ” লক্ষণ ..	,”	১০
” ” স্বভাব ...	,”	১২
অধীরা জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠার উদাহরণ ...	১৭	৬
অধীরার লক্ষণ ...	১১	১০
অনভিজ্ঞ নায়কের উদাহরণ ...	১০৪	২
” ” লক্ষণ ...	১০৩	১০
অনুকূল নায়কের উদাহরণ ...	৯৩	৪
অমুশয়ানা নায়িকার লক্ষণ ...	২৫	১
” ” শ্রেণী-ভেদ ...	,”	৩
” ” শ্রেণী-ভেদের উদাহরণ	২৬।২৭	
অন্য-সন্তোগ-দুঃখিতার উদাহরণ	৩৪	২

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অশ্রু-সন্তোষ-দুঃখিতার লক্ষণ ..	৩৩	৯
অপর-স্বী-দর্শনাদি-জনিত মানের উদাহরণ	৩৮	১০
অপর-স্বী-সন্তোষ-জনিত মানের উদাহরণ	৪০	২
অভিমানী নায়কের উদাহরণ ..	১০০	২
অভিলাষের লক্ষণ ও উদাহরণ ..	১১২	৫
অভিসারিকার লক্ষণ ...	৭০	১৪
„ স্বভাব ...	„	১৬
অসাধা মান ...	৩৭	৭

[অ]

আদি-রস ...	৩	১
আদিরসের আলম্বন-বিভাব ...	„	৩

[উ]

উৎকণ্ঠিতার লক্ষণ ...	৫৮	১০
উৎকণ্ঠিতার স্বভাব ...	৫৩	৯
উৎকা উৎকণ্ঠিতার নামান্তর...	৫৮	১০
উদ্ভম বৈশিক নায়কের উদাহরণ ...	৯৮	২
উদ্ভমা নায়িকার উদাহরণ ...	৮৪	৬
„ „ লক্ষণ ...	„	১
„ „ স্বভাব ...	„	৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
উদ্বোধনের উদাহরণ ...	১১৫	৬
„ লক্ষণ ...	„	৩
উন্মাদের দ্বিভেদ ...	১১৬	১২
„ লক্ষণ ...	„	৮
উপনায়কের লক্ষণ ও চতুর্ভেদ ...	১০৫	৫
উপপতির উদাহরণ ...	৯৬	২
„ চতুর্ভেদ ...	„	১০
„ লক্ষণ ...	৯৫	১৬

[ক]

কনিষ্ঠার লক্ষণ ...	১৬	৫
কণ্ঠার উদাহরণ ...	৩০	২
„ লক্ষণ ...	২৯	৫
কলহাস্তুরিতার লক্ষণ ...	৫১	৫
„ স্বভাব ...	„	৭
কাষিক উন্মাদের উদাহরণ ...	১১৬	১৫
„ „ লক্ষণ ...	„	১৩
কুলটার উদাহরণ ...	২৪	২
„ লক্ষণ ...	২৩	৮
ক্রিয়া-চতুর নায়কের উদাহরণ ...	১০১	৩
ক্রিয়া-বিদ্যাকার উদাহরণ ...	২২	২

(৩৮০)

[খ]

বিষয়			পৃষ্ঠা	পংক্তি
খণ্ডিতার লক্ষণ	৪৮	১
,, স্বভাব	,,	৫

[গ]

গণিকা অভিসারিকার উদাহরণ	৭৬	২
,, উৎকণ্ঠিতার	,,	...	৬২	৬
,, কলহাস্তুরিতার	,,	...	৫৪	২
,, খণ্ডিতার	,,	...	৫০	১১
,, প্রোষিত-ভর্জকার	,,	৪৭	২
,, প্রোমুৎ-পতিকার	,,	...	৮৩	২
,, বাসক-সজ্জার	,,	...	৬৭	২
,, বিপ্রলকার	,,	...	৫৮	২
,, স্বাধীন-ভর্জকার	,,	...	৭০	৬
গণিকার উদাহরণ	৩২	১৪
,, লক্ষণ	৩১	১
,, স্বভাব-বিচার	,,	৩
গুণ-সংকথনের উদাহরণ	১১৪	১৫
,, লক্ষণ	,,	১২
গুপ্তা পরকীয়ার প্রকারান্তর	১৯	৫
গুপ্তার ভেদ-ত্রয়	২০	৪

(৩০)

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
গুপ্তার ভেদ-ত্রয়ের উদাহরণ ...	২০	১০
„ লক্ষণ ...	„	৩
গুরু-মান-নিবারণের উপায় ...	৩৮	৬
গুরু মানের লক্ষণ ...	৩৭	৬
„ „ হেতু ...	৩৮	১
গোত্র-অলিঙ্গ-জনিত মানের উদাহরণ	৩৯	২

[চ]

চতুর নায়কের ভেদ-দ্বয় ...	১০০	১০
„ „ লক্ষণ ...	„	১
চিত্রে দর্শনের উদাহরণ ...	১২০	১১
চিস্তার উদাহরণ ...	১১৩	৬
„ লক্ষণ ...	„	৩
চেটকের উদাহরণ ...	১০৮	৬
„ লক্ষণ ...	„	৩

[জ]

জড়তার উদাহরণ ...	১১৯	৪
„ লক্ষণ ...	„	১
জাত-যৌবনার উদাহরণ ...	৭	১১
জ্যেষ্ঠার লক্ষণ ...	১৬	৩
জ্যোৎস্নাভিসারিকার উদাহরণ ' ...	৭৪	৬

[ত]

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
তিমিরাভিসারিকার উদাহরণ	৭৫	২

[দ]

দক্ষিণ নায়কের উদাহরণ	৯৪	২
,, ,, লক্ষণ	৯৩	১২
দর্শনের ভেদ-ত্রয়	১১৯	১৭
দিবাভিসারিকার উদাহরণ	৭৫	১১
দৃতীর কার্য	৯০	৬
দৃতীর লক্ষণ	,,	৫

[ধ]

ধীরা জ্যোষ্ঠা ও কনিষ্ঠার উদাহরণ	১৬	১০
ধীরাধীরা জ্যোষ্ঠা ও কনিষ্ঠার উদাহরণ	১৭	১৫
ধীরাধীরার লক্ষণ	১১	১১
ধীরা প্রভৃতির দ্বি-ভেদ	১৫	১৭
ধীরার লক্ষণ	১১	৯
ধৃষ্ট-নায়কের উদাহরণ	৯৪	১৫
,, ,, লক্ষণ	,,	১০

[ন]

নবোঢ়ার উদাহরণ	৮	২
,, লক্ষণ	৫	৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
নায়কের পরিহাস ...	৮৮ *	১৪
,, পরিহাসের উদাহরণ ...	৮৯	২
,, শ্রেণী-ভেদ ...	৯২	৩
নায়িকার দিব্যা, অদিব্যা ও দিব্যাদিব্যা		
ত্রিবিধ শ্রেণী-ভেদের খণ্ডন ...	৪২	৭
,, পরিহাস	৮৯	১০
,, পরিহাসের উদাহরণ ...	,,	১৩
,, পুনশ্চ উত্তমা প্রভৃতি ত্রি-ভেদ		
হেতু সাকল্যে ৩৮৪ শ্রেণী-ভেদ	৪২	৩
,, প্রথমতঃ ত্রিবিধ শ্রেণী-ভেদ ...	৩	৫
,, মুখ্য প্রভৃতি ষোড়শ-সংখ্যার প্রত্যেকের		
প্রোষিত-ভক্তিকা ইত্যাদি অষ্ট-ভেদে		
১২৮ শ্রেণী-ভেদ ...	৪১	১
নিধন-বর্ণনের অনৌচিত্য ...	১১৯	১২

[প]

পতির উদাহরণ ...	৯২	৮
,, চতুর্ভেদ ...	,,	১৬
,, লক্ষণ	,,	৫
পরকীয় অভিষারিকার উদাহরণ ...	৭৩	১১
,, উৎকণ্ঠিতার ,, ...	৬১	২

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
পরকীয়া কলহাস্তুরিতার উদাহরণ ...	৫৩	২
„ খণ্ডিতার „ ...	৫০	২
„ প্রোষিত-ভর্তৃকার „ ...	৪৬	২
„ প্রোষ্য-পতিকার „ ...	৮২	৬
„ বাসক-সজ্জার „ ...	৬৬	২
„ বিপ্রলকার „ ...	৫৭	২
„ স্বাধীন-ভর্তৃকার „ ...	৬৯	৬
পরকীয়ার দ্বি-ভেদ ...	১৮	৭
„ ধীরা প্রভৃতি শ্রেণী-ভেদাভাবের		
আপত্তি-খণ্ডন ...	১২	৫
„ স্বভাব-বিচার ...	৩১	৩
পর-দ্বী পরকীয়ার প্রকারাস্তর ...	১৮	৭
পর-দ্বীর উদাহরণ ...	„	১৪
„ কতিপয় শ্রেণী-ভেদ ...	১৯	৫
পরিহাসের উদাহরণ ...	৮৮	৬
পাঠমন্দের উদাহরণ ...	১০৬	৪
„ লক্ষণ ...	„	১
প্রগল্ভা অধীরার উদাহরণ ...	১৪	১৫
„ অভিসারিকার „	৭৩	২
„ উৎকণ্ঠিতার „	৬০	৬
„ কলহাস্তুরিতার „	৫২	১১

বিষয়		পৃষ্ঠা	পংক্তি
প্রগল্ভা খণ্ডিতার উদাহরণ	৪৯	১১
„ ধীরধীরার „	...	১৫	৬
„ ধীরার „	...	১৪	৬
„ প্রোষিত-ভর্জ্জকার „	...	৪৫	৬
„ প্রোষ্যৎ-পতিকার „	...	৮১	১১
„ বাসক-সজ্জার „	...	৬৫	২
„ বিশ্রলকার „	...	৫৬	২
„ স্বাধীন-ভর্জ্জকার „	...	৬৮	১৫
প্রগল্ভার ধীরা প্রভৃতি অবস্থার বিশেষত্ব		১২	১
„ মানাবস্থায় ধীরা প্রভৃতি শ্রেণী-ভেদ		১১	৫
„ রতি-প্ৰীতির উদাহরণ	১০	৬
„ রসাবেশে অচৈতন্যের উদাহরণ		১,	১৫
„ লক্ষণ	৯	১৮
„ স্বভাব	১,	৩
প্রবাসী নায়কের ভেদ-ত্রয়	...	১০২	১
„ পতির উদাহরণ	...	„	৪
„ উপপতির „	...	„	১৩
„ বৈশিকের „	...	১০৩	৬
প্রলাপের উদাহরণ	১১৬	৪
„ লক্ষণ	„	১
প্রসাধনের উদাহরণ	৮৭	২

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
প্রাচীন গ্রন্থে অর্থ-নায়িকার অতিরিক্ত .		'
নবমী নায়িকার বর্ণন... ..	৭৭	১১
প্রেম-গর্বিতার উদাহরণ ...	৩৫	২
„ লক্ষণ	৩৪	৮
প্রোষিত-ভর্তৃকার লক্ষণ ..	৪৩	১৫
„ স্বভাব ...	বিপ্রলস্তের লক্ষণ দ্রষ্টব্য ।	
প্রোষাৎ-পত্নিকার লক্ষণ ...	৮০	১
„ স্বভাব ...	„	৩
প্রৌঢ় প্রগল্ভার নামাস্তুর	৫	১

[ভ]

ভাবি-স্থান-নাশে অনুশয়ানার উদাহরণ ...	২৬	'
---------------------------------------	----	---

[ম]

মদলাচরণ	১	২
মধুর ভৎসনের উদাহরণ ...	৮৭	৭
মধ্যম বৈশিক নায়কের উদাহরণ	৯৮	১৩
„ „ „ লক্ষণ ...	„	১০
মধ্যম-মান-নিবারণের উপায়	৩৮	৫
মধ্যম মানের লক্ষণ ...	৩৭	৫
„ „ হেতু	„	১১

বিষয়		পৃষ্ঠা	পংক্তি
মধ্যমা নাট্যিকার উদাহরণ	...	৮৫	২
.. .. লক্ষণ	...	৮৪	১৪
.. .. স্বভাব	১৬
মধ্যা অধীরার উদাহরণ	...	১৩	৬
.. অভিসারিকার উদাহরণ	...	৭২	২
.. উৎকণ্ঠিতার	..	৫৯	১৫
.. কলহান্তরিতার	..	৫২	২
.. খণ্ডিতার	..	৪৯	২
.. ধীরাধীরার	..	১৩	১৫
.. ধীরার	..	১২	১৪
.. প্রোষিত-ভর্তৃকার	..	৪৪	১৭
.. প্রোষ্য-পতিকার	..	৮১	২
.. বাসক-সজ্জার	..	৬৪	২
.. বিপ্রলন্ধার	..	৫৫	১১
.. স্বাধীন-ভর্তৃকার	..	৬৮	৫
মধ্যার উদাহরণ	...	৯	১০
.. ধীরা প্রভৃতি অবস্থার বিশেষত্ব	...	১১	১৩
.. মানাবস্থায় ধীরা প্রভৃতি শ্রেণী-ভেদ	৫
.. লক্ষণ	...	৯	৫
.. স্বভাব	৭
মানের ভেদ-ত্রয়	... • ...	৩৭	৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মানের লক্ষণ ...	৩৭	১
মুখ্য তত্ত্বসারিকার উদাহরণ ...	৭১	৬
„ উৎকৃষ্টতার „ ...	৫৯	৬
„ কলহাস্তুরিতার „ ...	৫১	১০
„ খণ্ডিতার „ ...	৪৮	৮
„ প্রাণিত-ভট্টকার „ ...	৪৪	৮
„ প্রাণাৎ-পতিকার „ ...	৭৮	৬
„ বাসক-সজ্জার „ ...	৬৩	১২
„ বিশ্লকার „ ...	৫৫	২
„ স্বাধীন-ভট্টকার „ ...	৬৭	১৭
মুখ্য অক্ষ-নায়িকা-ভেদের মীমাংসা ...	৪৩	৯
„ উদাহরণ ...	৬	১
„ ভেদ-দয় ...	৫	৩
„ লক্ষণ ...	„	২
„ স্বভাব ...	„	১
মুদিতার উদাহরণ ...	„	১
„ লক্ষণ ...	„	১

[ল]

লক্ষিতার উদাহরণ	২৩	৪
„ লক্ষণ ...	২৩	১

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
লঘু-মান-নিবারণের উপায় ...	৩৮	৩
লঘু মানের লক্ষণ ...	৩৭	৪
„ „ হেতু ...	„	৯

[ব]

বক্রোক্তি-গর্বিবতার লক্ষণ ...	৩৪	৬
বর্তমান-স্থান-নাশে অনুশয়ানার উদাহরণ	২৬	২
বাক্-চতুর নায়কের উদাহরণ ...	১০০	১৩
বাক্-বিদগ্ধার উদাহরণ ...	২১	২
বাচিক উন্মাদের উদাহরণ...	১১৭	৮
বাসক-সজ্জার লক্ষণ ...	৬৩	৫
„ স্বভাব ...	„	৭
বাসনার উদাহরণ ...	৬৫	১১
বিটের উদাহরণ ...	১০৭	২
„ লক্ষণ ...	১০৬	১২
বিদগ্ধার দ্বি-ভেদ ...	„	১৯
„ লক্ষণ ...	২০	১৮
বিদূষকের উদাহরণ ...	১০৯	২
„ লক্ষণ ...	১০৮	১৪
বিপ্রলন্ধার লক্ষণ ...	৫৪	১০
„ স্বভাব ...	„	১২

(৩৫/০)

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তিক
বিপ্রলস্তের উদাহরণ ...	১১১	৭
„ দশ দশা ...	১১২	১
„ লক্ষণ ...	১১০	৮
বৈশিক নায়কের উদাহরণ ...	৯৭	২
„ „ লক্ষণ ...	৯৬	১৪
„ „ শ্রেণী-ভেদ ...	৯৭	১০
ব্যাধির উদাহরণ ...	১১৮	২
„ লক্ষণ ...	১১৭	১৬

[শ]

শঠ নায়কের উদাহরণ ...	৯৫	৭
„ „ লক্ষণ ...	„	৫
শিক্ষার উদাহরণ ...	৮৭	১৬
শৃঙ্গার-রসের দ্বিভেদ ...	১১০	৭
„ লক্ষণ ...	„	৫

[স]

সখীর লক্ষণ ...	৮৬	৯
„ স্বভাব ...	„	১১
সঙ্কেত-স্থানে অগমন-হেতু অনুশয়ানার উদাহরণ	২৭	৫
সজ্জটনের উদাহরণ ...	৯০	৮
সংবাদের উদাহরণ ...	৯১	২

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
সন্তোগের উদাহরণ ...	১১১	২
„ লক্ষণ ...	১১০	৮
সাক্ষাৎ দর্শনের উদাহরণ ...	১২১	৬
সাত্বিক-বিকারের লক্ষণ ও অষ্ট-ভেদ ...	১০৯	৬
সাত্বিক-বিকারের উদাহরণ ...	„	১১
সৌন্দর্য্য-গর্বিবতার উদাহরণ ...	৩৬	২
স্মৃতির উদাহরণ ...	১১৪	৪
„ লক্ষণ ...	„	১
স্বপ্নে দর্শনের উদাহরণ ...	১২০	২
স্বাধীন-ভর্তৃকার লক্ষণ ...	৬৭	১০
„ স্বভাব ...	„	১২
স্বীয়া ও পরকীয়া অভিসারিকার আচরণে পার্থক্য	৭১	১
স্বীয়া প্রভৃতি নায়িকার প্রকারান্তরে শ্রেণী-ভেদ	৩৩	৩
স্বীয়ার উদাহরণ ...	৪	৮
„ লক্ষণ ...	৩	৭
„ শ্রেণী-ভেদ ...	৫	১
„ স্বভাব ...	৪	১

রস-মঞ্জরী ।

অন্তরে প্রণয়-ভরে অবশাক্ষী প্রেয়সীরে
হর অঙ্গ করিয়া ধারণ ;—
প্রিয়া-শ্রম-আশঙ্কায় উচ্চ-নীচ মূর্তিকায়
নিজ পদ করেন ক্ষেপণ ;
তরু হতে নিজ-করে আকর্ষিয়া পুষ্পটীরে
প্রেয়সীরে করেন অর্পণ ;
নিজ-পার্শ্বে ভর করি মৃগ-চন্দ্র-শয্যোপরি
শু'য়ে নিদ্রা করেন গর্মন ! *

* গ্রন্থের আরম্ভে বিয়-বিনাশ-কামনার মঙ্গলাচরণ-শ্লোক সন্নিবেশিত করা শিষ্ট-ব্যবহার। রস-মঞ্জরীর কবি মঙ্গলাচরণরূপে হর-পার্কীর এক-দেহ-ধারণ বর্ণনা করিতেছেন। কোমলাঙ্গী পার্কীর কাছে পরিশ্রম হয় এজন্ত ভ্রমণ-কালে মহাদেব উচা-নীচা ভূমিতে আগে নিজের পা'টি বাড়াইয়া দেন ;—অঙ্গে ধারণের জন্ত পার্কী পুষ্প চয়ন করিতে উত্তত হইলে, মহাদেব নিজের হাতে ফুলটি পাড়িয়া দেন ;—অধিক পুষ্প বা পত্রাদি চয়ন করেন না ; আশঙ্কা—তাহাতেও পাছে প্রেয়সীর ক্রোধ হয় !

বিজ্ঞ-কুল-চিত্ত-মধুকরে
সন্তোষিতে রস-বিতরণে
শ্রীল ভানু প্রকাশিত করে
এ রস-মঞ্জরী সযতনে। *

মৃগ-চক্ষের শযায় পার্শ্বতীর কোমল অঙ্গের সংস্পর্শ ঘটিলেও ক্লেশ হইতে পারে এজন্ত মহাদেব ঐ শযায় নিজের দক্ষিণ-অঙ্গাঙ্গে ভর করিয়া নিদ্রা গমন করেন—নিদ্রাতেও পার্শ্ব পরিবর্তন করেন না। নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের প্রতি সমান প্রেম না দেখাইলে রস-শাস্ত্রকারদিগের মতে বর্ণনায় রসভাস নামক দোষ ঘটে। রস মঞ্জরীর কবি সেই দোষের অবকাশ রাখেন নাই; তিনি পার্শ্বতীকে “অন্তরে প্রণয়-ভরে অবশাগ্ধী” বলিয়া বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পার্শ্বতীর আন্তরিক প্রেমের ঐকল উচ্ছ্বাস-বশতঃ ভ্রমণ কি পুষ্প-চয়ন প্রভৃতি বাহ্যিক কোন ক্রিয়া করার শক্তি নাই। এইরূপে কবি, হর-পার্শ্বতীর অলৌকিক প্রেমোৎকর্ষের অপূর্ণ বর্ণনা দ্বারা সহৃদয় পাঠক-বর্গের হৃদয়ে ভক্তির উদ্বেক করিয়া মঙ্গলাচরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন।

* পণ্ডিতগণের চিত্ত-রূপ-মধুকরদিগের সংখ্যা অনেক হইলেও সকলেরই একমাত্র রসাস্বাদেই আনন্দ, ইহা বুঝাইবার জন্তই কবি এক-বচনান্ত “মধুকর” পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। “রস-বিতরণ” পদটির গ্রন্থ-পক্ষে অর্থ—শৃঙ্গারাদি রসের বিতরণ; মঞ্জরী-পক্ষে অর্থ—পুষ্প-মধুর বিতরণ; “শ্রীল ভানু” পদের অর্থ গ্রন্থ-পক্ষে—শ্রীল ভাষাৎ প্রতিভাশালী ভানু নামক কবি। মঞ্জরী-পক্ষে অর্থ—শোভাশালী সূর্য। “রস-মঞ্জরী” পদটির অর্থ গ্রন্থ-পক্ষে রসের অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি-রসের মঞ্জরী

সকল রসেতে আদি-রস শ্রেষ্ঠ হয় ;

যেহেতু পুরুষোত্তম তাহার আশ্রয়।

আলম্বন-বিভাব নায়িকা বটে তাঁর *

তাহে যোগ্য নিরূপণ অগ্রে নায়িকার।

স্বীয়া, পরকীয়া, আর গণিকা এ ত্রয়,—

নায়িকার শ্রেণী-ভেদ প্রথমে যে হয়।

কেবল পতির প্রতি যাহার প্রণয়,

সেই নায়িকার স্বীয়া নামে পরিচয়।

সতী বিনা শুধু পরিণীতা স্বীয়া নয় ;

অন্ত্যাসক্ত পরিণীতা পরকীয়া হয়।

কি না—মঞ্জরীর ভাষা প্রকাশিকা। মঞ্জরী-পক্ষে অর্থ—রস অর্থাৎ পুষ্প-মধু-বিশিষ্টা মঞ্জরী। পণ্ডিতগণের রস-লুক চিত্তের সহিত মধু-লুক মধুকরের তুলনা প্রসিদ্ধ হইলেও ভাষ্কর কবি এস্থলে যেক্রপ চমৎকার কোশলে গ্রন্থ রস-মঞ্জরীর সহিত ভাষ্কর কিরণ বিকসিতা মধুশালিনী কুসুম মঞ্জরীর অভিন্নতা দেখাইয়াছেন তাহা অতি অপূর্ব হইয়াছে।

* “আলম্বন বিভাব”—যাহাকে আশ্রয় করিয়া কোন রসের বিকাশ হয় তাহাকে সেই রসের আলম্বন-বিভাব বলে। নায়িকা ও নায়ক, উভয়েই যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকার আশ্রিত আদি-রসের আলম্বন-বিভাব বটে ; কিন্তু পুরুষোত্তমের আশ্রিত আদি-রসের আলম্বন-বিভাব নায়িকা ; এজন্য আদি-রসের আলম্বন-বিভাব বর্ণনা করিতে যাইয়া রস-শাস্ত্রকারগণ অগ্রে নায়িকারই আলোচনা করিয়াছেন।

পতির শুশ্রূষা, নিজ-চরিত্র-রক্ষণ,
সরলতা, ক্ষমা বটে স্বীয়া-আচরণ ।

স্বীয়া যথা,—

যদি চলা-ফিরা তরে নেত্র কোতুহল ধরে,
কটাক্ষ যে বটে সীমা তার ;—
যদি ফোটে হাস্ত-রেখা, অধরেই রহে মাথা
নম্র-মুখী কুল-অঙ্গনার ;
মৃদু-স্বরে যদি ভাষে, শুধু কান্ত-কর্ণে পশে
অন্তে শুনে হেন সাধ্য কার ?
যদি কভু কোপ হয়, অন্তরেই পায় লয়,—
নাহি ঘটে চিত্তের বিকার । §

§ কবি কুল-বনিতার নয়ন-চালন প্রভৃতি বর্ণিত কার্যগুলির প্রত্যেকটির পূর্বে “যদি” শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, তাঁহার নয়ন-চালনা, ঈষৎ-হাস্তের বিকাশ, মৃদু-ভাষণ এবং ক্রোধোদয় সর্বদা ঘটে না ; কদাচিৎ ঘটিলে, তাঁহার কটাক্ষ পতিক্রম করে না ; হাস্ত-রেখা অধরেই বিশ্রাম করে ; মৃদু ভাষা পতি ভিন্ন অন্তরে কর্ণে প্রবেশ করে না ; আর ক্রোধ অন্তরে উদ্ভূত হইয়া অন্তরেই বিলীন হয়—তাঁহাতে মনোবিকার জন্মায় না । কবি এই কবিতার ধ্বনি অর্থ্যাৎ তাৎপর্যার্থ দ্বারা অতি অপূর্ণ কোশলে কুলাঙ্গনাদিগের পতি-শুশ্রূষা, চরিত্র-রক্ষা, সরলতা ও ক্ষমা-গুণ পরিব্যক্ত করিয়াছেন ।

মুখা, মধ্যা, প্রগল্ভা যে স্বীয়া ত্রিধা হয় ;—

সেই মুখা—সবে যার যৌবন উদয় ।

অজ্ঞাত-যৌবনা, জ্ঞাত-যৌবনা যে আর, ‡

প্রথমে দুইটি ভেদ মুখা-নায়িকার ।

ক্রমে লজ্জা-ভয় সনে সন্তোষ ঘটিলে,

নবোঢ়া নায়িকা তারে রস-শাস্ত্রে বলে ; †

ক্রমে পতি প্রতি যবে বিশ্বাস উদয়,

বিশ্রদ্ধ-নবোঢ়া বলি সবে তারে কয় ।

সলজ্জিত ব্যবহারে তোমে কান্ত-মন ;

ক্রোধ-বশে কঠোরতা না করে ধারণ ;

† “প্রগল্ভা” নায়িকাকে “প্রোঢ়া”ও বলা হয় ; এই প্রোঢ়া প্রোঢ়-বয়স্ক নহে ;—ইহার অর্থ প্রণয়ে প্রবীণা ।

‡ “অজ্ঞাত-যৌবনা” “জ্ঞাত-যৌবনা”—অজ্ঞাত যৌবন যৎকর্তৃক ; জ্ঞাত যৌবন যৎকর্তৃক—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা পদ দুইটি সিদ্ধ হইয়াছে । যে নায়িকা নিজের যৌবনোদয় বুঝিতে পারে নাই—তাহাকে “অজ্ঞাত-যৌবনা” এবং যে নিজের যৌবনোদয় বুঝিতে পারিয়াছে তাহাকে “জ্ঞাত-যৌবনা” বলে ।

† “নবোঢ়া”—এই পারিভাষিক শব্দটি রস-শাস্ত্রে নব-পরিণীতা অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া নব-সন্তোষ-বিশিষ্টা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে ।

“বিশ্রদ্ধ-নবোঢ়া”—অর্থাৎ বিশ্বাস-শালিনী নবোঢ়া ।

নব অলঙ্কার হেরি করে আকিঞ্চন ;

মুগ্ধা নায়িকার বটে এ সব লক্ষণ ।

মুগ্ধা যথা,—

কামদেব-নরপতি আদেশে যৌবন প্রতি

শুভ-ক্ষণ করি দরশন—

“মৃগ-নয়নার অঙ্গে থাক বে'য়ে মনোরঙ্গে”

বাস্তব-বিধি আচারে যৌবন ;

তাহে খঞ্জন-চাতুরী স্তম্ভাকর-স্তম্ভাধুরী

নির্মলিন্দ্রে নয়ন, বদন ;—

মধুর বচন তার করে স্তম্ভ-পারাবার-

লহরী-লীলার নিমন্ত্রণ । *

* রাজার অঙ্কে অলঙ্ঘনীয় ; -- বিশেষতঃ তিনি কাম-দেব । তিনি দূতাদি-দ্বারা আদেশ প্রেরণ না করিয়া, উপযুক্ত সময় বুঝিয়া স্বয়ং নিজের প্রধান সহায় যৌবনকে মৃগ-নয়না মুগ্ধ-নায়িকার অঙ্গে বাস করার জ্ঞাত আদেশ করিয়াছেন ; যৌবনও যাইয়া মুগ্ধ-নায়িকার দেহে বাস করার উদ্দেশ্যে মঙ্গলিক বাস্তব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছে । কাম-দেবের বাসনা এই যে, যৌবন কামিনীর অঙ্গে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেই, তিনিও তথায় যাইবেন ; কেন না, তথায় থাকিয়া তাঁহার রাজার কর্তব্য সংসার-জয় কার্য্য সুসাধ্য হইবে । সেবা-নিপুণ অনুচরগণ প্রভুর মৌখিক আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, ভাবে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়াই বাঞ্ছিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ;—এস্থলেও যৌবনের অভিপ্রায়

অজ্ঞাত-যৌবনা যথা,—

বালা স্নান-অবসানে যে'য়ে তীর-সন্নিধানে
 নীরে আশ্র করি দরশন,—
 কর্ণ-ভূমা নীলোৎপল নেত্রে বুঝি লগ্ন হ'ল
 ভে'বে তাহে করে করাপর্ণ ;
 শৈবাল-অঙ্কুর বলি মূঢ়ে করে রোমাবলি
 না জানে তা যৌবন-লক্ষণ ;
 না বুঝি নিতম্ব-ভার জিজ্ঞাসিছে বারম্বার
 কিসে সখি ! বাবো লো এমন !

জ্ঞাত-যৌবনা যথা,—

তব পয়োধর অম্বুজ-লোচনে !
 স্বয়ম্ভু শম্ভু যে—জানে সর্বজন ;
 ভাগ্যবান্ কার নথ-সন্মিলনে
 চন্দ্র-চূড়-মৃতি করিবে ধারণ ? §

বুঝিয়াই তাহার কার্য্য-সাধক নাগিকার নয়ন খঞ্জনের চঞ্চলতাকে,
 বদন সুধাকরের মাধুরীকে এবং বচন সুধা-সিদ্ধুর লহরী-লীলাকে নিমন্ত্ৰণ
 করিতেছে ।

§ “স্বয়ম্ভু”—(পয়োধর-পক্ষে) স্বয়ং-উৎপন্ন ।
 (অপর-পক্ষে) অনাদি-লিঙ্গ ।

নবোঢ়া যথা—

বধূটির করে ধরি সযতনে শয্যোপরি
 প্রাণ-নাথ বদ্যপি বসায়,—
 কিম্বা ভুজ-পাশে তাকে যদিও বা বেঁধে রাখে,—
 তবু সে বাহিরে যেতে চায় ;
 তারে বশীভূত করে— এহেন শকতি ধরে
 হেন জন না দেখি ধরায়,—
 পারদেরে যেবা ধ'রে পারে স্থির করিবারে
 তারে শুধু এ কার্য্য বুয়ায় !

বিশুদ্ধ-নবোঢ়া যথা,—

নেত্র আধ-নিমীলিত ; এক করে আছে ধৃত
 বধূটির কটির বসন ;—
 উরু জড়াজড়ি করি রাখিয়াছে শয্যোপরি
 তেমনি সে করে প্রাণ-পণ ;

“শব্দু”—(পরোধর-পক্ষে) “শং স্ত্বং তস্মৈ ভবতীতি—শব্দুঃ” অর্থাৎ
 স্ত্বথোৎপাদক ;

(স্কৃপর-পক্ষে) শিব-লিঙ্গ ।

“চক্রেচুড়”—(পরোধর-পক্ষে) চক্রাকৃতি নখ-চিহ্ন দ্বারা শোভিত
 শীর্ষ-বৃক্ক ;

(অপর-পক্ষে) চক্রে-দ্বারা শোভিত ললাট-বিশিষ্ট ।

সযতনে অণু করে রহিয়াছে দৃঢ় ক'রে

কুচ-স্থল করি আচ্ছাদন ;

এরূপে যে যুবা কাছে ঘুমাইছে,—কেবা আছে

তার তুল্য ভাগ্যবান্ জন ?

লজ্জা, কাম-ভাব—দুটি তুল্য যার হয়—

সেই নায়িকার মধ্যা-নামে পরিচয় ।

পতি-অপরাধে তার দুটি আচরণ,—

ধৈর্য্যে—ব্যঙ্গ ; অধৈর্য্যে যে কঠোর বচন ।

মধ্যা যথা,—

যদ্যপি ঘুমায়— ঘটে বাধা তায়

প্রিয়-মুখ-দরশনে ;

রহি জাগরণে শঙ্কা হয় মনে

প্রিয়-কর-পরশনে ;

এহেন চিন্তায় পদ্ম-মুখী হায় !

সোয়াস্তি না পায় মনে,—

ঘুমাইতে চায়,— পুন সাধ যায়

রহিবারে জাগরণে !

পতি সনে কেলি-রসে নিপুণতা যার—

প্রগল্ভা নায়িকা বলি খ্যাতি বটে তার ;

স্বীয়ার সধর্ম্য পতি-ভক্তি তাহে রয়,—
কুলটা বেশ্যাকে তাই প্রগল্ভা না কয় ।
প্রগল্ভার বটে দুটি প্রসিক্ত লক্ষণ,—
রতি-প্রীতি, রসাবেশে হারায় চেতন ।

রতি-প্রীতি যথা,—

পয়োধর-নিপীড়নে মুখে মুখ-সন্মিলনে
করি' প্রেয়সীরে কণ্ঠে গাত আলিঙ্গন,
আবেশে বসন হরি' প্রাণেশ অলকে ধরি
প্রিয়ার অধর-বিস্ম করি' বিচুম্বন—
যবে কাল জানিবারে সাদরে জিজ্ঞাসে তারে—
“রবির উদয়ে কত বিলম্ব এখন ?”
পাছে কাস্ত হেরে ব'লে কর্ণ-নীলোৎপল-দলে
স্মলোচনা অঞ্চলে যে করে আচ্ছাদন !

রসাবেশে অচেতন্য যথা,—

নখ-ক্ষত বক্ষ'পরে দন্তাঘাত এ অধরে
এঁবে মোরে দিতেছে বেদন ;—
রক্তের মালা কেশে ছিল যা পড়েছে খ'সে ;
মুক্তা-হার ছিঁড়েছে তেমন ;

রতি-অবসানে দেখি এ সব ঘটেছে সখি !

না বুঝিলু সে রতি কৈমন !

ভুগি যাহা শিখাইলে, জানি যাহা সেই কালে

কিছু গোর না ছিল স্মরণ !

মধ্যা ও প্রগল্ভা যবে মান-ভাবে রয়

সে সময়ে প্রত্যেকের তিন ভেদ হয় ।

ধীরা ও অধীরা সে যে ধীরাধীরা আর ;

ধৈর্য্য-তারতম্যে এ যে ভেদ জেনে সার ।

ধীরা অন্তরের কোপ জানায় আভাষে ;

অধীরায় স্পষ্ট-ভাবে কোপ যে প্রকাশে ;

মধ্যম যে কোপ ধীরাধীরা নায়িকায়—

কিছু আভাষেতে, কিছু স্পষ্ট বুঝা যায় ।

যদিও লক্ষণ এই ধীরাদির বটে,

মধ্যা আর প্রগল্ভাতে কিছু ভেদ ঘটে ;—

মধ্যা-ধীরা ব্যঙ্গ-ভাষে কোপ যে প্রকাশে ;

মধ্যা-অধীরার কোপ ফোটে কটু-ভাষে ;

মধ্যা ধীরাধীরা কোপ প্রকাশ কারণ .

করে ব্যঙ্গ-উক্তি আর তেমতি রোদন ;

যবে কান্ত রসালাপ করে রতি-আশে
 প্রগল্ভা ধীরা যে তাহে ঔদাস্য প্রকাশে ;
 প্রগল্ভা অধীরা করে তর্জন, প্রহার ;
 প্রগল্ভা যে ধীরাধীরা দুই(ই) বটে তার । *

স্বীয়া বিনা অন্তে ধীরা আদি নাহি হয়—
 প্রাচীনের এই উক্তি যুক্তি-যুক্ত নয় ;
 ধৈর্য্য ও অধৈর্য্য কিম্বা ধৈর্য্যাধৈর্য্য আর,
 এ সব সধর্ম্ম বটে মান-অবস্থার ;
 ঘটে যদি মান পরকীয়া নায়িকার—
 ধীরা-আদি ভেদ কেন না ঘটিবে তার ?
 স্বীয়া ভিন্ন পরকীয়া নাহি করে মান—
 এ কথার কেহ দিতে পারে কি প্রমাণ ?

মধ্যা ধীরা যথা;—

চঞ্চল ভ্রমর

গুঞ্জে মুখর

কুঞ্জে করি বিচরণ—

তব কলেবরে

হ'ল শ্রম-ভরে

• স্বেদ-ধারা নিঃসরণ ;

* অর্থাৎ প্রগল্ভা ধীরাধীরা কোন সময়ে প্রগল্ভা ধীরার জ্ঞান
 স্মরণ-বিহারে ঔদাস্য প্রকাশ এবং কোন সময়ে প্রগল্ভা অধীরার জ্ঞান
 তর্জন-গর্জন ও প্রহার করিয়া থাকে ।

সজল-নলিনী

পত্রাবলি আনি

ক'রে ধীরে সঞ্চালন—

শীতল পবনে

এসো সযতনে

করি তাপ নিবারণ । *

মধ্যা অধীরা যথা,—

তব নিশা-জাগরণ,

আরক্তিম কি কারণ

তবে মম অশ্রুজ-নয়ন ?

মদিরা সেবন কত

করেছ হে ইচ্ছামত,

তাহে কেন ঘোরে মম মন ?

ভ্রমে যেথা ভ্রঙ্গগণে—

সে নিকুঞ্জ-নিকেতনে

শ্রীফল করেছ আহরণ ;—

তবে কেন পঞ্চ-শর

হানি অগ্নি হেন শর

গোরে এত করিছে পীড়ন ?

মধ্যা ধীরাধীরা যথা,—

“প্রণয়ে নিপুণ

প্রিয়-দরশন

তব তুল্য কোন জন ?

বটে স্ত্রীভাজন,—

নবীন যৌবন

তব অঙ্গে স্ত্রীশোভন”—

* ইহা অভাজনা-বিহারী নায়কের প্রতি মধ্যা ধীরা নায়িকার ব্যঙ্গ.

উক্তি ।

বলি হেন ভাষ, ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
 অশ্রু-পূর্ণ দু-নয়ন
 কান্তের বদনে রাখি শূন্য-মনে
 রহে বালা বহু-ক্ষণ ।

প্রগল্ভা ধীরা যথা,—

পরিজন-গণ প্রতি যেন গো রে'গেছ অতি—
 হেন ছলে না আস শয্যায়,—
 সুধাময় আলাপনে নাহি তোষ এ অধীনে,—
 নয়নেও না হের আগায়,—
 মোর প্রতি এ কৌশলে মান প্রায় সে'ধেছিলে
 প্রিয়তমে ! কি বলিব হায় !
 ভাগ্যে সখী কাছে আসি ওষ্ঠে চাপি মুদ হাসি
 ভাবে তব চাতুরী জানায় !†

প্রগল্ভা অধীরা যথা,—

হর-শির-ইন্দু মাঝে নিজ-প্রতিবিম্ব সাজে
 গিরি-সুতা নাহি বুঝি তায়—
 ভাবে মনে হর-শিরে কে নায়িকা স্থিতি করে,
 সে কারণে কোপ-দৃষ্টে চায় ;

+ ইহা প্রগল্ভা ধীরা নায়িকার প্রতি তাহার প্রণয়ীর উক্তি ।

তর্জন গর্জন করি', কম্পমান বাহু নাড়ি'
 তেমনি সে শম্বুকে শাসায় ;—
 কঙ্কণের ঝনৎকার বাজে কিবা চমৎকার !
 শম্বু কিছু ভে'বে ত না পায় !

প্রগল্ভা ধীরাধীরা যথা,—

সুন্দরীর শয্যা পাশে যবে প্রিয়তম আসে,
 হেরি তারে বদন ফিরায়ে ;—
 যবে কান্ত সকাতরে নানা অনুনয় করে,
 বিস্ময়ে যে তার হাসি পায় ;—
 প্রাণেশ সাহস-ভরে যবে তার করে ধরে,
 কোপ-বশে সে সময়ে হায় !
 অলক্ত-রঞ্জিত যেন সফরীর পৃষ্ঠ—হেন
 বিস্ফারিত-নয়নে সে চায় !
 ধীরা-আদি মট্ ভেদ পুন দ্বিধা হয় ;—
 জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভেদে জানিবে নিশ্চয় । *
 ধীরা জ্যেষ্ঠা নারী, ধীরা কনিষ্ঠা যে আর,
 জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ছটি ভেদ অধীরার ;

* বাৎস্তায়ন-কৃত “কামসূত্র” নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ‘ভাষ্যাধিকরণিক’ নামক পরিচ্ছেদে ‘সুভগা’ এবং ‘হর্ভগা’ ভাষ্যাধিগের চরিত্র ও ব্যবহার

ধীরাধীরা জ্যেষ্ঠা আর কনিষ্ঠা তেমন ;

জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার এবে শুনহ লক্ষণ ;

পতির অধিক প্রেম যে পত্নীতে রয়

তাহাকেই জ্যেষ্ঠা বলে বিজ্ঞ-জনে কয় ;

অল্প প্রেম বটে যাতে কনিষ্ঠা সে হয় ;

বিবাহিতা ছাড়া কিন্তু জ্যেষ্ঠা-আদি নয় ;

তাই অল্পাধিক প্রেম দুটিতে থাকিলে—

পরস্ত্রী, বেশ্যাকে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা না বলে ।

ধীরা জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা যথা,—

এক সঙ্গে বিছানায় শু'য়ে পত্নী দু-জনায়

ঘুমায়েছে বুঝিল যখন,—

করি গ্রীবা উত্তোলন হেরে কান্ত —এক জন

আছে অঙ্গ করি আচ্ছাদন ;

সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ‘সুভগা’ ও ‘হর্ভগা’ স্ত্রীই পরবর্তী রস-শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক যথাক্রমে ‘জ্যেষ্ঠা’ ও ‘কনিষ্ঠা’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ‘সুভগা’ ও ‘হর্ভগা’ শব্দ হইতেই প্রাকৃত—‘সুহআ’ ও ‘হুহআ’, অপভ্রংশ ‘সুহা’ ও ‘হুহা’ এবং প্রাচীন বাঙ্গালা ‘সুয়া’ ও ‘হুয়া’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। উপকথায় ‘সুয়া রাণী’ ও ‘হুয়া রাণী’র বহুল ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং চলিত কথায় জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠাকে ‘সুয়া’ ও ‘হুয়া’ বলা যাইতে পারে।

হুজ-পাশে ভিঁসনি দে'বে'রে অপারার পাশে

'করি' বস অঙ্গুলি-চালন—

বসন-অঞ্চল খানি

সাবধানে তার টানি

করে তার নিদ্রার ভঞ্জন !

অধীরা জ্যোষ্ঠা ও কনিষ্ঠা যথা,—

গেল প্রিয় দুইজনে কোপে পুষ্প উপবনে,

হেরি' কান্ত নে'য়ে সন্মিলনে,

প্রবীণ'রে ঢল ক'রে দেয় ফুল তুলিবারে

কিছু দূরে আনত-বদনে ;

নবীন'রে সন্তত্বন করে গা'য় আঙ্গিজন

হুজ-পাশে বে'ধে ফল মনে ;

কান্তের চাতুরী হে'বে ফোটে হার্মস বিস্তারেরে,

যানে কিবা কটাক্ষ নয়নে ।

ধীরাধীরা জ্যোষ্ঠা ও কনিষ্ঠা যথা,—

আছে প্রিয়া দুইজনে কোপ ভরে শিল্প-মনে,

সে দুজনে কান্ত তুলিবারে—

জ্যোতির্ময় দুটি মণি তাহা দেখে ভরে আসি

রাখে দুটি স্থিতি-কিরণে ;

আগে তার একটিকে দিয়া প্রবীণার ককে
 অন্যটি না দিয়া নবীনারে
 ছলে হাতাহাতি করে, ছুঁয়ে তার পয়োধরে
 ভাসে কান্ত আনন্দ-সাগরে !
 পর-পুরুষে যে প্রেম করে সঙ্গোপনে
 পরকীয়া বলে তাকে বলে কবিগণে ;
 প্রথমে সে পরকীর দ্বি-প্রকার হয়—
 পরস্ত্রী, কন্যাকা নামে তার পরিচয় :
 নাহি রহে অনুরাগ ব্যাপি কন্যার,
 পরাদীন হেতু পরকীয়া নাম তার ।
 পরকীয়া নাথিকার যত আচরণ,
 যতনে সে অন্য কাণ্ড করে সঙ্গোপনে ;

পরস্ত্রী যথা,—

এ যে রেবা-কুঞ্জতল বটে সমুচিত স্থল
 মদনের প্রিয়-কন্ম তরে ;—
 এ যে তীর-সমীরণ করে ধীরে সঞ্চরণ
 লয়ে পুষ্প-পরাগ-মিকরে ;—

ধন্য এই বর্ষা-কাল

সজল জল-জল

সাজাইল কিবা ধরে ধরে ;—

পরাদীন মোর মন

কি যেন সে আকিঞ্চন

প্রাণ-সখি ! করে লো অন্তরে ! *

গুপ্তা, যে বিদম্বা আর লক্ষিতা নায়িকা,
কুলটা তেমনি অনুশায়না নামিকা।

* রেবা—নন্দাদা নদীর অপর নাম। মনোহর রেবা-কুল ইত্যাদি উদ্দীপক বস্তুর দর্শনে প্রিয়-সখিদের জন্ত উৎকর্ষিতা কোন পরকীরে নায়িকা নিজের মনের বাসনা সুকোশলে প্রিয়-সখীর নিকট এই কবিতা দ্বারা ব্যক্ত করিতেছে। নিবিড় তরু-কুল, স্তম্ভাক্ত তীর-সমীপ ও জলদ-ক্রমল বর্ষা-কাল কেনি-বিলাসের অনুকূল এবং তৎসমুদয় উদ্দীপক। জলদ-ক্রম নায়কের সহিত সমাগম হেতু বর্ষা-নায়িকা ধন্য—এই ব্যক্ত্যের দ্বারা প্রিয়-সমাগমের অভাবে নিজে অধস্তা, নায়িকা ইহাই বুঝাইতেছে। সুকোশলময় ‘পরাদীন’ শব্দটি ‘মন’ ও ‘আকিঞ্চন’ উভয় শব্দের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, ইহা দ্বারা “আমার মন পরের অর্থাৎ গুরুজনদিগের অথবা যে আমার আয়ত্ত নহে এরূপ নায়কের অদীন হইয়াও কি যেন কিসের অর্থাৎ মিলনের জন্ত বাসনা করিতেছে” কিবা “আমার মন পরের অর্থাৎ নায়কের কিবা সখীদিগের আয়ত্ত কোন বিষয়ের অর্থাৎ মিলনের জন্ত বাসনা করিতেছে”—এইরূপ নানা অর্থ বুঝা যায়। ‘প্রাণ-সখি !’ এই সম্বোধন-পদ দ্বারা নায়িকা বুঝাইতেছে যে “তুমি আমার আশ্রয় কথা জান—তুমি আমার আশ্রয় বাসনা বুঝিয়া আমার পূর্ণ-কিরীট হস্তে দেয়া করিতে—যেই হস্তই আমার আশ্রয় হইবে।”

মুদিতা প্রভৃতি নামে বার পরিচয়,
পরকীয়া-শ্রেণী মধ্যে তারা গণ্য হয়।
যে রতি গোপন করে গুপ্তা নাম তার ;
তিন শ্রেণী বটে সেই গুপ্তা নায়িকার।
প্রথমা যে করে গত-রতি সংগোপন,—
দ্বিতীয়া সে ভাবি-রতি করে আবরণ,—
তৃতীয়া উভয় রতি করে আচ্ছাদন,—
এক সঙ্গে সে তিনের কহি বিবরণ ;—

ত্রিবিধ গুপ্তা যথা,—

শাশুড়ী রাগের ভরে বনুন যা মনে ধরে,—
করুক না নিন্দা দিদিগণ ;
আমি কিন্তু সেই ঘরে পরাণ থাকিতে ধড়ে
সখি ! আর না শোব কখন ;
ধরিতে ইন্দুরগুলি কোণা হতে সে বিড়ালী
লাকালফি করি গো তখন
মারাল নখের ঘায় ঝাঁচড়ায়ে ঘোর গায়—
করিল কত না হালতিন !
তব প্রেমে বিগুণ সে বিদগ্ধা সে হয় ;—
বাক্যে • কিসের এই মত পরিচয় ;

মরিকার সত্যক ঘেরা সেথা বাহ
 অই যে তমাল বন ;—
 তটিনীর তীরে বহু ধীরে ধীরে
 স্নানীতল সমীরণ ;—
 এবে দিবাকর তাপ যে প্রথর,—
 কর সেথা কিছুক্ষণ
 প্রবাসী সৃজন ! শ্রম-নিবারণ
 রাখ মোর এ বচন ! ৭

+ এই কবিতাটি কোন পণ্ডিকের প্রতি কোন বাক্য বিদ্যা স্বয়ং-স্বতী
 পরকীর্য নারিকার উক্তি। পণ্ডিকের বিশ্রামস্থানের বর্ণনার ছলে
 বাক্য-ভঙ্গী দ্বারা তাহার মনে সন্তোষ-বাসনা জন্মিয়াছে, তাহাকে উপযুক্ত
 সঙ্কেত স্থানে প্রেরণ করাই নারিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যখন অচেতন
 মরিকার লতাও তমাল-তরুণকে জড়াইয়া ধরিয়ছে, তখন সচেতন নারিক-
 নারিকারিগের আর কি কথা আছে? বিশেষতঃ লতা বেষ্টিত তমাল-বন
 বিশ্রাম ও সন্তোষ উভয় কার্যেরই অন্তরাল বটে;—এই সকল কথা
 বুঝাইবার জন্যই তমাল-বন লতা-বেষ্টিত বলা হইয়াছে। কবিতাটির
 এইরূপ প্রায় যেতোক কথায়ই গূঢ় অর্থ নিহিত রহিয়াছে,—বাছল্য-ভরে
 তাহা বলা হইল না। এখানে ইহাও বলা আবশ্যিক যে, কল্পনা ও প্রেম
 এই দুইটা ভাব স্বভাব হইলেও উভয়ের মধ্যে বৈধি নৈকট্য আছে, সুতরাং
 কল্পনা পণ্ডিকের রোশে প্রববেশ ও কল্পনা প্রকাশ। যখন পণ্ডিক
 তমাল-বন স্নান করিতে আসিয়াছেন, তখন পণ্ডিকের পশ্চিম-পাশে

ক্রিয়া-বিদ্যা যথা,—

যবে গৃহ-পতি আজ্ঞা করিছে দাসেরে

“বদরীর বক্ষ কর গোড়া’য়ে ছেদন”

মুগাক্ষী গোপিন-ভাবে জলের ভিতরে

হেনন্তের কালে করে কুঠার ক্ষেপণ । ৭

† ভাবে বুঝাইতেছে যে বদরী কুঞ্জ এই নায়িকার মঞ্চত-স্থল । সুতরাং বদরী বক্ষ কটন করিলে সে স্থানটি খোলা হইয়া যাইবে তাবিয়া মুচতুরা নায়িকা শীত-কালে ওপল কুঠার নিঃক্ষেপ করিয়া সেই আশঙ্কা নিবারণ করিতেছে । ‘গৃহ-পতি’ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায় যে, বর্ণিত কর্তাটি গৃহেরই পতি বাট,—কিন্তু তিনি নায়িকার প্রাণপতি নহেন । দাসকে কর্তা আদেশ করিলে তাঁহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে ইহা বুঝাইতেই বলা হইয়াছে “অজ্ঞা করিছে দাসেরে” । পাছে কেহ দেখে এই জন্ত নায়িকা তরিশীর ছায়ে চকিত নরনে এদিকে ওদিকে দৃষ্টি-পাত করিতে করিতে জলের মধ্যে কুঠারথানা ক্ষেপণ করিতেছে এই অবস্থাটি বুঝাইবার জন্তই তাহার ‘মুগাক্ষী’ বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে, জলের মধ্যে কুঠার থাকার অতুমান করা ভূত্যের পক্ষে আরো সম্ভবপর নহে—আর ঐরূপ অতুমান করিলেও শীত-কালে তাহার সাধ করিয়া জলের ভিতরে কুঠার তাল্লাস করিতে যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব । কতিন বদরী-বক্ষ ছেদন করিতে যাইয়া কুঠারের মুখ ভাঙ্গিয়া যাওয়ারও আশঙ্কা আছে সুতরাং ঐ কার্যের জন্ত কেহ যে সহজে কুঠার ধার দিতে পারিলে প্ররূপ বোধ হয় না, থালা ছটক, ইতিমধ্যে হয় ত কর্তাটি ঐ পাহাড়ের কথা ভুলিয়াও যাইতে পারেন কিনা নায়িকার কৌশলের কলসেই বরত

প্রকাশ : হয়েছে, শুধু প্রণয় যাহার—
লক্ষিতা এ নাম বটে সেই নায়িকার ;—

লক্ষিতা যথা,—

হইবার ছিল না, হইবে ;—

কোন নারী হইবে ;—

কোন নারী হইবে, কোন নারী হইবে

সে পনের চোটে এ নামের ?

বহু উপপাতি মনে মনে মনে

কুলটা এ নাম নটে, সহ নামের ;—

এইবার বদলীর পানবারে মনে মনে মনে উৎকর্ষের খড়ির কাঠ
সংগ্রহ করিব'ব হইবে হইবে হইবে ; হইবে নায়িকাটি যে, গায়ে
তেউ দেখিয়া বুঝে, নাকি বুঝে নাই, হইবে হইবে নিহাঙ্ক বিচক্ষণতার
কার্য হইয়াছে, স্বীকৃত করিতে হইবে !

; নায়িকাকে শুধু প্রণয় হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দেয় এবং
অন্তের নিকটও নায়িকার কার্য গোপন করে এরূপ কোন সখীর প্রতি
এটি সেই নায়িকার উক্তি। এই কবিতার কয়েকটি মাত্র কথাই বলি
লক্ষিতা, নায়িকার মানসিক অবস্থার একান্তই সূক্ষ্ম চিত্র। লক্ষিতা
কহিয়াছেন ;

কুলটা যথা,—

এ যে জলধর-গণ করে জল নিঃক্ষেপণ,
 পুরুষ না করে বরষণ !
 এই যে পাহাড়গুলি উগারিছে ভূগাবলি,
 নারিক ত না করে সৃজন !
 যত তরু ত্রি-সংসারে ফল সে প্রসব করে,
 লোক ত না করে উৎপাদন !
 বলি তাই সকাতরে বিধাতা ! কুলটা তরে
 কী ভূমি রেখেছ আয়োজন ? *

* এই কবিতাটি কুলটার উক্তি। ভূকর্ণক “করে জল নিঃক্ষেপণ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নারিকা ইত্যাদি বলাইতেছে যে, জলধরগুলি যথা, জলের বোকা বহিয়া বেড়ায় এবং সেই জল দেখানে সেখানে ফেলে কিংবা নারিকার অভিলষিত জিনিস বর্ষণ করে না। “এই যে পাহাড়গুলি” ইত্যাদি বাক্যের ‘পাহাড়’ ও নিন্দার্কক ‘উগারিছে’ (বনন করিতেছে) শব্দের দ্বারা নারিকা বলাইতেছে যে, পাহাণময় পাহাড়গুলির কদর কঠিন হইবে ভাবিতে আর বিচিত্র কি ? সেই জন্যই সেগুলি সদায় নারিকদিগকে সৃষ্টি না করিয়া, ছাই-ভস্ম ভূগ ইত্যাদি জন্মাইতেছে। “যত তরু ত্রি-সংসারে” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নারিক বলাইতেছে যে, ত্রিসংসারের জীবিত পুষ্করি ও পাহাড়ের তরুগুলির কথা দাবাই শুদ্ধ না কেন,

অশুশয়ানী শে বাটে করি কথ্য;
 বর্তমান-স্থান-নাশে বিবাদ যাহার,
 ভাবি-স্থান নাশে দুঃখ যেরা নাটিকার
 সঙ্কেতের স্থানে প্রিয় করিলে গমন,
 যাইতে না পারি' নিজে যার স্নিগ্ধ-মন,
 অশুশয়ানার এ যে তিন ভেদ হয়;—
 পৃথক্ রূপেতে তার কহি পরিচয়;—

বর্ণ-স্থিত করতরুগুলি বাঞ্ছিত-কল প্রসব করে বলিয়াই প্রসিদ্ধ বটে,—
 কিন্তু নাটিকার অঙ্গ-দোষে সেই করতরুগুলিও বাঞ্ছিত কল-দান-ব্রজে
 বিমুখ হইয়াছে। আর যদি তরুগুলি সৃষ্ট বস্তুব মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদার্থী লোক
 সকলকেই প্রসব করিতে না পারে, তবে নিছামিছি 'তরু কল প্রসব করে'
 একপ বলা হয় কেন? 'বিধাতা' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা নাটিকা কতাই ভেদে
 যে তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার কাছে না বলিয়া নাটিকা আর
 কাহার কাছে বলিব? এতটুকু, যে সৃষ্টিকর্তা কত অদ্বুত পদার্থী
 রাজি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে নাটিকার প্রার্থিতরুপ সৃষ্টির
 বিধান করা কিছুই কঠিন ছিল না; সেদূর না করায় কুলটীর প্রতি
 নিতান্ত অবিচার করা হইয়াছে! কবি এখনে কুলটীর বিরূপ
 বিজ্ঞপন্যক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন আর সন্দেহ হইতকরণ করা
 করিলেন।

বর্তমান-স্থান-নাশে অনুশয়না যথা,—

চৈত্র-মাসে হায় ! লবঙ্গ-লতার

পত্রাবলি খসি পড়িল যখন—

হ'ল গণ্ড-যুগ যুগ-নয়নার

তালিদুর হেন পাণ্ডুর-বরণ !

ভবিষ্যৎ-স্থান-নাশে অনুশয়না যথা,—

যমুর মসুরী নদে নে'চে খে'লে ফুল-মনে

আন্ত হ'য়ে বেখানে যু'য়ায়,—

কপোত-কপোতীগণ কেলি-রসে নিমগন

যেথা তরু-পল্লবে কা'পায় ;—

* লবঙ্গ-লতা-কুঞ্জই এই নাট্যকার সঙ্কেত স্থল ছিল, সুতরাং চৈত্র-মাসে প্রাকৃতিক নিম্নমে লবঙ্গ-লতার পত্রাবলি পতিত হওয়ার সঙ্কেত-স্থানের বিনাশে সম্ভাব ও ভ্রুশ্চিন্দ্য তাহার গণ্ড-ভটি পূঙ্খ-বর্ণ দারণ করিল। সংস্কৃত-কবিগণ কেতকী, তাল প্রভৃতির কচি পাতার বর্ণের সহিত গোরাঙ্গী নাট্যকাগণের বর্ণের উপমা দিয়া থাকেন। এস্থলে 'যুগ-নয়না' বিশেষণটির দ্বারা নাট্যিকা হরিণীর জ্ঞান চকিত-নয়নে এদিকে ওদিকে নিরীক্ষণ করিয়া, অজ্ঞ একটি সঙ্কেত-স্থান অনুসন্ধান করিতেছে— ইহাই বুঝা যায়।

যেই সঙ্কেত-স্থানে

অগমন-হেতু

বিদ্যমান নাহি কি স্বেচ্ছায় ?

চিন্তা নাহি ক'রো মনে প্রাণেশের নিকেতনে

যাও সখি ! বলি গো তোমায় ।*

সঙ্কেত-স্থানে অগমন-হেতু অনুশয়ানা যথা,—

রসাল-মুকুল-রাজি ছুলিছে শ্রবণে,

পাণ্ডুর-বরণ গও পরাগ-নিকরে ;—

এহেন মাধবে রাধা হেরিয়া মরনে

বরষে যে অশ্রু-জল অবিরল-বারে ।*

* স্বামি-গৃহে গেলে দেখানে কোন সঙ্কেত স্থান মিলিবে না—এই আশঙ্কায় বিবাদযুক্তা পরকীয়া নারিকার প্রতি ইচ্ছা তাহার অভীষ্ট-সম্পাদন-কারিণী কোন অভিজ্ঞা সখীর লোকের সম্মুখে কৌশলময় উক্তি । কবিতার সহজ অর্থের ব্যাখ্যা করা নিম্নরোজন,—ইহার গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক । মদুর-মদুরী ও কপোত-কপোতী শব্দ দুটির প্রয়োগ দ্বারা সখী বুঝাইতেছে যে, পক্ষি-সম্প্রতিরাও বিরহ-সঙ্কেত-করিতে পারে না—এই জোড়ায় জোড়ায় কেহি বিলাসে-নিমগ্ন রহিয়াছে । বিশেষতঃ নির্জন স্থান না পাইলে কোন রূপেই মদুর-মদুরী প্রভৃতি নিশ্চয় চিন্তে নৃত্য, কেলি বা নিদ্রা-গমন করিতে পারে না—সুতরাং সেগুলি বন-ভূমি নারিকারও প্রিয়-সম্মিলনের বিশেষ অনুকূল ও বিলাস-বাসনার বিশেষ উদ্দীপক ; সেগুলি বন নারিকার স্বামি-গৃহের নিকটেও অনেক আছে । লোকের সম্মুখে নারিকাকে সতী বলিয়া প্রকাশ করিবার অর্থ সখী 'স্বামী' শব্দের পরিবর্তে 'প্রাণেশ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছে ।

† আর-কুলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গিত ।

স্বামীক ঘুটেছে দেখি প্রকৃতা যে স্বামী

মুদিতা স্বামীক তারে কবিগণে কয় ;—

মুদিতা যথা,—

গোঠে গোঠে ঘুরে পতি করে সদা অবস্থিতি

জনম-বধিরা ননদিনী ;

নাহি শুনে দুই কাণে নাহি হেরে দু-নয়নে

হৃৎভাঙ্গ দেবর রমণী ;

সকল দিয়াছিলেন, কিন্তু তঁর অনিবার্য করণ বলতঃ স্থান দাঁড়িতে
পারেন নাই, ত্রিকুণ্ডল ওয়াদ্য প্রদান করত অনকক্ষ অপেক্ষা করিয়াও
উহার দর্শন না পওয়ায়, তিনি সকল কুণ্ডল দাঁড়িয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন
ইহা ত্রিকুণ্ডল ইচ্ছাও জানাইয়া প্রেমভাঙ্গন প্রকাশ করায় উদ্বেগে
সকল কুণ্ডল সম্মেলন নিমন্তন-স্বরূপ কুণ্ডল-চাল রসাল-মঞ্জরী কর্ণে
ধারণ করিয়া ত্রিকুণ্ডল দৃষ্ট পথে উদ্ভাণত হইয়াছেন। রসাল-মঞ্জরী
কর্ণধারণ দ্বারা চিত্তের শিরোমাণ ত্রিকুণ্ডল রাখাকে ইহা বুঝাইতে চাহেন
যে, “সকল কুণ্ডল তোমার সম্মেলন কথাকেবল আমি কাণেই শুনিয়াছি
কিন্তু তোমার সম্মিলন-সুখ আমার ভাগ্য ঘটে নাই ; আশা জন্মাইয়া
আমি নিরাশ করায় আমার মনে আত্মদান হইতে পারে কি না—
কিন্তু—” ইত্যাদি দেখা। প্রেমময়ী ত্রিকুণ্ডল ত্রিকুণ্ডল এই নির্বাক
অবস্থায় অস্থাপিতা করিয়া অবিরল-ধারায় অক্ষয়ল হইয়া
সকলকে দেখে।

সখীর এ কথা শুনি পথের রসিক কানি

প্রকৃতির সন্তরে মননি

করি-কুস্ত-কুচ-পরে বীর-সাজ বর্ম পরে

মোখাকের ছলে সে তরুণী !

যৌবন আগত কিন্তু বিবাহ না হয়—

কন্যা-নামে রস-শাস্ত্রে তার পরিচয়

* কোন রসিক পদিক একটু যুবতী নারিকাকে সখীর সহিত দেখিয়া সন্ডিল'র কো'রুহ' বস্ত্রতঃ সখীর নিকট সেই নারিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, চতুবা সখী পদিকের অভিপ্রায় বুঝিও পারিয়া নারিকার পরিচয় প্রসঙ্গে জীলোকের স্বভাব-প্রসঙ্গ সমবেদনা হেতু তাহার পক্ষি প্রকৃতির চরবহ'র বর্ণন'র চ. ১ - পদিক ইচ্ছা করিলেই স্বজ্ঞকে নারিকার গৃহে কিছুকাল অবস্থান করিয়া নারিকার সহিত গৃহ সজ্জাগ করিতে পারে, ইত্য' কোথলে প্রকাশ করিতেছে। নারিকার পতি সর্বদা গোষ্ঠে গোষ্ঠে থাকে, সুতরাং তা'র ওখন ব'ড়ী আস'র সন্ত'বনা নাহি। কল্প-বথিরেরা প্র'য়ই বে'র' কইয়া থাকে - সুতরাং ননদিনী কিছু বেশিবেড়া কাহারও নিকট বলিতে পারিবে না, দেবদ-রমণী কাণেও শুনে না। চোখেও দেখে না সুতরাং নারিকার গৃহে পথিকের স্বজ্ঞবিহারের কোনই অস্থিখা নাই—ইহাই সখীর কথা'র গুহ মর্ম্ম-কটে। কবিতাজে পোষিত কল্প-বৌন' পুরকীয় নারিকার নারক-স্বভাবের প্রকৃতিবহ'র কল্প-বৌন' প্রকাশ করিয়াছেন।

সে গণিকা বেকা শুধু ধন-লাভ আশে -

সকল পুরুষ প্রতি প্রণয় প্রকাশে ; -

পরত্নীর ধন-লাভ আশা নাহি রয়,—

কভু যদি পায় ধন—গণিকা সে মৈয় ;

যদি বল—“অগ্নিমিত্র ছিল গুণাধার,

ঐরাবতী অমুবক্তা রূপে গুণে তঁার” ;*

হেন স্থানে তব উক্ত গণিকা-লক্ষণ

ঐরাবতী প্রস্তুত নহে সম্ভবত কখন”

বুঝা হইল পিতৃ তব ; তবে দেহে মনে,

ঐরাবতী সেই ক ভাবিবারে মান জনে ?

অগ্নিমিত্র তব ওদিক করে ওরে দান ;—

লক্ষণেব সম্ভবে বসন্তেই প্রমদ ;

উহা দ্বারা ততাবস্থায় লক্ষণ করণ উদ্দেশ্যে ‘সজ্জ হইতেছে ; কিন্তু
নায়িকা যতই গোপন করক না কেন, চরিত্র সম্বন্ধিগের নিকট সে ধরা
পড়িয়া গিয়াছে !

* মহাকাব্য কাণাদসেব “মহাবিকাগ্নিমিত্র” নামক সুবিখ্যাত নাটকে
অগ্নিমিত্র ঐরাবতী প্রভতির চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। “অগ্নিমিত্র” ও
“ঐরাবতী” শব্দ দুটি এখানে উপলক্ষ মাত্র ; মুহুরতিক নাটকের প্রধান
নায়ক ও নায়িকা চরিত্র ও বসন্তসেনা প্রভৃতির দ্বারা রূপ-রূপাধিকারিক
ও রূপগুণানুরক্তা গণিকাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া হইয়াছে।

যদি বল "কম-ইনে শুধু গুণ আছে"
 ভালবাসে, হেঁদ বেশা নাহি কি সংসারে ?
 ইহার উত্তর—এ যে বেশার লক্ষণ
 সর্বত্র সকল কালে বটে সাধারণ ;
 এ ভাবের ব্যতিক্রম যেথা দৃষ্ট হয়—
 সেথা সেই ভাব কছু চিরস্থায়ী নয় ;—
 ধন হরে আগে বেশা করে পরিচয়,—
 পরে কছু রূপ-গুণে অনুরক্ত হয় ;
 অনুরাগে যেথা স্বার্থ করে পরিহার,—
 সেথা বেশা ধম্ম কিছু নাহি রহে তার ;
 এতেন নায়িকা শুধু নামে বেশা নয়,—
 সে কালে সে পরক'য়া মধ্যে গণ্য হয় ।

গণিকা যথা,—

দিয়েছে যে বহু ধন এল সে প্রবাসি-জন,
 গৃহ পাশে করি দরশন,—
 অন্দরীর কুচয় আনন্দেতে যেন রয়
 পরম্পরে করি আলিঙ্গন !
 প্রহরমের মাল্য-ছরে কবরী-কুঙ্কল-জালে
 কটর হৃদ-মধ্যে বিরাজিল !

ধনাগম ধলিবারে দৃষ্টি তার বারে বারে
 কর্ণ পাশে করিছে গমন ! †
 স্বীয়া, পরকীয়া আর বারবনিতার
 প্রত্যেকের তিন ভেদ হয় যে আবার ;—
 অন্ত-সন্তোগ-দুঃখিতা প্রথম প্রকার ;
 বক্রোক্তি-গর্বিষতা ভেদ দ্বিতীয় তাহার ;
 মানিনী—তৃতীয় ভেদ কবিগণে কয় ;—
 যথাক্রমে এ তিনের দিব পরিচয় ।
 প্রিয় সনে বৃষি' ভাবে অন্তের মিলন—
 অন্ত-সন্তোগ-দুঃখিতা হয় সে তখন ;

† অচেতনে সচেতন-ধর্মের আরোপ (Personification) * কবি-
 দিগের স্বভাবসিদ্ধ ; এই আরোপ যদি উত্তম সাদৃশ্য-মূলক হয়,—তাহা
 হইলে উহা অতি উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক হইয়া থাকে ; এই
 কবিতাটি তাহার অগ্রতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন । নায়িকার আনন্দ প্রকাশের
 বর্ণনা করিতে যাইয়া, নায়িকা নিজে কি করিতেছে, কবি ভ্রমেও
 তাহার উল্লেখ করেন নাই ; নায়িকার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী—সর্বদা
 সাথের সাথী তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কি ভাবে নায়িকার আনন্দে আনন্দ
 প্রকাশ করিতেছে—কবি তাহাই কেবল দেখাইয়াছেন । এ ভাবে তিনি
 অপূর্ণ কোণে অল্প কয়েকটি কথার নায়িকার হর্ষোচ্ছ্বাসের যে-
 ভাব-গম্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—তাহার তুলনা বড় সুলভ নহে ।

অন্য-সন্তোগ-দুঃখিতা যথা,—

গিয়েছিলি দূত ! তুই বনের মাঝারে,

সেই পাপিষ্ঠের ঘরে যা'স নি' কখন ;

নতুবা কি জন্ম হবে তোর কলেবরে

শোভিতেছে কিংকটকের হেন আভরণ ? *

যে নারী প্রকাশে গর্ব কথার কোশলে

বক্তোক্তি-গর্বিবতা ব'লে লোকে তারে বলে ;

গর্বের কারণ তার হয় দ্বি-প্রকার,—

প্রিয়ের প্রণয়, নিজ-সুন্দরতা আর ;

* দূতী নায়িকার সংবাদ-বহন উপলক্ষে তাহার প্রিয়তম কোন লম্পট নায়কের নিকট যাইয়া, নিজেই তাহার সহিত সন্তোগান্তে কিংকট-পুষ্পের স্তায় বক্র ও অরক্টিম নায়ক-প্রদত্ত নখ-কুতাবলি অঙ্গে ধারণ করিয়া নায়িকার নিকটে উপনীতা হইয়াছে ; নায়িকাও বাপার বৃদ্ধিতে পারিয়া কোশলে দূতীকে ভৎসনা করিতেছে। দূতীরা প্রায়ই মিথ্যাবাদিনী ও প্রবঞ্চিকা হইয়া পাকে—তাহা বুঝাইতেই নায়িকা দূতীকে 'দূতি !' বলিয়া সম্বোধন এবং সে যে নায়কের সেই কুৎসিৎ কার্য্য বৃদ্ধিতে পারিয়াছে—ইহা বুঝাইবার জন্তই তাহাকে 'পাপিষ্ঠ' বলিয়া অভিহিত করিতেছে।

ভাষ্ক-কবি অতঃপর “প্রোষিত-ভর্জুক” প্রভৃতি যে অষ্টবিধ নায়িকার বর্ণন করিয়াছেন তন্মধ্যে “খণ্ডিতা” নায়িকার সহিত এই “অন্ত-সন্তোগ-দুঃখিতা”র কোন প্রভেদ নাই—আপাততঃ এরূপ মনে হইতে পারে ; কিন্তু

প্রেম-গৰ্বিতা যথা,—

স্বামী তব কলেবর রত্ন-অলঙ্কারে

সাজায়েছে ;—ধন্য তুমি,—কী বলিব আর ?

দেখার আড়াল হবে—ভয়ে কান্ত মোরে

না দেয় পরিতে সখি ! কোনো অলঙ্কার ! *

উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে । প্রিয়তমের সঙ্গে যে উপভোগ-চিহ্ন দর্শন করে তাহাকে “খণ্ডিতা” বলা যায়,—কিন্তু উপনায়িকার সঙ্গে সন্তোগ-চিহ্ন দর্শনে তাহা নিজ প্রিয়তমের সন্তোগ-জনিত—এইরূপ অনুমানে দুঃখিতা নায়িকাকেই “অন্ত-সন্তোগ-দুঃখিতা” বলা হয় । “খণ্ডিতা”র নায়ক যে অন্ত নায়িকা সন্তোগ করিয়াছে তাহার চিহ্ন শরীরে থাকায় অস্বীকার করার উপায় নাই । কিন্তু “অন্ত-সন্তোগ-দুঃখিতা” নায়িকা তাহার প্রেরিত দূতীর সঙ্গে সন্তোগ-চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহা তাহার নায়কেরই সন্তোগ-জনিত বিবেচনায় নায়ককে যে অপরাধী বলিয়া অনুমান করে তাহা তাহার ভ্রান্তিও হইতে পারে ;—কারণ দূতীর পক্ষে দোতা-কার্য্যে যাইয়া অন্ত নায়কের সহিত সন্তোগ করাও একান্ত অসম্ভব নহে ।

* ইহা সখীর প্রতি প্রেমগৰ্বিতা নায়িকার উক্তি । নায়িকার সখী স্বামী তাহাকে ভাগবাসিয়া কত রত্ন অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়াছে—তাহা নায়িকাকে দেখাইতে যাওয়ায়,—নায়িকা যে তাহার সখী অপেক্ষা অনেক সৌভাগ্যবতী তাহা কোণে প্রকাশ করিয়া সখীকে সগর্বে ইহা বলিতেছে । এই কবিতার প্রথমাক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, যে বস্তুটি স্বভাবতঃ মূল্যবান নহে—লোকে তাহাকেই সাজ-সজ্জা দ্বারা মূল্যবান বানাইতে চাহে ; লোকের প্রকৃতি এইরূপ থাকায়,—সখীর স্বামী তাহার অভাব সম্পত্তির ভার ত্রীকোণে একটি সম্পত্তি মনে করিয়া তাহাকে গৃহদিক

সৌন্দর্য্য-গৰ্ব্বিতা যথা,—

দিতে চাহে পদ্য সনে নেত্রের তুলনা ;—

বাক্যের তুলনা করে অমৃতের সনে ;—

হেন প্রিয়তমে সখি কী করি বল না !

কে জানে যে হবে দোষ সহিষ্ণুতা-গুণে ! †

জ্ঞান নানা রত্নালঙ্কারে শোভিত করিয়া নিজের অর্থ-সমৃদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছে ; কিন্তু নাস্তিক্যের পতি কেবল তাহার স্বামী অর্থাৎ প্রভু নহেন— তিনি তাহার কান্ত অর্থাৎ প্রিয়তম বটে ; তিনি তাহার স্বভাব-সুন্দরী প্রিয়তমার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্ত কোন অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই কেবল, যে একরূপ বিবেচনা করেন তাহা নহে ; কিন্তু তিনি তাহার গুণগিণীর নানা অলঙ্কার থাকা সম্বন্ধে—তাঁহাকে শরীরে কোন অলঙ্কার ধারণ করিতে দেন না ; কারণ,—তাঁহার মনে সর্বদা এই ভয় হয় যে, নাস্তিক্য ছই-একটি অলঙ্কার ধারণ করিলেও—তাঁহাতে তাহার দেহের কিয়দংশ ঢাকা পড়িয়া তাঁহার দর্শন-সুখের ব্যাঘাত জন্মাইবে !

† এটি সখীর প্রতি সৌন্দর্য্য-গৰ্ব্বিতা নাস্তিক্যের উক্তি । সচরাচর কবিগণ পদ্য-কারকের সহিত সুন্দরীদিগের সুন্দর নেত্রের ও অমৃতের সহিত তাহাদের সুমধুর বাক্যের উপমা দিয়া থাকেন । নাস্তিক্য প্রিয়তম সেই রীতি অনুসারেই পদ্যের সহিত নাস্তিক্যের নেত্রের ও অমৃতের সহিত তাহার বাক্যের উপমা দিতে গিয়াছিল ; কিন্তু সৌন্দর্য্য-গৰ্ব্বিতা নাস্তিক্য তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বরং অসন্তুষ্ট হইয়াছে । নাস্তিক্য মনের ভাব বোধ হয় এই যে, পদ্য ও অমৃতের সহিত তাহার জ্ঞান সুন্দরীর চক্ষু ও বাক্যের উপমা না দিয়া—বরং তাহার চক্ষু ও বাক্যের সহিত পদ্য ও অমৃতের উপমা দিলেই কল্পকিৎ সজ্জত হইত ; সে বাহা হউক, নাস্তিক

কান্ত-অপরাধে কোপ হয় নায়িকার—
 সেই বটে মান—আছে তিন ভেদ তাঁর ;
 লবু, গুরু, মধ্যম—ত্রিবিধ মান হয় ;
 অল্প ক্রেশে হ'লে শান্ত—তারে লবু কয় ;
 মধ্যম-ক্রেশে যে শান্ত মধ্যম সে হয় ;
 অতি-ক্রেশে শান্ত হ'লে তারে গুরু কয় ;
 কোন মতে যে মানের নহে নিবারণ ;
 রসাতাস ব'লে তারে নিন্দে কবি-জন ;
 অন্যারে দর্শন-আদি যদি কান্ত করে,
 তাহে ঘটে লবু-মান নায়িকা-অন্তরে ;
 অপরাধ নাম কান্ত যদি ভুলে লয়, ধঃ
 তাহে যে মধ্যম-মান নায়িকার হয় ;

তাহার প্রিয়তম বলিয়াই সে তাহার এই ধৃষ্টতার উচিত শাস্তি প্রদান করিতে অক্ষম এবং সেই জন্তই সখীর নিকট আশ্রয় করিয়া বলিতেছে যে, যদিও সহিষ্ণুতা একটি প্রধান গুণ বটে—কিন্তু কোন কোন সময়ে তাহাই দোষের কারণ হইয়া পড়ে ;—এস্থলে নায়িকা সহিষ্ণুতা বশতঃ প্রিয়তমের নিতান্ত অসঙ্গত উজ্জ্বল প্রাতিবাদ না করাতেই দোষের কারণ হইয়াছে !

‡ নায়িকা কিম্বা তাহার কোন সখী প্রভৃতির নাম লইতে যাইয়া নায়ক ভুলে নায়িকার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর নাম লইয়া ফেলিলে, তাহাকে 'গোত্রাশ্বলন' বলা যায় ।

যদ্যপি সম্ভোগ কাস্ত করে অগ্না সনে,
 তাহে ঘটে গুরু-মান নায়িকার মনে ;
 কোন মতে যবে কোতূহল আদি হয়—
 নায়িকার লঘু-মান আর নাহি রয় ;
 অস্বীকার, শপথাদি উপায়ে তেমন—
 নারীর মধ্যম-মান হয় নিবারণ ;
 চরণে পতন, ভূষণাদি-দান আর
 করে নিবারণ গুরু-মান নায়িকার ।

অপর-স্ত্রী-দর্শন-জনিত মান যথা,—

শ্বেদ-জলে অঙ্গ তব হয়েছে পিচ্ছিল,—

কৃশোদরি ! কণ্টকিত হয়েছে তেমন,—

অগ্নারে হেরিল কাস্ত, যদি বা সাজা'ল—

কোথায় তোমার মান রাখিবে চরণ ? §

§ এটি লঘু-মানবতী নায়িকার প্রতি তাহার সখীর উক্তি । কোন-
 রূপে কোন বিষয়ে নায়িকার কোতূহল কিম্বা তাহার সম্ভোগ জন্মাইতে
 পারিলেই লঘু-মান দূর হয়,—চতুরা সখী ইহা জানিয়াই নায়িকার কোতুক
 জন্মাইবার জন্ত রসিকতার সহিত বলিতেছে যে, তোমার প্রিয়তমকে দেখিয়া
 এবং তাহার কথা শুনিয়াই তোমার শরীর শ্বেদ-জলে সিক্ত ও কণ্টকিত
 হইয়াছে ;—এ অবস্থায় সে যদি অজ্ঞ কোন নায়িকাকে সাহুরাগে দেখিয়া
 থাকে—কিম্বা যদি তাহার বেশবিভাষই বা করিয়া দিয়া থাকে—তাহা হইলেই

গোত্রস্থলনাদি-জনিত মান যথা,—

সপত্নীর নামে প্রিয়ে ! ডেকেছি তোমারে—

ভুল যে তা—যদি তব না হয় ধারণা,

তব নাভি-রোমাবলি-সাপিনী উপরে,

রে'খে হাত করি দিব্য,—তবু কি হবে না ? ৭

তুমি কি করিবে ? তোমার এই পিচ্ছিল ও কণ্টকিত শরীরে মান আসিয়া কোথায় পা রাখিবে ? বস্তুতঃ বর্ণিতা নারিকার জ্ঞান প্রেমিকার পক্ষে নারকের একরূপ সামান্ত অপরাধে মান করা সাজে না—ইহাই সখীর রসিকতার তাৎপর্য। ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে সখীর এই রসিকতায় নারিকা হাসিয়া ফেলিলেই তাহার মান ভাঙ্গিয়া যাইবে। “কুশোদরি !” এই সম্বোধন-পদটির দ্বারা সখী ইহাই বুঝাইতেছে যে, নারিকার উদরটি কুশ বলিয়া সেখানেও মানের দাঁড়াইবার স্থল নাই !

+ এটি গোত্রস্থলনে মানবতী নারিকার প্রতি তাহার কাস্তের উক্তি। নারক বলিতেছে—সে যে নারিকাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে যাইয়া, তাহার সপত্নীর নাম বলিয়া ফেলিয়াছে—ইহা তাহার ভুলমাত্র ; বস্তুতঃ ইহা দ্বারা সে যে, নারিকার সপত্নীকে সর্বদা মনে চিন্তা করে এবং সেই জন্তই উক্ত সপত্নীর নামটি তাহার মুখ হইতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাহির হইয়া পড়িয়াছে—তাহা নহে। যদি একান্তই নারিকার সেরূপ ধারণা দূর না হয়, তাহা হইলে অপরাধীদিগের নির্দোষিতা প্রমাণ জন্ত—আগুন হাত দেওয়া, বিষধর কৃষ্ণ সর্পের উপর হাত রাখা ইত্যাদি নানা উপায় ব্যবহার-শাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকায়—নারক নারিকার নাভি-রোমাবলি-রূপ কাল-সাপিনীর উপর হাত রাখিয়া দিব্য কুরিতে প্রস্তুত আছে। নারিকা যদি

অপর-স্রী-সন্তোগ-জনিত মান যথা,—

সপত্নী-চরণ-লাক্ষ্য-রাগে রক্তাকার

কান্তের ললাট-দেশ করি' দরশন,—

নয়নের প্রাস্ত দুটি মৃগ-লোচনার—

শোভিলু শ্রবণ-লগ্ন পদ্মরাগ যেন †

সাপিনীর কথা নায়কের রসিকতা মনে করিয়া উড়াইয়া দেয়, তাহা হইলেও নায়ক যে তাহাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে উত্তত হইয়াছে—তাহাতে কোন ভুল নাই ; অতএব এ অবস্থায় নায়িকা যে সেই ব্রাস্ত ধারণা পরিত্যাগ করিয়া নায়কের প্রীতি হস্ত ধারা প্রসন্নতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারবে না—তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। সদৃশ-ভাব বিস্তাপতিতে যথা ;—

“মানিনি করহ সজ্জাত।

তুয়া হার-সাপিনী

লোম-লতাবাল

তা পর ধয়লু হাথ ॥”

† শ্বেদ-জলে নায়িকার সপত্নীর চরণের অলঙ্কর-রাগ বিগলিত হইয়া সন্তোগ-কালে তাহা নায়কের ললাটে সংলগ্ন হওয়ায়ই উহা লোহিত-বর্ণ হইয়াছে—ইহা বুঝিতে পারায় নায়িকার আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নের প্রাস্ত-দুটি ঘোর রক্ত-বর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার শ্রবণে দুটি পদ্মরাগ-মণি সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কবি এই উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কার দ্বারা নায়িকার মান যে অত্যন্ত গুরুতর এবং তাহা মনোহর অলঙ্কারাদির প্রদান কিম্বা চরণ-পতন ব্যতীত আর কিছুতেই অপনীত হইবে না—ইহাই বুঝাইতেছেন।

মুগ্ধা-আদি পূর্ব উক্ত ষোল নায়িকার †
 প্রত্যেকের আট ভেদ হয় যে আবার ;
 প্রোষিতা-ভর্তৃকা আর নায়িকা খণ্ডিতা,
 কলহান্তরিতা, বিপ্রলঙ্কা, উৎকণ্ঠিতা*
 তেমনি নায়িকা যেবা বাসক-সজ্জিকা‡
 স্বাধীন-ভর্তৃকা আর যে অভিসারিকা ;—
 এ অষ্ট-নায়িকা অষ্ট অবস্থার বটে ;
 মুগ্ধা আদি প্রত্যেকের সেই ভেদ ঘটে ;

ধীরা, পরকীয়া ও গণিকা ভেদে অন্ত-সন্তোষ-দুঃখতা, বক্রোক্তি-
 গৰ্কিতা ও মানিনী নায়িকার পৃথক্ পৃথক্ উদাহরণ দিতে হইলে গ্রন্থ-
 কলেবর অত্যন্ত বদ্ধিত হয় বলিয়া ভানু-কাব নায়িকা-নির্বাশেষে অন্ত-
 সন্তোষ-দুঃখতা প্রভৃতির এক একটি মাত্র উদাহরণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত
 হইয়াছেন ।

† মুগ্ধার ধীরা আদি ভেদ না থাকায় মুগ্ধা একটি ; মধ্যা ও প্রগল্-
 ভার প্রত্যেকের ধীরা-আদি তিন ভেদ ও তাহাদের আবার জোষ্ঠা ও
 কনিষ্ঠা দুইটি ভেদ বশতঃ সংখ্যা বারটি ; পরদ্বী ও কলহকা-ভেদে পরকীয়ার
 সংখ্যা দুইটি ও গণিকা একটি—ইহাতেই ষোলটি হইল ।

* রসমঞ্জরীর মতে “উৎকা” । অনুবাদে প্রসিদ্ধ বলিয়া সমানার্থক
 ‘উৎকণ্ঠিতা’ নামটি ব্যবহৃত হইয়াছে ।

‡ ‘বাসক-সজ্জিকা’—বাসক-সজ্জা নামে প্রসিদ্ধ । মিলের অনুবোধে
 এস্থলে সমার্থক “বাসক-সজ্জিকা” লিখা হইয়াছে ।

হেন মতে নায়িকার সংখ্যা গণনায়—

এক শত আর অষ্টবিংশতিতে যায় ;

উত্তম-অধম-মধ্য-ভেদে যে আবার—

প্রত্যেকের তিন ভেদ ঘটে নায়িকার ;

হেন মতে সমষ্টির করিলে বিচার ;—

তিন শত চৌরাশীটি ভেদ নায়িকার ।

দিব্যা আর অদিব্যা যে দিব্যাদিব্যা আর *

মতান্তরে পুন তিন ভেদ সে সবার ;

ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দিব্যা নায়িকা যে হয় ;

মালতী-আদিরে লোকে অদিব্যা যে কয় ; †

সীতা-আদি কেমনি ত দিব্যাদিব্যা হয় ;

দিব্যাদিব্যা ভেদ কিন্তু যুক্তি-যুক্ত নয় ;

* দিব্যা— অর্থাৎ দেব-লোকে উৎপন্ন ;

অদিব্যা—যে দেব লোকে উৎপন্ন নহে ; অর্থাৎ মনুষ্যালোকে উৎপন্ন ।

দিব্যাদিব্যা—(দিব্যা + অদিব্যা) অর্থাৎ যে দিব্যা হইয়াও অদিব্যার স্বভাবযুক্ত । সীতা দেব-পত্নীদিগের জ্ঞান অধোনি-সম্ভবা হইয়াও মানুষ-স্বভাব-বিশিষ্টা ছিলেন ।

† মালতী ও মাধব—মহাকবি ভবভূতির সুপ্রসিদ্ধ মালতী-মাধব নাটকের প্রধান নায়ক ও নায়িকা ।

অবস্থার ভেদে ভেদ মানি নায়িকার,—
 জাতি-ভেদে হ'লে ভেদ সংখ্যা কিবা তার ?
 নায়কগণেও জাতি-ভেদ দৃষ্ট হয় ;—
 ইন্দ্র-আদি নায়কেরে দিব্য ব'লে কয় ;
 মাধব প্রভৃতি বটে † অদিব্য বিদিত
 অর্জুন প্রভৃতি দিব্যাদিব্য পরিচিত, ‡
 নায়িকার হ'লে ভেদ জাতি অনুসারে
 নায়কেও সে প্রকার ভেদ হ'তে পারে ।
 অভিজ্ঞতা নাই বলি মুক্কা-নায়িকার
 ধীরা-আদি ভেদ নাহি ঘটে যে প্রকার,
 তেমনি এ অষ্ট ভেদ তার যোগ্য নয় ;—
 তথাপি প্রাচীন-মতে সেই ভেদ রয় ;
 প্রাচীনগণের প্রতি সম্মান কারণ—
 মুক্কার সে ভেদ হেথা করি'ন গ্রহণ ।
 দেশান্তরে গেলে প্রিয় সম্ভাপে যে রয়,
 প্রোষিত-ভর্তৃকা তারে কবি-গণে কয় ;

† ভাষ্ক-কবি সীতাকে “দিব্যাদিব্যা” নায়িকা বলিয়া স্বীকার করিয়া
 ছেন ; কিন্তু রামচন্দ্রকে “দিব্যাদিব্য” নায়ক বলেন নাই—কারণ তিনি
 ভগবানের অবতার । দেবগণের ঔরসে পৃথিবীতে জাত বলিয়া অর্জুন
 প্রভৃতি “দিব্যাদিব্য” নায়ক বটে ।

উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলঙ্কা, কলহাস্তরিতা—

যদিত্ত ইহারা বটে মনস্তাপযুতা,

যেহেতু তাদের প্রিয় বিদেশে না রয়,

প্রোষিত-ভর্তৃকা মধ্যে তারা গণ্য নয় ;

প্রোষিত-ভর্তৃকা যেবা—দণাবস্থা তার,

যথাস্থানে কহিব তা করিয়া বিস্তার ।

মুন্ধা প্রোষিত-ভর্তৃকা যথা,—

যদিও বেদনা-ভার বহে বালা অনিবার,

সখীগণে না বলে কখন ;—

শীতল শৈবাল-দলে রচি' শয্যা কুতূহলে

লজ্জা ভাবি' না করে শয়ন ;—

কণ্ঠে গদ-গদ ভাষ হয় বটে পরকাশ,

অশ্রু-বারি না করে গোচন ;—

তাহার যাতনা যত অন্তে তা বুঝাবে কত

শুধু জানে অন্তরে মদন !

মধ্যা প্রোষিত-ভর্তৃকা যথা,—

অঙ্গে সে বসন, করের ভূষণ

রয়েছে ত সে কঙ্কণ,—

‘নিতম্বে তোমার সে যে চন্দ্রহার,

সকলি ত পুরাতন ;—

এল মধু-কাল কাননে বাচাল
 অলি করে গুঞ্জরণ ; —
 আজি গো তোমার সে সকলি ভার
 হ'ল সখি ! কী কারণ ? *

অগল্ভা প্রোষিত ভর্তৃকা যথা ;—

নবাম্বুজ-দল মালা স্নকোমল,
 কাঞ্চী, মুকুতার হার—
 কান্তের গমনে গেল তার সনে
 সকলি স্ন-নয়নার,—
 নাড়ী তার কাছে আছে বা না আছে—
 করি' বাঞ্ছা জানিবার,
 করে'র কঙ্কণ করিছে গমন
 বাহু-মূলে বারম্বার ! †

* এটি বিরহিণী মধ্য-নারিকার প্রতি সখীর উক্তি। মধ্য-নারিকা লজ্জা ও প্রেম-ভাব তুল্য বলিয়া সে প্রিয়তমের বিদেশ গমনের পরে লজ্জাবশতঃ কিছুকাল পূর্বের মত বসন ভূষণ অঙ্গে ধারণ করিয়াছিল কিন্তু বসন্তের আগমনে সে তাহা অসহনীয় বোধ করিয়া পরিহৃত্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করার সখী ঐরূপ বলিতেছে।

† শ্রোতা নারিকা লজ্জার অন্তর বশতঃ তাহার প্রিয়তমের বিদে

পরকীয়া প্রোষিত-ভর্তৃকা যথা,—

শাশুড়ী সোহাগ-ভরে দিলে পদ্ম-দল ত্বারে

ইঙ্গিতে সে করে তা গ্রহণ ;—

পাছে পরশিলে তায় তখনি শুকা'য়ে যায়—

ভয়ে করে না করে ধারণ,—

জিজ্ঞাসে ননদী যবে কিম্বা প্রিয়-সখী সবে

দেয় বটে উত্তর তখন ;—

কিন্তু হতাশন-প্রায় নিঃশ্বাস দারুণ হয় !

রাখে চে'পে না করে মোচন ! †

গমনের সঙ্গে সঙ্গেই বিরহে যাতনা-দায়ক নবাবুজ-মালা, কাকী, মুক্তাহার প্রভৃতি ভূষণ পরিত্যাগ করিয়াছে ; এবং কেবল সধবার চিহ্ন-স্বরূপ এক গাছ করিয়া কঙ্কণ হাতে রাখিয়াছে ; বিরহে শরীর অত্যন্ত ক্লশ হওয়ার সেই কঙ্কণ হাত উঠাইলেই তাহার বাহু-মূলে গমন করে—ইহাতে কবি বলিতেছেন যে, নায়িকার নাড়ী আছে কি না আছে—তাহা পরীক্ষা করার জন্যই কঙ্কণ বারম্বার বাহু-মূলে গমন করিতেছে । বাহুর নিম্ন-ভাগে নাড়ী বিলুপ্ত হইলেও কখন কখন বাহুর উর্দ্ধ ভাগে নাড়ী টের পাওয়া যায়—ইহা চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসিদ্ধ বটে । এই কবিতাটি অচেতনে চেতন-ধর্মের আয়োপের অতি চমৎকার উদাহরণ ।

† বিরহের সন্তাপে নায়িকার কর-তল ও নিঃশ্বাস অগ্নি শিখার মত উত্তপ্ত হইয়াছে বলিয়াই সে কর-স্পর্শে পদ্ম-দল ওকাইয়া বাওয়ার আশঙ্কায়

গণিকা প্রোষিত-ভর্তৃকা যথা,—

বিরহ-বেদনে প্রেম মোর জে'নে
 প্রবাসী সে প্রিয়-জন—
 আসিয়া হেথায় মোরে পুনরায়
 দিবে বহু রত্ন-ধন ;—
 এই ভাবি' মনে গণিকা নয়নে
 করি' তৈল নিঃক্ষেপণ—
 বসিয়া ছুয়ারে অবিরল-ধারে
 করে অশ্রু বরষণ ! §

তাহা করে ধারণ করে না ; এবং প্রাণান্তেও নিঃশ্বাস জোরে বাহির হইতে দেয় না ।

§ গণিকার প্রেম সাধারণতঃ কৃত্রিম ; কৃত্রিম-প্রেমে প্রকৃত-গন্ধে বিরহ-ক্লেশ হইতে পারে না ;—সুতরাং কবি এই কবিতায় কৃত্রিম শ্রিয়-বিরহের বিদ্রূপাত্মক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । নাগিকার প্রকাশ-স্থানে বসিয়া অশ্রু-বর্ষণ করার উদ্দেশ্য এই যে, ঐরূপ করিলে নাগকের কোন মিত্র তাহা দেখিতে পাইয়া বিদেশ-স্থিত নাগককে তাহা জ্ঞাপন করা সম্ভবপর বটে ;—তাহা হইলে নাগক নাগিকাকে নিতান্ত অহরক্তা জানিয়া তাহার উপর অধিকতর আগন্তু হইয়া তাহাকে প্রচুর ধন-রত্নাদি অর্পণ করিবে ।

যথ্যা খণ্ডিতা যথা,—

প্রিয়তম-হৃদি'পরে অগ্না'-কূচ চিহ্ন হে'রে
 প্রাতে বালা লজ্জার কারণ—
 আনত-বদনে রয়, কোন কথা নাহি কয়,
 নাহি করে নিঃশ্বাস মোচন ;—
 মুখ-প্রক্ষালন তরে কেবল লে বারে বারে
 করি' বারি বদনে সিঞ্চন—
 তার খেদ-অশ্রু-জলে নয়ন ধোয়ার ছলে
 সাবধানে করে প্রক্ষালন !

প্রগল্ভা খণ্ডিতা যথা,—

সে মম আনন সপত্নী-চরণ
 অলঙ্ক-রঞ্জিত হে'রে—
 আনত-বদনে রহিল সেখানে
 যেন চিত্র ভিত্তি' পরে ;
 কটু নাহি বলে— নয়নের জলে
 বদন না সিক্ত করে,—
 মঙ্গল কারণ শুধু দরপণ
 প্রাতে মোর কাছে ধরে ! *

* এটি কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রতি নারকের উক্তি। হস্তর
 লিপিকা অসাধারণ দৈর্ঘ্য বশতঃ তাহার কান্তকে তাক্স অবস্থাপ্ত দেখিয়াও

প্রিয়-কণ্ঠ' পরে বিষাদ-অন্তরে
কঙ্কণের চিহ্ন হে'রে
পাছে অন্ত্রে শোনে— ভয় করি' মনে
কটু নাহি বলে তারে,—
আসিতে দূতীরে হেরি' কিছু দূরে
তাহার বদন' পরে
সজল নয়ন করিয়া অর্পণ
রহে শুধু সকাतरে !

গণিকা খণ্ডিতা যথা,—

“এ যে তব বন্ধ মাঝে অন্যা-কুচ-চিহ্ন সাজে,
তবে ক্ষমা করি কি কারণ ?—
পূর্বের যাহা দিবে ব’লে অঙ্গীকার করেছিলে
দেও মোরে সে ধন এখন”—

বাহিরে কোন রূপ খেদ প্রকাশ না করিয়া প্রাভাতিক মঙ্গল-আচরণের
 ছলে তাহার কান্দের মুখের কাছে দর্পণ থানা ধরিতেছে ;—তাহার মনের
 বিশ্বাস এই যে,—নায়ক দর্পণে নিজের মুখখানার অবস্থা দেখিতে পাইলেই
 বার-পর-নাই গজ্জিত হইবে ।

গণিকা এ কথা ব'লে প্রিয়-কর হ'তে বলে
 অঙ্গুরীটি করে করষণ—
 ঝঙ্কারে কঙ্কণ তায়, ভেবে ঠিক নাহি পায়—
 কি করিবে নায়ক তখন !

অপমান করি' কান্তে অনুতপ্তা হয়—
 কলহান্তরিতা তারে কবি-গণে কয় ;
 ভ্রান্তি, অনুতাপ, মোহ, উষ্ণ-শ্বাস আর,
 অঙ্গ-তাপ, প্রলাপাদি বটে কার্য্য তার ।

মুখা কলহান্তরিতা যথা,—

লজ্জার কারণ কান্তেরে তখন
 না করে সে অনুন্নয় ;—
 সখীগণ মাঝে কাহারো বা কাছে
 কোন কথা নাহি কয় ;—
 মলয়-পবন ক'রে ফুল্ল মন
 ধীরে ধীরে যবে বয়—
 শুধু নিরঞ্জে সে যে শূন্য-মনে
 সারা দিন ব'সে রয় !

মধ্য। কলহান্তরিতা যথা,—

প্রিয়-সখীটিরে না বলিলে পরে
 নহে দুঃখ নিবারণ ;—
 বলিতে তাহারে— কি যে লজ্জা ধরে !—
 নহে বাক্য নিঃসরণ ;—
 তাই বারে বারে চাহে বলিবারে
 পতি সনে যে ঘটন ;
 তখনি লজ্জায় নত-মুখী হয় !
 নাহি পূরে আকিঞ্চন !

প্রগল্ভা কলহান্তরিতা যথা,—

কেন রে নয়ন ! করিলি ধারণ
 রক্তিম কোপের ভরে ?
 কর রে ! কি ব'লে হানিলি কমলে
 হেন প্রাণেশের' পরে ?
 কেন লো রসনে ! হেন প্রিয়-জনে
 বিধিলি বচন-শরে ?
 বিধি বাম যার হিত কাজ তার
 কভু কি করিতে সরে ? *

* এটি অমৃতপ্তা প্রগল্ভা কলহান্তরিতা নারিকার নিজের নেত্র, কর ও

পরকীয়া কলহান্তরিতা যথা,—

যার তরে গুরু-জনে লঘু ব'লে গণি মনে,—

না রাখিলু সতীর সম্মান,

ধৈর্য—নারী-মূল-ধন,— দিনু তাহে বিসর্জন,

নীতি-সখী করিল পয়ান,—

লজ্জা-তৃণ দিনু ফে'লে,— উত্তরিনু অবহেলে

তটিনী যে ছিল ব্যবধান,—

হেন মোর প্রিয়-জনে তাড়াইনু অভিমানে

কে খণ্ডাবে বিধির বিধান ? †

রসনার প্রতি আক্ষেপোক্তি । কবিতার তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু নারিকার নেত্র প্রীতি-স্নিগ্ধ দৃষ্টি-পাত দ্বারা নায়কের সন্তোষ না জন্মাইয়া তাহাকে আরক্তমতা দেখাইয়াছে; যেহেতু নারিকার কর আলিঙ্গনাদি দ্বারা নায়কের আনন্দোৎপাদন না করিয়া তাহাকে লীলা-কমল দ্বারা আঘাত করিয়াছে; এমন কি, রসগ্রহণ করা যাহার একমাত্র কার্য্য—সেই রসজ্ঞা রসনাও যেহেতু মধুর বচনে নায়কের চিত্তে সুখা-বর্ষণ না করিয়া তাহাকে কটু বাক্যে বিদ্ধ করিয়াছে; এ অবস্থায় এই সিদ্ধান্ত অবশ্য করিতে হইবে যে, বিধাতা যাহার প্রতি বাস—সে কিছুতেই নিজের হিত-জনক কার্য্য করিয়া উঠিতে পারে না ।

† এটি কলহান্তরিতা পরকীয়া নারিকার নিজের প্রতি আক্ষেপোক্তি । চিন্তা করিলে এই কবিতাটির প্রত্যেক পংক্তিরই গভীর ভাবার্থ অন্বেষ্য হইবে ।

গণিকা কলহাস্তুরিতা যথা,—

যেবা মোর পাণি' পরে পদ্ম-চিহ্ন শোভা করে,
গুরু-যুক্ত ভাগ্যের ভবন ;—

যেবা বিধি শুভাক্ষরে আমার ললাট 'পরে
ভাগ্য-লিপি করেছে লিখন ;—

সে সকল স্থলক্ষণ ফলাইল যেই জন
কোপে তারে করিল বর্জন,—

ধিক্ মম আচরণে, ধিক্ ধিক্ সে মদনে,
ধিক্ মম জীবন, যৌবন ! *

সঙ্কেত-ভবনে নাহি হেরি' প্রিয়-জনে
ব্যাকুলা যে বিপ্রলঙ্কা কহে কবিগণে ;

নিজ প্রতি অনাদর, দীর্ঘ-শ্বাস আর,
সন্তাপ, প্রলাপ, ভয়, সখী-তিরস্কার,
চিন্তা, অশ্রু-পাত আর ভূতলে পতন,
বিপ্রলঙ্কা নায়িকার বটে আচরণ ।

* কর-তলে পদ্ম-চিহ্ন সামুদ্রিক অনুসারে এবং ভাগ্য-স্থানে গুরু অর্থাৎ বৃহস্পতি জ্যোতিষ অনুসারে বিশেষ সৌভাগ্য হুচনা করে ।

• যুদ্ধা বিপ্রলঙ্কা যথা,—

কপট-বচন ব'লে সখীগণ যবে ছলে
 শূন্য-কুঞ্জে লইল বালারে—
 নাহি হেরি' প্রিয়-জন হয়ে সে যে উচাটন
 যে'তে কিম্বা রহিতে না পারে,—
 কেবল সে কোপ-ভরে চঞ্চল-নয়নে হেরে
 নিকুঞ্জ-ভবন চারি ধারে—
 তাহে কিবা শোভা হয় ! যেন ক্ষুধা ভৃঙ্গ-চয়
 ঘুরে ফিরে মণ্ডল-আকারে !

মধ্যা বিপ্রলঙ্কা যথা,—

সঙ্কত-ভবন করি' দরশন
 প্রিয়-শূন্য সে তখন—
 হইয়া হতাশ ছাড়িল নিঃশ্বাস,
 কাঁপে ওষ্ঠ অশোভন,—
 বদনে বচন আধ-নিঃসরণ,
 আধ-খোলা ছনয়ন,—
 আধ-পরিমাণ ছিল মুখে পাণ,—
 রহিল যে, সে তেমন ! .

প্রগল্ভা বিপ্রলঙ্কা যথা,—

কুঞ্জের মাঝারে কাস্তে নাহি হে'রে—

মদন যে বাম জানি,—

দূতীরে না ভাষে, নাহি বা জিজ্ঞাসে

সখীরে সে সুনয়নী ;—

“হে শঙ্কু ! শঙ্কর ! হে চন্দ্র-শেখর !

হে ত্রী-কণ্ঠ ! শূল-পাণি !

শিব ! রক্ষ মোরে” — ব'লে স্মর-হরে

করে শুধু স্তুতি-বাণী । *

* এই কবিতার ভাবার্থ এই যে, কাস্তের প্রতি অমুরাগের আধিক্য-বশতঃ তাহার অদর্শনে নাগিকা সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া মনে করিতেছে যে, সখীর দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া তাহার কাস্তকে আনার সময় পর্য্যন্ত কন্দর্প তাহাকে জীবিত রাখিবে না ;—তবে যিনি কন্দর্পকে সংহার করিয়াছেন শুধু তিনি কৃপা করিলেই নাগিকাকে রক্ষা করিতে পারেন ;—সুতরাং সে আর কিছু না করিয়া এক-মনে স্মর-হর মহাদেবের স্তুতি করিতেছে ;—“হে শঙ্কু ! হে শঙ্কর ! হে চন্দ্র-শেখর ! হে ত্রী-কণ্ঠ ! হে শূল-পাণি ! হে শিব ! আমাকে রক্ষা কর ।” এই স্বল্লঙ্কর স্তুতিটি সুগভীর অর্থ-বিশিষ্ট । নাগিকা বলিতেছে—“তুমি শঙ্কু অর্থাৎ সুখদাত্ত ; কেবল তাহাই নহে, তুমি শঙ্কর (শং—মঙ্গল করে বাহার) অর্থাৎ তুমি মঙ্গল করে লইয়া আছ এবং তুমি চন্দ্র-শেখর অর্থাৎ সংসারের আনন্দ-দায়ক অমৃত-কিরণ চন্দ্র তোমার শিরোভূষণ—এ অবস্থায় তুমি অবশ্যই আমাকে

• পরকীয়া বিপ্রলদ্ধা যথা—

ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম-শিরে চরণ অর্পণ ক'রে—
 লজ্জা-নদী ক'রে উত্তরণ—
 ঘোরতর অন্ধকার এ'ল সে ত হয়ে পার,—
 কিন্তু নাহি হেরে প্রিয়-জন ;
 গগন ঘেরিয়া ঘন গরজে বারিদ-গণ
 মত্ত যম-মহিষ যেমন ;—
 হেরি' তায় বিনোদিনী নিতান্ত প্রমাদ গণি'
 নেত্র-যুগ করে নিমীলন !

আনন্দ দান করিতে পার। সে কথা যাউক,—তুমি যদি আনন্দও দান না কর, তাহা হইলেও তুমি যে সংসারের দুঃখ-হরণে দীক্ষিত তাহাতে ভুল নাই,—কারণ তুমি ক্রী-কৰ্ত্ত অর্থাৎ ত্রিভুবন-বিনাশ-প্রবণ বিষ-ভার কণ্ঠে ধারণ করিয়া তুমি সৃষ্টি রক্ষা করিয়াছ,—অতএব আমার মদন-সন্তাপ দূর করা তোমার কর্তব্য বটে। যদি বল সেই কার্যের উপযোগী অস্ত্র কোথায় ? তাই বলি তুমি শূল-পাণি ;—ত্রিশূল দ্বারা মদনকে এ ভাবে বিদ্ধ করিয়া সংহার কর যেন সে আর পুনর্জীবিত হইতে না পারে। যদি বল এরূপ করিতে তোমার নিজের ক্রেশ হইবে ; আমি বলি তাহা হইতেই পারে না—কারণ তুমি শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়,—তোমাকে কিছুইতেই কষ্ট দিতে পারে না !

গণিকা বিপ্রলঙ্কা যথা— •

এ যে বারাদ্ধনা করে প্রবঞ্চনা

সকল বিলাসি-গণে,—

কপট-কথায় ভুলাইয়া তায়

এনেছে চতুর-জনে,—

কৌতুক নেহারি' ধরাধরি করি'

ভৃঙ্গ-নেত্র-সঞ্চালনে—

তাই পুষ্প-ছলে এবে লতা-দলে

হাসে কুঞ্জ-নিকেতনে ! *

সঙ্কেতে প্রাণেশ নাহি আসে কি কারণ—

করে চিন্তা যেবা—উৎকণ্ঠিতা সেই জন ;

যে নারীর প্রিয়তম দূর-দেশে রয়—

প্রোষিত-ভর্তৃকা সে ত উৎকণ্ঠিতা নয় ;

* যে সকলকে প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়ায় তাহাকে প্রবঞ্চিত হইতে দেখিলে অভিজ্ঞ দর্শকগণ হস্ত সংবরণ করিতে পারে না । কুঞ্জ-ভবনের লতাগণ এই বারাদ্ধনার বহু প্রবঞ্চনার কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে সুতরাং অতঃ তাহাকে প্রবঞ্চিত হইতে দেখিয়া স্ত্রী-জাতির স্বভাব-সিদ্ধ কৌতুক-বশতঃ তাহারা পরস্পরকে ধরাধরি করিয়া ভৃঙ্গ-রূপ দৃষ্টি-নিষ্কপ পূর্ব্বক পুষ্পছয়ে হস্ত করিতেছে ! কবিতাটির ভাব ও অলঙ্কার উভয়ই চমৎকার !

প্রভেদের বটে এই প্রধান কারণ—
 প্রবাসী যে নাহি করে সঙ্কেত কখন ;
 অশাস্তি, সম্ভাপ, অঙ্গ-মোড়ামুড়ি আর ;
 অশ্রু-পাত, আত্ম-কথা আদি কার্য্য তার ;—

মুখা উৎকণ্ঠিতা যথা,—

এখনো প্রাণেশে কুঞ্জে নাহি আসে,—
 গেল বুঝি অন্তা-পাশে—
 হেন ভাবনায় সরলা সে হয় !
 লাজে সখী না সম্ভাষে ;—
 নাহি বারে বারে পথ পানে হেরে,—
 না ফেলে বা নিশোয়াসে,—
 পাণ্ডুর কেবল কপোল-যুগল^৩
 বেদনা যে পরকাশে !

মধ্যা উৎকণ্ঠিতা যথা,—

প্রিয় সখী হেলা ক'রে গেল না কি তার তরে ?
 ভুজঙ্গেরে পথে সে কি ডরে ?
 বলিনু যাব না বনে— প্রাণ-নাথ সে কারণে •
 রয়েছে কি কোপিত-অস্তরে ?

হেন ভাবনায় তার আসে নেত্রে অশ্রুস্রাব
ফেলিতে তা কী যে লাজে ধরে !
কাণে কেয়া-ফুল ছিল, — বলে “রেণু চোখে গেল”, —
ফেলে অশ্রু সেই ছল করে !

প্রগল্ভা উৎকণ্ঠিতা যথা,—

ভাই ! কুঞ্জ-বন ! সখি ! যুধীগণ !
শোন বন্ধু ! সহকার !
জননি ! রজনী ! শোন মম বাণী,
শোন পিতঃ ! অন্ধকার !
গোরে দয়া কর, দাও হে উত্তর
শুধু মোর এ কথার—
জলদ-সুন্দর সে যে দামোদর
এ’ল না কি এই ধার ? *

* এটি শ্রীরাধার উক্তি । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-লীলাধারের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিণয়-সম্পাদন বর্ণিত হইয়াছে । সুতরাং লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রীরাধা পরকীয়া নায়িকা বলিয়া প্রতীত হইলেও যথার্থ-পক্ষে তিনি স্বীয়া সন্দেহ নাই । এই জন্তই কবি স্বীয়র অন্তর্গত প্রগল্ভা নায়িকার দৃষ্টান্ত স্বলে এখানে শ্রীরাধাকে উৎকণ্ঠিতা রূপে বর্ণন করিয়াছেন । ভ্রাতা যেমন ভগিনীর প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে—
কুঞ্জ-বনও সেইরূপ শ্রীরাধার বাঞ্ছিত প্রিয়-লিপ্সিল করাইয়াছে ; তজ্জন্তই

পরকীয়া উৎকণ্ঠিতা যথা,—

মেঘ-বারি-ধারে .

সদা স্নান ক'রে

রহিলু কানন মাঝে ;—

শীতল চন্দন

করি' বিলেপন

আরাধিলু মনসিজে ;—

শ্রীরাধা কুঞ্জ-বনকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ; সখীরা যেমন নানারূপ উদ্দীপনার দ্বারা তাহাদের সখীর প্রতি প্রিয়তমের অমুরাগ বৃদ্ধি করায়, যুগীগণও সেইরূপ করিয়াছে ;—এজন্ত শ্রীরাধা তাহাদিগকে সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ; বহু বহুর জন্ত অগ্নান-বদনে বহু ক্লেশ সহ করে ;—শ্রীরাধাকৃষ্ণ যখন ক্রীড়ার জন্ত সহকারের ডালে দোলনা বাঁধিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া আন্দোলন দ্বারা সহকার-তরুর বহু ক্লেশ জন্মাইয়াছেন—তখন সে বহুর দ্বার সানন্দে তাহা সহ করিয়াছে সুতরাং শ্রীরাধা তাহাকে বহু বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ; জননী যেমন কস্তার গুহ কথা সবদে গোপন রাখেন, রজনীও তেমনি শ্রীরাধার গুপ্ত অভিসার ইত্যাদি কার্য্য আবরণ করিয়াছে ; তজ্জন্ত শ্রীরাধা তাহাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ; রজনীর গোপন-কার্য্যের সহায়তা-কারী ও রজনীর সহিত সংযোগ-কারী বলিয়া অন্ধকারকে শ্রীরাধা পিতা সম্বোধন করিতেছেন ; ‘দাম অর্থাৎ বন্ধন-রজ্জু উদরে বাহার’ এইরূপ বহুব্রীহি-সমাগ দ্বারা ‘দামোদর’ শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে ; শ্রীরাধা ইহা দ্বারা এই বুঝাইতে চাহেন যে, যে শ্রীকৃষ্ণ চপলতার জন্ত একদা জননী বশোদা কর্তৃক রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়াছিল—তাহার সেই চপলতা আজও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই—কাজেই তাহার বাক্যে প্রত্যয় কর্ত্তা বাইতে পারে না ।

জাগরণ-ব্রতে পোহাইনু রে'তে
 দক্ষিণা যে দিনু লাজে ;—
 এ হেন সাধনে তবে কি কারণে
 নাহি হেরি রস-রাজে ? *

গণিকা উৎকণ্ঠিতা যথা,—

কান্ত কি কারণে নিকুঞ্জ-ভবনে
 নাহি এল এতক্ষণ—
 বহু-কাল ধ'রে বারাস্তনা করে
 মনে শুধু আন্দোলন ;—

* এটি পরকীয়া নাগিকার উক্তি। নাগিকা প্রিয়-সম্মিলনের জন্ত যে সকল ক্রেশ সহ করিয়াছে, বন-বাসী তপস্বি-গণের কঠোর তপস্তা ব্যতীত অন্য কিছুই সহিত তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে না। নাগিকা তপস্বি-গণের জ্ঞান নিবিড় বনে থাকিয়া, বৃষ্টির ধারায় স্নাত হইয়া, জাগরণ-ব্রত অবলম্বন করিয়া সমস্ত রজনী হৃদয়-দেবতার ধ্যানে অতিবাহিত করিয়াছে,—এবং সেই মানস পূজার দক্ষিণা স্বরূপ তাহার আরাধ্য-দেবতার পদ-তলে নারীর সর্বস্ব লজ্জাকে উৎসর্গ করিয়াছে ;—কিন্তু এক্ষণ কঠোর সাধনা করিয়াও সে তাহার আরাধ্য দেবতার দর্শন পাইল না—ইহাই তাহার একমাত্র অশান্তির কারণ! এই কবিতাটির ভাব ও বর্ণনা-ভঙ্গী উভয়ই চমৎকার !

ধন-লাভ তরে ছিল আশা ধ'রে—

দিল ফাঁকি প্রিয়-জন—

নয়নে তাহার বহে অশ্রু-ধার,—

কিসে হবে নিবারণ ?

প্রাণেশ আসিবে জানি' হর্ষে যে নায়িকা

সাজায় গৃহাদি—বটে বাসক-সজ্জিকা ;

বাসনা, সখীর সনে কোতুক-বচন,

দূতীরে জিজ্ঞাসা, — নানা সামগ্রী-রচন ;

প্রাণেশের পথ পানে নিরীক্ষণ আর,

বহু কার্য্য বটে বাস-সজ্জা নায়িকার ।

যুগ্ম বাসক-সজ্জা যথা,—

গাঁথে মুক্তা-হার তারার আকার,—

করে কাঞ্চী সংযোজন,—

দীপ যে সাজায়— অধিক না তায়

করে তৈল নিক্ষেপণ,—

মিলনের রে'তে করে হরষিতে

হেন কার্য্য সখী-জন—

রহি' বালা দূরে মুখ বাঁকা ক'রে

হে'সে করে নিরীক্ষণ ! *

* যুগ্ম নায়িকা লজ্জার আধিক্য বশতঃ নিজে প্রিয়-সম্মিলনের কোন

মধ্যা বাসক-সজ্জা যথা,—

“আমি ভাল গাঁথি” ব’লে, কোশল প্রকাশ ছলে

পদ্ম-মালা করে বিরচন,—

তামাশা দেখার তরে পদ্ম-মুখী বারে বারে

করে ছলে পথ নিরীক্ষণ ;—

“মোর নব অলঙ্কার হের কিবা ! চমৎকার”—

ব’লে ছলে পরে আভরণ ;—

হেন তার আচরণ ক’রে মনে আলোচন

হাস্ত-মুখ হইল মদন ! *

আয়োজন করিতে পারে না,—তাহার স্মৃচতুরা সখীগণ ঐ সকল আয়োজন করিতেছে দেখিয়া সে সলজ্জিত হর্ষে দূর হইতে তাহা নিরীক্ষণ করিতেছে ও মুখ ফিরাইয়া মৃদু-হাস্ত গোপন করিতেছে। এটি লজ্জাবতী মুগ্ধা-নারিকার অপূর্ণ স্বভাব-বর্ণনা।

* মধ্যা নারিকা লজ্জা বশতঃ প্রগল্ভা নারিকার ভ্রায় স্পষ্ট-ভাবে কোন কার্য্য না করিয়া, বর্ণিতরূপ কোশলে নিজের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকে,—স্মৃতরাং উহার কার্য্যের অভিপ্রায় হঠাৎ বুঝা দুঃসাধ্য ;—এমন কি অন্তরে যাহার অবস্থিতি সেই মননও হঠাৎ মধ্যা নারিকার মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারেন না—তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নারিকার গূঢ় চরিত্র নির্ণয় করিয়া—তখন হইতেই সে মদনের প্রভাবের অধীন হইতেছে দেখিয়া মদন সহাস্ত-বদন হইলেন,—অথবা নারিকা তাহার

প্রগল্ভা বাসক-সজ্জা যথা,—

আভরণ পরে কেশ-পাশ করে
 সুবাসিত সযতনে ;
 বেশী করে ধনী সাজা পাণ আনি
 রাখাে শয্যা-সন্নিধানে,—
 বাহিরে ভিতরে যাতায়াত করে,
 নিরখে সে পথ পানে,—
 অঙ্গের আভায় ভূষণ-ছটায়
 আঁধারে যে আলো আনে !

বাসনা যথা,—

আমাদের দুটি দেহ ব'লে
 বিরহ যে করে জ্বালাতন,—
 উভয়ের এক দেহ হ'লে
 না ঘটিত হান্স্য, দরশন ! *

প্রিয়-সখীদিগের নিকটেও কিরূপ চতুরতার সহিত প্রকৃত ভাব গোপন রাখিতেছে, ইহা দেখিয়া বিশ্বয়ে মদন হান্ত-বদন হইলেন—উভয় অর্থই সঙ্গত ।

* এটি নারিকার উক্তি । নারিকা একবার মনে বাহা করে যে, তাহার ও তাহার প্রিয়তমের এক দেহ হইলে ভাল হইত,—কারণ তাহা

পরকীয়া বাসক-সজ্জা যথা,—

কত ছলে সযতনে স্বাশুড়ীর নিদ্রা আনে
 ছল করে দীপটি নিবায়,—
 গৃহ-কপোতের স্বরে ক’রে নাদ বারে বারে
 নায়কেরে সঙ্কেত জানায়,—
 উল্লাসে যে কিবা তার মুখ-শোভা চমৎকার !
 সদা পাশ ফিরে বিছানায়,—
 প্রিয়তম মনে ক’রে নায়িকা কমল-করে
 আশে-পাশে চকিতে হাতায় !

হইলে বিরহ আর জ্বালাতন করিতে পারিত না ; কিন্তু সে আবার ভাবে—
 যদি তাহাদিগের এক দেহ হইত, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের মধুর
 হস্ত ও দৃষ্টি যেরূপ পরস্পরের হৃদয় সুধারসে সিক্ত করে—তাহা কোন
 রূপেই সম্ভবপর হইত না । কবি বাসক-সজ্জা নায়িকার বাসনা, সখীর
 সঙ্গে কোতুক ইত্যাদি নানা আচরণের দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া এখানে যে
 কেবল বাসনা অর্থাৎ মনোরথেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—ইহা তেমন সম্ভবপর
 নহে বিবেচনা করিয়া কোন কোন প্রসিদ্ধ টীকাকার এই কবিতাটি
 প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অস্বীকার করেন ; কিন্তু আমাদের দৃষ্ট সকল মুক্তিত
 পুস্তকেই শ্লোকটি গৃহীত হইয়াছে এবং শ্লোকটির ভাষা ও ভাব ভাস্কর-কবির
 অস্বপ্নবৃত্ত নহে দেখিয়া আমরা ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বর্জন করি নাই ।

গণিকা বাসক-সজ্জা যথা,—

সুনীল গুড়না যবে টানিবে নাগর,—তবে
 চাহিব কাঁচুলী ; সীঁথি চাহিব চুম্বনে ;
 যবে সে রভস-ভরে দিবে কর পয়োধরে—
 চাহিব কনক-কাঞ্চী কটির ভূষণে ;
 হেন কত ভে'বে মনে সাজাইছে সযতনে
 অঙ্গখানি যুগ-নাভি-মিলিত চন্দনে ;
 কান্ত সনে গণিকার যবে মিলনের বার—
 হেন কিবা আছে যাহে না চাহে সে মনে !
 সদা কান্ত করে যার আদেশ পালন—
স্বাধীন-ভর্তৃকা তারে কহে কবিগণ ;—
 মদন-উৎসব-যাত্রা, কানন-বিহার,
 বাসনা, উল্লাস আর প্রেম-অহঙ্কার,
 হেন বহুবিধ তার যত আচরণ—
 কান্তের সোহাগ বটে তাহার কারণ !

যুগ্ম স্বাধীন-ভর্তৃকা যথা,—

নহে মাজা ক্ষীণতর নহে গুরু পয়োধর,
 নাহি অঙ্গে কান্তির বিকাশ,
 নহে শ্রোণী স্প্রসন্ন নহে গতি স্তম্ভর,
 নাহি নেত্রে কটাক্ষ-বিলাস,

নাহি নৃত্যে নিপুণতা নাহি বাক্যে সে পটুতা,
 নহে হাশ্বে ইন্দু-পরকাশ,—
 প্রাণেশের তবু কেন আমাতেই মজে মন,—
 আমা বিনা কেন সে উদাস ?

মধ্যা স্বাধীন-ভর্তৃকা যথা,—

স্বরত-বিহারে “না” “না” বলে তারে
 যদিও বারণ করি,—
 হরিতে বসন ক’রে প্রাণ-পণ
 যদি ও তা রাখি ধরি’—
 সেই প্রিয়-জন না করে গমন
 তবু মোর পাশ ছাড়ি’—
 বল সখি ! মোরে কী করি তাহারে
 বুঝিতে নাহি যে পারি !

প্রগল্ভা স্বাধীন-ভর্তৃকা যথা,—

“কিবা আশ্র মনোহর ! কি সুন্দর বিশ্বাধর !
 ভাষা, হাসি, ভঙ্গী কি শোভন !”—
 ধন্য-নায়িকার পতি বলে হেন কত ভাতি .
 নিজ-নারী-প্রশংসা-বচন !

প্রাণেশের দৃষ্টি-পথে, কর্ণ-পথে, মনোরথে
অন্ত নারী না যায় কখন,—
জানে না সে আমা বিনে, তবে কিসে অত্যা সনে
দিবে সখি ! মোরে সে তুলন ! *

পরকীয়া স্বাধীন-ভর্তৃকা যথা,—

নিজ-নারী ঘরে ঘরে আনন্দে বিরাজ করে,
রস-রঙ্গে কিবা সে চলন !
কটি-তটে কাঞ্চী তার, কুণ্ডল, কঙ্কণ আর
ঝুঝু বাজে অনুক্ষণ !

* সখী স্বাধীন-ভর্তৃকা প্রগল্ভা নায়িকাকে বলিতেছিল—“অন্তান্ত নারীদিগের পতিরূপে সেই নারীদিগের কত প্রশংসা করিয়া থাকে ; তোমার স্বামী তোমার সেরূপ প্রশংসা করে না কেন ?” তাহাতে সে এই উত্তর করিতেছে। পতিগণ প্রশংসা করে বলিয়া যদিও নায়িকা অন্তান্ত নারীদিগকে ভাগ্যবতী বলিতেছে—কিন্তু নায়িকা তাহার প্রিয়তম তাহাকে প্রশংসা না করার যে কারণ নির্দেশ করিতেছে, তাহা অস্বাভাবিক করিলে বুঝা যাইবে, যে নায়িকার প্রিয়তম স্বপ্নেও দর্শনে শ্রবণে কিবা মানসে অন্ত নারীকে স্থান দেয় না—সে নায়িকার ভ্রাতৃ সৌভাগ্যবতী আর কে আছে ? বলা বাহুল্য যে, অন্তের সন্তিত তুলনার প্রেৰ্ততা স্থির না হইলে প্রশংসা করা যায় না ; যখন বর্ণিত নায়কের কলনাতেও অন্ত নারীর মুক্তি আসে না, তখন সে কিরূপে তাহার প্রেমসীর তুলনার সমালোচনা করিবে ?

তবে কেন উপবনে, পথে, সৌধ-বাতায়নে
 সখী মাঝে রহি বা যখন,—
 সব খানে আমা' পরে প্রাণেশের দৃষ্টি ঘোরে
 বল সখি ! ইথে কী কারণ !

গণিকা স্বাধীন-ভর্তৃকা যথা,—

ঘরে ঘরে আছে নারী, কি সুন্দর শোভা মরি !
 নেত্র-ভঙ্গী কিবা সুশোভন !—
 অমৃতের সিঁধু মাঝে নীলোৎপল যেন সাজে,
 করে কত রস-উদ্দীপন !
 কেন মম দেহ তরে যুবা যে দিবেই মোরে
 চিত্ত-হারী বিত্ত-আভরণ—
 ভে'বে তাহা নাহি পাই, তাই ত বিস্ময় যাই,
 বল সখি ! ইথে কি কারণ !

যে যায় সঙ্কেত-কুঞ্জে, কান্তে বা আনায়—
 কহে কবিগণে **অভিসারিকা** তাহায় ;
 কাল-অনুরূপ বেশ-ভূষণ ধারণ,
 আশঙ্কা, কৌশল আর কপট-বচন ;
 সাহস প্রভৃতি বহু কার্য্য দেখা যায়—
 অভিসার-কালে পরকীয়া নায়িকায় ;

স্বীয়ার গোপনে কিছু নাহি প্রয়োজন,—
 শ্বেত-কৃষ্ণ বেশ তার নাহি সে কারণ ;
 যবে স্বীয়া কেলি-কুঞ্জে করে অভিসার—
 পূর্ব বেশ-ভূষা নাহি করে পরিহার ।

মুখা অভিসারিকা যথা,—

এ'ল দূতী—সৌদামিনী, সহচরী—নিশীথিনী
 তব সঙ্গে রবে অনুক্ষণ,—
 দৈবজ্ঞ যে জলধর যাত্রা-লগ্ন শুভকর
 গাড়-স্বরে করিছে ঘোষণ ;—
 ঝাঁঝির ঝঙ্কার ছলে, নিবিড় তিমির-দলে
 উচ্চারিছে মঙ্গল-বচন ;—
 না কর বিলম্ব, চল, অভিসার কাল হ'ল
 কর সখি ! লজ্জা বিমোচন ! *

* এটি লজ্জাবতী মুখা অভিসারিকার প্রতি সখীর উক্তি । দূতী ধেরূপ নারিকাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, সৌদামিনী অর্থাৎ বিদ্যাও সেইরূপ নিজের ছাতি দ্বারা নারিকাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে বলিয়া সখী তাহাকে দূতী বলিয়া বর্ণনা করিতেছে । “সৌদামিনী চঞ্চলা, কণকাল থাকিয়াই এক এক বার অন্তর্হিত হয়, এরূপ সঙ্গিনীর সহিত কেমন করিয়া যাইব ?” যদি নারিকা এ কথা বলে, তজ্জন্তই সখী বলিতেছে যে, সহচরী রজনী সর্বদাই নারিকার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে । তাহা হইলেও অবশ্য যাত্রার শুভ-লগ্ন চাই ।

মধ্যা অভিসারিকা যথা,—

পথে বিষধর আছে বহুতর
 তাহে না পাইলে ডর,—
 মম আলিঙ্গনে কেন স্ননয়নে
 কাঁপে তব কলেবর ?
 মেঘ গরজন করিছে ভীষণ ;—
 নাহি তাহে ভাবান্তর ;—
 মোর এ বচনে কর কী কারণে
 বাঁকা মুখ-সুধাকর ? *

দৈবজ্ঞ অর্থাৎ জ্যোতিষী জলধর যাত্রার শুভ-লগ্ন ঘোষণা করিতেছে ;
 দৈবজ্ঞের বাক্য লঙ্ঘন করা কর্তব্য নহে । যাত্রার শুভলগ্ন মিলিলেও যাত্রা-
 সময়ে শাকুন-শাস্ত্রোক্ত শুভ-লগ্নের লগ্ন প্রতীক্ষা করা সঙ্গত ; তজ্জন্তই সখী
 বলিতেছে যে, সচেতন সখীদিগের কথা কি বলিব ? অচেতন যে তিমিরগণ
 তাহারাও ঝাঁঝি শব্দে যাত্রা-কালের মঙ্গল-বচন উচ্চারণ করিতেছে ;
 অতএব এখন আর অভিসারে বিলম্ব করা কর্তব্য নহে ;—ইহাই এই
 কবিতার ভাবার্থ ।

* এটি সঙ্কেত-কুঞ্জে মধ্যা-অভিসারিকার প্রতি তাহার কান্তের উক্তি ।

প্রগল্ভা অভিসারিকা যথা,—

কুচ-যুগ-ভারে যেন ভেঙ্গে পড়ে

অঙ্গ এ যে অবলার ;—

পল্লব-কোমল চরণ-যুগল

আহা কিবা চমৎকার !

বল কি প্রকারে আসিতে সে পারে

নিশি-নিশি অনিবার —

যদি মনোরথ যেন পুষ্প-রথ

বাহন না হবে তার ! †

পরকীয়া অভিসারিকা যথা,—

রভস-অন্তরে কানন ভিতরে

করে যেবা অভিসার—

সখি ! বারি-ধর হ'য়ে দিবাকর

করে আলো পথে তার ;

† এটি সঙ্কত-কুঞ্জে নায়কের প্রতি অভিসারিকা-নাগিকার সখীর উক্তি । পুষ্প-রথ আরোহীর ইচ্ছা-মাজেই তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অস্তীষ্ট স্থানে লইয়া যায় । নাগিকার মনোরথ অর্থাৎ বাসনাও সেইরূপ গমন-শক্তির যথেষ্ট অভাব থাকা সত্ত্বেও তাহাকে দুর্গম কাননে লইয়া গিয়াছে । ইহা দ্বারা নাগিকার প্রেমাতিশয়া প্রকাশ করাই সখীর অভিপ্রায় ।

রাতি—দিবা তার ; তেমনি আঁধার—
 বটে-আলো চমৎকার ;
 কানন—ভবন ; কুপথ তেমন—
 পথ বটে পরিস্কার ! †

জ্যোৎস্নাভিসারিকা যথা,—

চন্দ্রমা-কিরণ ছাইলে ভুবন,
 লেপি' অঙ্গে স্ফুটন,—
 হাসি-রাশি পথে ছড়া'তে ছড়া'তে
 চলে যেবা নারী-জন ;—
 তাহার অন্তরে বিঁধিবার তরে
 পুষ্প-শর যে তখন
 কুন্দ-ফুল বাণে সাজায় যতনে ;—
 শুভ্রে শুভ্র সংযোজন !

† অন্ধকার রজনীতে অভিসারোদ্যত্য পরকীয়া-নায়িকাকে তাহার সখী পথের ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতে চাহিলে, এটি সেই সখীর প্রতি নায়িকার উক্তি। বর্ষগোমুখ মেঘ বিছাৎ প্রকাশ দ্বারা নায়িকাকে পথ প্রদর্শন করে বলিয়া সে তাহাকেই দিবাকর মনে করিতেছে। বস্তুতঃ গোপনের আবশ্যকতা বশতঃ পরকীর পক্ষে দিনকরের আলোক, দিবা-ভাগ, নিজ-গৃহ ও প্রশস্ত পথ, অভিসারের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল এবং উহাদিগের বিপরীত-গুণ-বিশিষ্ট মেঘান্ধকার, নিশাকাল, কানন ও দুর্গম পথই অনুকূল বটে।

তিমিরাভিসারিকা যথা,—

নিবিড় তিমিরে রঙ্গে পথ হেঁরে,

চলে যেবা নারী বনে—

কুমুদ-কমল তুলনার স্থল

নহে তার নেত্র সনে ;—

রবি-শশি-করে শোভে সরোবরে

কমল-কুমুদ-গণে,—

কেবল তিমিরে অতি শোভা ধরে

অসতীর ছু-নয়নে !

দিবাভিসারিকা যথা,—

গ্রাম-পতি ধনি-জন করিয়াছে নিমন্ত্ৰণ

পৰ্ব-দিনে প্রতিবাসিগণে—

তাহে যত গৃহ-জন হ'য়ে উল্লাসিত-মন

গেল চলে তাহার ভবনে ;

প্রেমিক-প্রেমিকা দৌছে ছল ক'রে পাছে রহে,

ফোটে হাসি দৌহার বদনে—

যে'য়ে দৌছে অন্ত-পুরে রোমাঞ্চিত-কলেবরে

রহে কিবা কণ্ঠ-আলিঙ্গনে ! *

* অভিসারিকার লক্ষণ-স্থলে ভাস্কর-কবি বলিয়াছেন “স্বীয় গোপনে

গণিকা অভিসারিকা যথা,—

ওড়নার কি বাহার ! কটিতে কিঙ্কিণী তার,—

রুন্নু-রুন্নু দিছে কি ঝঙ্কার !

বিচিত্র কাঁচুলি মাঝে গতি-কম্পে কিবা সাজে

পীন, উচ কুচ-কুম্ভ তার !

নে'চে নে'চে ঘেন যায়— কাঞ্চন-ভুষণ তায়

ছড়াইছে জ্যোতি চমৎকার ;—

কেবা সেই ধনী-জনা যার তরে বারাসনা

কেলি-কুঞ্জে করে অভিসার !

মুগ্ধার চরিতে লজ্জা হয় যে প্রধান ;

মধ্যার প্রণয়, লজ্জা ছুই ত সমান ;

কিছু নাহি প্রয়োজন,—শ্বেত-কৃষ্ণ বেশ তার নাহি সে কারণ ;” সুতরাং তিনি জ্যোৎস্নাভিসারিকা, তিমিরাভিসারিকা ও দিবাভিসারিকার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার নায়িকা পরকীয়া বলিয়াই বুঝিতে হইবে । তিমিরাভিসারিকার উদাহরণে কবি নায়িকাকে স্পষ্টাক্ষরে “শৈৱিণী” অর্থাৎ ব্যভিচারিণী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । কবি দিবাভিসারের দৃষ্টান্তে অন্তঃ-পুরকে সঙ্কেত-স্থল রূপে বর্ণিত করিয়াছেন দেখিয়া আপাততঃ এই দিবাভিসারিকাকে স্বীয়া-নায়িকা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে । বর্ণিত অবস্থায় অন্তঃপুরেও শৈৱিণীর উপপতির সহিত সান্নিধ্য হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্তই কবি এই কৌশল-পূর্ণ দিবাভিসারের বর্ণনা করিয়াছেন ।

ইত্যাদি প্রাচীন-গ্রন্থে হয়েছে বর্ণিত,—
 অম্ব-ভেদ-ছাড়া অন্য নায়িকা-চরিত ;
 তাহে যার কাস্ত যাবে প্রবাসে অচিরে—
 নবমী নায়িকা ব'লে মানিতেছি তারে ;
প্রোষ্যৎ-পতিকা নামে তার পরিচয় ;—
 অম্ব-নারী হ'তে সে যে অতিরিক্ত হয় ;—
 প্রোষিত-ভর্তৃকা, বিপ্রলঙ্কা, উৎকা* আর
 নহে সে ত,—পতি যাহে নিকটে তাহার ;
 নহে কলহান্তরিতা,—নাহি যে বিবাদ ;
 না তাড়া'ল কাস্তে সে বা দিয়ে পরিবাদ ;
 নহে সে খণ্ডিতা,—নাহি এল প্রিয়জন,
 অন্তর সন্তোগ-চিহ্ন করিয়া ধারণ ;
 খণ্ডিতার মত কোপ ইহার ত নয়,—
 মিনতি, কাতর দৃষ্টি—প্রেম-পরিচয় ;

নায়ক-নায়িকার মধুর-রসায়ক অপূর্ণ অবস্থা-বর্ণনে অমর-কবি সংস্কৃত
 সাহিত্যে অধিতীত । তাঁহার রচিত শত-শ্লোকায়ক এক থানা কোষ-কাব্য
 ব্যতীত আর কোন গ্রন্থই বর্তমান নাই ;—কিন্তু তাঁহার সেই শতক থানা
 কোষ-কাব্যের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে । অমর-অমর শ্লোকাবলি
 বাহাতে দৃষ্টান্ত স্বরূপে বহুল-পরিমাণে উদ্ধৃত না হইয়াছে—সংস্কৃতের
 অসংখ্য অলঙ্কার-গ্রন্থের মধ্যে সেইরূপ গ্রন্থ নিতান্ত বিরল ।

* উৎকা—অর্থাৎ উৎকৃষ্টতা নায়িকা ।

নহে সে বাসক-সজ্জা—সঙ্কেত না রয়,
 সাজ-সজ্জা, প্রফুল্লতা লক্ষিত না হয়;
 স্বাধীন-ভর্তৃকা বলি নাহি গণি তারে,—
 যেহেতু বিরহ তার ঘটিবে অচিরে ;
 স্বাধীন-ভর্তৃকা-কাস্ত-বিরহ কখন—
 কবিগণ কাব্যে নাহি করে বরণন ;
 কভু কাস্ত চাহে যদি যে'তে দেশান্তরে,
 স্বাধীন-ভর্তৃকা রাখে নিবারণ ক'রে ;
 যদি কাস্ত নাহি গানে তার সে বারণ—
 স্বাধীন-ভর্তৃকা তারে বলি কি কারণ ?
 এস্থলে সেরূপ ভাব না আছে কিঞ্চিৎ,—
 কাস্তের বিদেশ-যাত্রা যাহে স্থনিশ্চিত ;
 কাস্ত সঙ্গে মনোরঙ্গে কানন-বিহার,
 মদন-উৎসব আদি যত কার্য্য আর
 স্বাধীন-ভর্তৃকা নায়িকায় দৃষ্ট হয়,—
 ইহার যে খেদ, অশ্রু, নিঃশ্বাস-উদয় ;
 নহে অভিসারিকা সে,—নাহি অভিসার,—
 উল্লাসের স্থলে হেরি মনস্তাপ তার ;
 প্রোম্যৎ-পতিকা তাই স্বতন্ত্র যে হয়,
 সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ না রয় ; *

অচিরে প্রবাসে যাবে যার প্রিয়-জন
 প্রোষ্যৎ-পতিকা সেই, তার এ লক্ষণ
 মিনতি, কাতর-দৃষ্টি, কাস্ত-নিবারণ,
 খেদ, শ্বাস, মুচ্ছা-আদি তার আচরণ ;

মুখা প্রোষ্যৎপতিকা যথা,—

যবে প্রাণেশ্বর গদ-গদ-স্বর
 প্রবাস-বিদায় চায়—
 রহে কুশোদরী মুখ নত করি ;—
 বাক্য নাহি সরে হায় !
 সঙ্গিনী তখন পশি কুঞ্জবন,
 রহি লুকাইয়া তায়—
 মত্ত-পিক হেন ক'রে যে কুজন
 বসন্ত এ'ল জানায় ! *

অষ্ট-বিধ নায়িকারই উল্লেখ দেখা যায় ;—কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ভানু-কবির প্রদর্শিত যুক্তি-মূলে প্রোষ্যৎ-পতিকা নানী নায়িকাও স্বীকার করা সম্ভব—এই অভিনব ও মৌলিকতা-পূর্ণ মত স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই এস্থলে ভানু-কবি অষ্ট-নায়িকার লক্ষণাদি বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন ।

* বসন্তকালেই কোকিলগণ মত্ত হইয়া কুজন করে ; সুতরাং কোকিলের কুজন শুনিয়া নায়ক বসন্তাগম বুঝিতে পারিয়া—বসন্ত-কাল বিরহীদিগের পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ বলিয়া প্রবাস গমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ

মধ্য প্রোষ্যৎ-পতিকা যথা,—

“যাই গো প্রবাসে” — প্রিয়তমা পাশে
 প্রাণ-নাথ যেই বলে, —
 ধনী মূচ্ছা-বশে না ছাড়ে নিঃশ্বাসে
 অশ্রু-বিন্দু নাহি ফেলে ;
 আলুলিত তার এ’সে কেশ-ভার
 পড়েছে ললাট-তলে,—
 বিধির লিখন পড়িবারে যেন
 গেছে সেথা দলে দলে !

প্রোঢ়া প্রোষ্যৎ-পতিকা যথা,—

• তনু-ত্যাগ যদি করে তথাপি যে নাহি ছাড়ে
 বিরহ-সন্তাপ অঙ্গনায় ;—
 তাই কৃষ্ণ ! কর-যোড়ে জিজ্ঞাসি হে ! দয়া ক’রে
 দাও সত্য উত্তর আমায় —

করা সম্ভবপর বিবেচনা করিয়াই নারিকার সখী কৃত্রিম কোকিল-কৃষ্ণকে
 নারিককে প্রতারণিত করিতেছে।

জল, পুষ্প সচন্দন মৃত তরে সমর্পণ
 করে; যাহা বান্ধব-জনায়ে—
 বিষ হেন যথা এবে পর-লোকেও কি হবে
 অসহ্য তা—যেমত হেথায় ? *

পরকীয়া প্রোষ্যৎ-পতিকা যথা,—

ভূজঙ্গের ফণা 'পরে দিনু পদ অকাতরে
 তেজিনু ভকতি গুরু-জনে,
 কুলবতী-ব্রত ছে'ড়ে কি অকার্য্য তব তরে
 না করিনু—ভে'বে দেখ মনে ;
 তার শাস্তি পে'তে হবে— প্রবাসে চলেছ এবে
 জ্বলে অঙ্গ নরক-দহনে !
 নয়নে যাতনা যত রৌরবে কি ঘটে তত ?
 কুস্তী-পাক-যাতনা পরাণে !

* মথুরায় গমনোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহা কোন প্রেমিকা ব্রজাঙ্গনার উক্তি। তনুত্যাগ করিলে যদি শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-যাতনা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের ভাবি-বিরহ-কাতরা ব্রজাঙ্গনাদিগের আর কোন দুঃখের কারণ : ছিল না,—তাহারা তনু-ত্যাগ করিয়াই সকল যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিত ;—কিন্তু তাহারা তনুত্যাগ করিতে উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও যে তাহাদিগের বিরহ-জ্বালা উপশমিত হইতেছে না ইহাতেই তাহাদিগের মনে সন্দেহ হইতেছে যে, তাহারা তনু-ত্যাগ করিলে

গণিকা প্রোষ্যৎ-পতিকা যথা,—

“কঙ্কণের তরে দাও ধন মোরে—

ভুমি ত যাবে হে চ’লে,—

শিথিল কঙ্কণ খসিবে যখন,

নিবারিব, অমঙ্গলে;”—

ছলে হেন ব’লে বদন-কমলে

ভাসা’য়ে নয়ন-জলে—

প্রিয়-কর-যুগে মনের আবেগে

গণিকা ধরিছে বলে ! *

তাহাদিগের বহুবর্গ তাহাদিগের আশ্রয় উদ্দেশ্যে যে জল ও সচন্দন পুষ্পাদি উৎসর্গ করিবে, তাহা বর্তমান সময়ে তাহাদিগকে যেরূপ বিষের স্ত্রায় আলাতন করিতেছে, হয় ত পরলোকেও সেইরূপ আলাতন করিতে পারে ; তাহা হইলে ত মরিয়াও শাস্তি নাই !—তাই, ত্রিকাল-দর্শী শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহাদিগের এই জিজ্ঞাসা !

* গণিকা উক্ত বাক্য দ্বারা ইহাই বুঝাইতে চাহিতেছে যে, নায়কের বিরহে তাহার পক্ষে নানা আভরণ ধারণ করা অসম্ভব ; সে কেবল নায়কের অমঙ্গলের আশঙ্কায় হাতে এক-গাছা কঙ্কণ সধবার চিহ্ন-স্বরূপ ধারণ করিবে,—কিন্তু নায়কের বিরহানলে তাহার দেহ ক্ষীণ হইলে সেই কঙ্কণটিও নিশ্চিতই খসিয়া পড়িবে,—তখন আর এক-গাছা কঙ্কণ পরিধান মত গড়াইয়া লইয়া নায়কের অমঙ্গল নিবারণ করিতে হইবে ; তৎকালে

প্রাণেশ যদিও কভু অহিত আচরে,—
সে যে করে হিত—জে'নো উত্তমা তাহারে ;
উত্তমা নাথিক। যেবা তার আচরণ—
সতত উত্তম বটে—কহি বিবরণ ;

উত্তমা নায়িকা যথা,—

কুচ-রাগে অপরার রঞ্জিত উরস যার—
এল কান্ত বিছানার ধারে,—
তবু ধনী প্রেম-বশে বচন-অমৃত-রসে
সযতনে ভুষিল তাহারে ;
তেমনি সে স্বশোভন চারু-হাস্য-স্বচ্ছন্দন
বরষিল কান্তের উপরে ;
আরো সে যে কুতূহলে দৃষ্টি-নীলোৎপল-দলে
যতনে সাজা'ল প্রাণেশেরে !

প্রাণেশ করিলে হিত, যেবা হিত করে,—
 অহিত করিলে, যেবা অহিত আচরে,
 মধ্যমা নায়িকা তারে কবিগণে কয়,—
 কান্ত-কার্য-অনুযায়ী তার কার্য হয় ;

ধনের আবশ্যক ;—তাই সে ধনের জন্ত অমন পীড়াপীড়ি করিতেছে, নতবা তাহার নিজের জন্ত ধনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

মধ্যমা নায়িকা যথা,—

অপরান্বী কান্ত শু'য়ে প্রেয়সারে না তুষিয়ে,
 যবে তার কাঁচুলীতে ধরে,—
 গ্রীবাটি বন্ধিম ক'রে তখন সে কোপ-ভরে
 খর-দৃষ্টি-শরে বি'ধে তারে ;
 কান্তের মিনতি শু'নে স্তমধুর সম্ভাষণে
 হে'সে ধনী তোষে প্রাণে-রে,—
 প্রেম-কল্ল-লতিকায় বিলাইয়া দেয় তায়,
 যেবা বাঞ্ছা সব তাহে পূরে !
 হিত করিলেও কান্ত অহিত যে করে,
 অধমা নায়িকা বলে কবি-গণ তারে ;
 বিনা দোষে রুষ্ট ব'লে চণ্ডী তারে কয়,
 তার আচরণ অতি নিন্দনীয় হয় ;

অধমা নায়িকা যথা,—

যে তব ভ্রমণ-কালে মুখ-পদে পদ-দলে
 ছায়া ক'রে পাছে পাছে চলে,—
 তব পদ-সুখ তরে যেবা পথ সিক্ত করে
 স্নানীতল চন্দনের জলে,—

হেন প্রিয়তম 'পরে অকারণে বারে বারে
 কোপ-দৃষ্টি কর গো কি ব'লে ?
 ঘোরে কিবা ছনয়ন লোহিত পঙ্কজ যেন
 প'ড়ে পাকে প্রবাল-সলিলে ! *

উভমাদি ভেদে স্বীয়া-আদি নায়িকার—
 দৃষ্টান্ত রচিলে হয় গ্রন্থের বিস্তার,—
 সে কারণে সংক্ষেপে করি নু বরণন ;—
 এবে কহি নায়িকার সখীর লক্ষণ ;—
 নায়িকার বিশ্বাস যে ক'রে উৎপাদন,
 সঙ্গে থে'কে তোষে তারে **সখী** সেই জন ;
 নায়িকার প্রসাধন, † গধূর উৎসন,
 শিক্ষা পরিহাস-আদি সখী-আচরণ ;

* ইহা অকারণ-কুপিতা চণ্ডী নায়িকার প্রতি সখীর উক্তি ।
 অপ্রিয় সত্য কথায় লোকে সন্দেহ হয় না—তজ্জন্ত সূচতুরা সখী নায়িকার
 দোষ-কীর্তন করিতে যাইয়াও তাহার কোপ-দৃষ্টির চমৎকার সৌন্দর্য্যের
 বর্ণনা দ্বারা নায়িকার সন্তোষ-সাধন করিয়া নিজের কার্য্য-পটুতার পরিচয়
 দিরাছে !

† প্রসাধন—বেশ-ভূষা বিরচন ।

প্রসাধন যথা,—

সুন্দরীর কুচ-হেম-গিরি-তট 'পরে
নিরঞ্জে বসি' সখী পত্রাবলী-ছলে
রোমাঞ্চিত কান্ত-কর চিত্র যবে করে,
পদ্ম-মুখী সখীরে যে হানে পদ্ম-দলে !

মধুর ভৎসন যথা,—

জলধর-গণ কাঁপায়ে গগন
করে ঘন গরজন,
মৃষলের ধারে ভাসা'য়ে সংসারে
করে বৃষ্টি বরষণ ;
প্রেমগয়ী সখা এ বিপদ দেখি'
হয়েছে আকুল-মন,
তুমি যে এমন হ'লে হে কঠিন
নাহি বুঝি কী কারণ !

শিক্ষা যথা,—

আনন্দিত-মনে যাবে কুঞ্জ-বনে—
যাও শ্যাম-দরশনে,—
কিস্তি সাবধান ! মম এ বচন
ভে'বে সখি ! দে'খো মনে,—

মধুকর-দল করি' কোলাহল
 দিবসে বেড়ায় বনে,
 রে'তে চঞ্চু খু'লে চকোর সকলে
 ফিরে স্খা-অশ্বেষণে !

পরিহাস যথা,—.

“গৃহ-ভিত্তি 'পরে শোভে চিত্রাকারে,—
 এ যে দশ-অবতার,—
 সপ্তম তা মাঝে সখি ! কেবা সাজে,
 বল, চিত্র এ কাহার ?”

সখীর বচন করিয়া শ্রবণ
 সীতা কী কহিবে আর ?
 সে বিধু-বদনে হাসির কিরণে
 ফুটিছে উত্তর তার !

সখী যথা নায়িকারে পরিহাস করে
 কান্তও যে সেইমত করে রস-ভরে ;

নায়কের পরিহাস যথা,—

“ক্র-ভঙ্গীতে সখী-গণে আদেশিছ, এবে কেনে
বাক্য না করিছ উচ্চারণ ?”

যবে পরিহাস করি’ জিজ্ঞাসে রাধারে হরি,
করে সে ত আনত বদন ;

তার চারু বিস্বাধর রদ-ক্ৰতে জর-জর,
সঞ্চালনে দেয় যে বেদন,—

নট-বর-শিরোমণি ভাল মতে তাহা জানি
কৌশলে তা করে প্রকটন !

কান্ত যথা নায়িকারে পরিহাস করে,
নায়িকাও সেইরূপ করে প্রাণেশেরে ;

নায়িকার পরিহাস যথা,—

“জলে কিসে দিব্য হয় ? গঙ্গা তব শিরে রয় ;

অগ্নি ল’য়ে দিব্য কিসে চলে ?

তব ভালে অগ্নি আছে ; সর্প-দিব্য কিসে সাজে ?

কত সর্প অঙ্গে তব বুলে ;

তব দিব্য না মানিব,— মণি-হার কে'ড়ে ল'ব,
 হে'রেছ তা আজি বাজি খে'লে,—
 পাষণ-নন্দিনী হে'সে যবে হেন-মতে ভাবে,

হৃষ্ট শম্ভু পালুন সকলে ! *

দৌত্য-কার্যে নিপুণা যে তারে দূতী কয়,
 সজ্জটন, সংবাদাদি তার কার্য্য হয় ;

সজ্জটন যথা,—

এ'ল বিভাবরী,—ছায় তিমিরে ভুবন,
 মনসিজ হৃষ্ট অতি হেরি' সু-সময়,—
 সখি ! সে প্রতিজ্ঞা নাহি হও বিস্মরণ,—
 তার 'পরে চিত্ত এবে কর গো সদয় !

* নায়ক ও নায়িকা যখন উভয়ে বাজি ধরিয়া খেলে, তখন কপটতা অবলম্বন না করিলে নায়িকার প্রায়ই পরাজয় হয় । নায়িকা জয় লাভ করিতে না পারিলে, সে গর্হোৎফুল্ল হইয়া নায়কের প্রীতিকর নানা-রূপ চাপলা ও হাব-ভাব প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়া কাম-সূত্র-কার বাৎস্তায়ন এইরূপ ক্রীড়া-স্থলে নায়িকাদিগকে কপটতা অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন । অশিক্ষিত-পটু-নায়িকাগণ স্বভাবতই এরূপ স্থলে কপটতা অবলম্বন করিয়া থাকে ; অতএব নায়িকা-শিরোমণি পার্শ্বতীও কপট-ক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া মহাদেবের যে মণি-হার বাজি রাখা হইয়াছিল, তাহা পাওয়ার দাবী করিলে, মহাদেব আপত্তি করিয়া—“আমি দিব্য করিয়া

সংবাদ যথা,—

চন্দ্র-মুখী সে সুন্দরী— বিধি দীপ-শিখা করি’
 তারে ভবে করিলা সৃজন,—
 নিদারুণ দৈব-বশে চরম-দশার * শেষে
 উপনীত হ’ল সে এখন,—
 ভূমে শির নত করি’ তাই এবে বলি হরি !
 কর তাহে স্নেহ-বরষণ, †
 নহিলে কী কব আর,— নির্ঝাণ ‡ হইলে তার
 অন্ধকার হবে ত্রি-ভুবন !

বলিতে পারি—তুমিই খেলায় হারিয়াছ” এইরূপ বলিলে, পার্বতী বর্ণিত-রূপ পরিহাস-মূলক চাপল্য প্রকাশে প্রিয়তমের হর্ষ উৎপাদন করিতেছেন ! কবি এই অপূর্ণ রচনা-চিত্র অঙ্কিত করিয়া মঙ্গলাচরণ-ছলে পাঠক-বর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন ।

* চরম-দশা—(নায়িকা-পক্ষে) বিরহের অন্তিম অবস্থা ; (দীপ-শিখা পক্ষে) শেষ দশা অর্থাৎ অবশিষ্ট শলিতা । এই সংস্কৃত ‘দশা’ শব্দ হইতেই পূর্ব-বঙ্গ প্রভৃতি স্থানের প্রচলিত ‘দশি’ শব্দটি উদ্ভূত হইয়াছে ।

† স্নেহ—(নায়িকা-পক্ষে) প্রেম ; (দীপ-শিখা-পক্ষে) তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য ।

‡ নির্ঝাণ—(নায়িকা-পক্ষে) প্রাণ-ত্যাগ ; (দীপ-শিখা-পক্ষে) দীপ-নির্ঝাণ ।

এই কবিতাটি মধুরাবাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেরিত দ্বিতীয় উক্তি । কবিতাটির ভাব ও বর্ণনা-ভঙ্গী উভয়ই চমৎকার !

পরাক্রমা-বিমুখ সতত যদি হয়
পত্নী-অনুরক্ত—তারে অনুকূল কয় ;

অনুকূল নায়ক যথা,—

পৃথি ! হও স্নকোমলা দিনগণি ! এই বেলা
শীতলতা কর হে ধারণ ;—
হও পথ ! সঙ্কুচিত ; পথ-শ্রম বিদূরিত
কর বায়ু ! করি' সঞ্চরণ ;
এস হে দণ্ডক-বন ! সন্মিকটে ;—গিরিগণ !
পথ ছাড়ি' কর হে গমন ;
বন-বাসে মোর সনে যাইতে আকুল-মনে
সীতা যে করিছে আয়োজন ! †

সকল নায়িকা প্রতি সম প্রেম যার
দক্ষিণ নায়ক নামে পরিচয় তার ;

জন্ত নিজ অঙ্গে ধৃত শশধর, কণিরাজ বাহুকি ও সুরধুনীর প্রতি প্রেমার্দ্ৰ-
হৃদয় মহাদেবের উক্তি ।

† এটি সীতার সহিত বন-গমনোদ্ভূত রামের উক্তি ।

খুলে বালা বিছানায় রেখেছিলাম, যবে তায়
 হাতাইলু করি' জাগরণ,
 দেখি সে আমারি কাছে শু'য়ে দিব্য ঘুমাইছে,
 কে দেখেছে হেন আচরণ !

প্রবঞ্চনা-কার্যে যেন স্ননিপুণ হয়
 কবিগণে সে নায়কে শঠ ব'লে কয় ;

শঠ নায়ক যথা,—

প্রিয়া-কেশে পুষ্প-হার, ভালে কিবা চমৎকার
 তিলক সে করে বিরচন ;
 কেয়ূর পরায় ভুজে ; আর পীন উচ কুচে
 মুক্তা-মালা দোলায় শোভন ;
 যবে ধনী তাহে ভোলে, কাঞ্চী পরা'বার ছলে
 ধীরে হস্ত করি' সঞ্চালন
 শঠ তার কুতূহলে কটির বসন খোলে,
 ভুরু-ভঙ্গী কে মানে তখন ?

নারীর চরিত্র-নাশ যাহা হ'তে হয়
 উপপতি ব'লে লোকে সে নায়কে কয় ;

উপপত্তি যথা,—

সঙ্কুচিত শঙ্কা-ভরে নেত্র-কোণে কাস্ত 'পরে
 রসবতী যেথায় না হেরে,—
 কেয়ূরের ধ্বনি শুনি' সচকিত-মনে ধনী
 আলিঙ্গন যেথায় না করে,—
 করিতে অধর-পান যেথা নহে সাবধান—
 পাছে চিহ্ন রহে বিশ্বাধরে,—
 যেথায় কূজন তার নাহি ফোটে, সে বিহার
 রসিকের হৃদয় কি হরে ? *

পতি হেন উপপত্তি চতুর্বিধ হয়
 শঠতা-স্বভাব কিন্তু সবাতেই রয় ;
 কেহ কেহ এ লক্ষণ করে অস্বীকার,
 সেই মতে শঠ বটে শ্রেণী-ভেদ তার ;
 গণিকা-সম্ভোগে সদা যেনা আনন্দিত
বৈশিক নায়ক নামে হয় সে বিদিত ;

বৈশিক নায়ক যথা:—

কটিতে কিস্কিনী বাজে রুণিঝুনি,
 নাভি-কান্তি চমৎকার ;
 যেন রস-ভরে কপোত কুহরে,—
 কুঞ্জে কণ্ঠ অনিবার ;
 লোচন-চকোর পিপাসায় ভোর,
 ছুটাছুটি করে তার—
 এ হেন বিহার বার-অঙ্গনার,
 ঘটিবে কি ভাগ্যে আর ? *

বৈশিকের তিন ভেদ প্রসিদ্ধ যে রয়,
 উত্তম, মধ্যম আর অধম সে হয় ;

প্রিয়া রুচী হইলেও নানা উপচারে ;
 প্রণয়ে যে তোমে, বলি উত্তম তাহারে ;

এটি বারাদ্রনা-সন্তোষ-রসিক-বৈশিক নায়কের উক্তি

উত্তম বৈশিক নায়ক যথা,—

প্রেয়সী-নয়ন-কোণ—

রক্ত-পদ্ম-সু-অরুণ ..

যবে কান্ত করে দরশন,—

মুখে বাক্য নাহি সবে,

নাহি হাসি সে অধরে,

তান্বুল না করে পরশন ;

বসে বিছানার ধারে

রোমাঞ্চিত-কলেবরে,

ল'য়ে করে নাগর তখন,—

প্রেয়সীর মুক্তা-হার

গাঁথে শুধু আনিবার,

বদন না করে উত্তোলন !

প্রিয়-কোপে প্রেম কিস্মা কোপ না আচরে,

কাজে মন বোঝে—বলি মধ্যম যে তারে ;

মধ্যম বৈশিক নায়ক যথা,—

যদিও মধুর হাসি,

না বরষে মুখ-শলী,

ভঙ্গী এবে নাহি সে বচনে,—

যদিও সে দু-নয়ন,

শোভে রক্ত-পদ্ম যেন,

কিছুক্ষণ রহ সংগোপনে,—

পূর্ব হেন দিবা-শেষে, পুষ্প-মালা গাঁথিছে সে,
কুচ-পদ্ম সাজায় চন্দনে,—
ধরে মনোহর বেশ, স্ববাসিত করে কেশ,—
না জানি কি আছে তার মনে ! *

লজ্জা, দয়া, ভয় যার হৃদয়ে না রয়,
স্বরতে গোঁয়ার যেবা অধম সে হয় ;

অধম বৈশিক নায়ক যথা,—

হৃদে লজ্জা-লেশ নাহি যার হায় !
দয়া, ভয় যার নাহি গো অস্তুরে,
বকুল-মুকুল-কোমল আশ্রয়—
আর নাহি সঁপে দিও তার করে ! †

অভিমানী, চতুর নায়ক যেবা হয়—
শঠ মধ্যে গণ্য সে যে জানিবে নিশ্চয় ;

* এটি নায়িকার কার্য দ্বারা তাহার মনের ভাব বুঝিবার জন্য
সবুজ কোন বৈশিক নায়কের প্রতি বহুর উক্তি ।

† এটি অধম বৈশিক কর্তৃক উদ্বেজিতা গণিকার অভিভাবিকার
প্রতি সক্রম উক্তি ।

অভিমানী নায়ক যথা,—

“এখনি আসিব ফ’রে—মুখে শুধু বলা মোরে,
 জানি বজ্র হেন তব মন”—
 প্রেয়সীর এ বচন শু’নে ছলে প্রিয়-জন,
 বাহিরে যে করিছে গমন,—
 মিনতি থাকুক দূরে, কথাটি না বলে ফি’রে,
 প্রিয়া পানে না চাহে তখন,—
 হায় ! সে যে বিধুমুগী মেলি’ স করুণ আঁখি—
 দেখে দৃষ্টি চলে যতক্ষণ !

বাক্যে, কার্যে সমস্তোগেচ্ছা প্রকাশে যে জন-
 চতুর নায়ক তারে বলে কবি-গণ ;

বাক্-চতুর নায়ক যথা,—

তিমির-কুন্তলে নিশি ছাইলে ভুবনে—
 সুন্দরি ! বাহিরে তুমি যাবে লো যখন—

কাননের ধারে সেই তটিনী-পুলিনে
তব সঙ্গে সহচর কে হবে তখন ? *

ক্রিয়া-চতুর নায়ক যথা.—

কমলা-লেবুটি ল'য়ে কান্ত করৈ
প্রিয়া পানে চে'য়ে চাপিছে যখন—
সুন্দরী দেয়ালে ভানু-চিত্র 'পরে
হাসি' মসী বিন্দু দেয় যে তখন ! †

* এটি বাক্যের ইঙ্গিতে সম্ভোগেচ্ছা-প্রকাশকারী চতুর নায়কের নায়িকার প্রতি উক্তি ।

† সুন্দরীর কুচোপম কমলা-লেবুটি করে ধারণ করিয়া বর্ষিভূষণ কার্য দ্বারা সূচতুর নায়ক সম্ভোগ-বাসনা ইঙ্গিতে প্রকাশ করায়, সূচতুরা নায়িকাও তাহার প্রভাস্তর প্রদানের অভিপ্রায়ে শয়ন-গৃহের প্রাচীর-লিখিত স্বৰ্ণমণ্ডলে প্রতিচ্ছিত্রের উপরে একটি মসী-বিন্দু প্রদান করিয়া, ইঙ্গিতে ইহাই প্রকাশ করিল যে, যখন দেয়ালের চিত্রের দ্বারা স্বৰ্ণমণ্ডল অঙ্ককারে আচ্ছাদিত হইবে কিম্বা যখন সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক-চিহ্ন-বিশিষ্ট জ্যোতির্গুণ অর্থাৎ শব্দক সমুদিত হইবে— নায়িকা সেই সময়ে তাহার প্রিয়তমের বাসনা পূর্ণ করিবে ।

পতি, উপপতি আর বৈশিক যে হয়,
রহিলে বিদেশে তারে প্রবাসী যে কয় ;

প্রবাসী পতি যথা,—

যে কান্তার দুটি উরু — সুশীতল রন্তা-তরু,
নেত্র—পদ্ম, কুন্তল—শৈবাল,
বদন—চন্দ্রমা যার, বচন—অমৃত-ধার,
কৃশ-কটি—কোমল যুগাল,
নাভি—কুপ রস-খনি, ত্রিবলী যে—তরঙ্গিণী,
কর-তল—পল্লব রসাল,
হেন কান্তা হৃদি 'পরে যদি না বিরাজ করে,
যুচে কিনে সন্তাপ বিশাল ? *

প্রবাসী উপপতি যথা,—

জল-কেলি তরে, বিনোদিনী ধীরে
চলে যবে সরোবরে—
যে'য়ে তার ধারে পথের মাঝারে—
দাঁড়াইলু ছল ক'রে,—

এটা বিরহসন্তপ্ত প্রবাসী পতির উক্তি

অধরে সে হাসি চাঁপি, রসে ভাসি,
নয়ন-ভঙ্গিমা-ভরে—
সঙ্কেত আমার করিল স্বীকার,
তাই সদা গনে পড়ে ! *

প্রবাসী বৈশিক যথা,—

খসিতে বসন তাহে নাহি রাখে ধরে,
‘না’ কথা না বলে,—চাহে নিশ্চল-নয়নে,—
বদন উন্নত করি’ হাসে রস-ভরে,—
এ হেন গণিকা-রতি সদা জাগে মনে ! †

রতি-রস-বিলাসে যে অভিজ্ঞ না হয়—
সুরসিক জনে তারে অনভিজ্ঞ কয় ;

* এটি প্রবাসী পরকীয়া-নায়কের অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট রসোদগার অর্থাৎ পূর্বানুভূত রসান্বাদের বর্ণনা ।

† এটি বারাজনা-সন্তোষ-রসিক প্রবাসী বৈশিক নায়কের বন্ধুর নিকট রসোদগার ।

অনভিজ্ঞ নায়ক যথা,—

শূন্য ঘরে পে'য়ে তারে কঁত মত রস-ভরে
 দেখাইলু ভঙ্গী সযতনে,—
 ফুল তোলা ছল ক'রে বন মাঝে ল'য়ে তারে
 হেরেছিলু স্ফারিত-নয়নে,—
 তাম্বুল দিবার কালে কুচ দেখাইলু ছলে,
 টে'নে ফে'লে বুকের বসনে,—
 তাতেও যে নাহি বুঝে, তারে কী করিতে মাড়ে ?
 না জানি সে বুঝিবে কেমনে । *

পূর্বে সে বলেছি অক্ট-নায়িকা-লক্ষণ,
 নায়কে সে ভেদ গুলি না ঘটে কখন ;
 অবস্থার ভেদে ভেদ নায়িকার ঘটে,
 স্ভাবের হেতু ভেদ নায়কের বটে ;
 অনুকূল, দক্ষিণ যে ধ্রুত, শঠ আর,
 স্ভাবের হেতু এ যে চারি ভেদ তার ;

* ইহা অনভিজ্ঞ নায়কের মূঢ়তা দর্শনে বসাইতা নায়িকার সখীর
 নিকট আক্ষেপ-উক্তি ।

অবস্থার ভেদে যদি তারো ভেদ হয়,
খণ্ডিতাদি ভেদ তার কেন তবে নয় ?
খণ্ডিতাদি ভেদ তার করিলে স্বীকার
রসাতাস-দোষ কিসে হবে পরিহার ? *

পীঠমর্দ, বিট, যে চোটক, বিদূষক
নায়ক-সহায় চারি এ উপনায়ক ;

* এ সম্বন্ধে আলঙ্কারিকদিগের চূড়ান্ত মামাংসা এই যে, অবস্থা-ভেদে নায়িকাগণের “প্রোষিত-ভর্তৃকা” প্রভৃতি যে সকল ভেদ হইয়া থাকে—নায়কদিগেরও সেই সকল ভেদ সম্পূর্ণ সম্ভবপর বটে ; কিন্তু নায়কদিগকে ‘খণ্ডিত’, ‘কলহাস্তরিত’, বা ‘বিপ্রলক’ রূপে বর্ণিত করিলে তাহা রস-বিরুদ্ধ হয় ; তন্নিম্ন তাহাদিগের ‘উৎকণ্ঠিতত্ব’ ‘বাসকসজ্জত্ব’, ‘স্বাধীন-পত্নীকত্ব’ কিংবা ‘অভিসারকত্ব’ ভাবগুলি তাদৃশ রস-বিরুদ্ধ না হইলেও তাহা নায়িকাদিগের সেই সেই অবস্থার ন্যায় স্বাভাবিক ও বৈচিত্র্যযুক্ত নহে;—এজন্যই রস-শাস্ত্রকারগণ তাহা প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু নায়কদিগের প্রোষিতত্ব ভাবটি স্বাভাবিক ও মধুর বলিয়া রসশাস্ত্র-কারগণ কতৃক বর্ণিত হইয়াছে। স্বয়ং ভানুদত্তও প্রোষিত নায়কের উদাহরণ দিয়াছেন। ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীতে “খণ্ডিত” প্রভৃতি অস্থায়কের যে স্বকপোল-কল্পিত উদাহরণ দিয়াছেন, উহা নিতান্তই অস্বাভাবিক ও রস বিরুদ্ধ হইয়াছে।

রুষ্ট নাগিকারে তোষে নায়ক কারণ—

পীঠমর্দ ব'লে তারে কহে কবিগণ ;

পীঠমর্দ যথা,—

কোপ তব কি কারণ ? কর এবে বিতরণ

দু-চারিটি সদয় বচন,

সুধা-রস-বাপী-জলে' সৌরভ-তরঙ্গ তু'লে

আমোদিত কর এ ভুবন !

ভাল,—মান ল'য়ে থাক, কেন গো ফিরা'য়ে রাখ

পিপাসী এ আকুল নয়ন ?

স্বলোচনে ! যার 'পরে আছ হেন কোপ ক'রে,

ভাগাবান্ বটে সেই জন !*

রতি-শাস্ত্রে স্ননিপুণ যেবা জন হয়

নায়কের অনুচর তারে **বিট** কয় ;

* এটি নায়িকার মানাপনয়নের জন্ত তাহার প্রতি নায়কের সহচর পীঠমর্দের উক্তি। নায়িকা নায়কের প্রতি কোপ করিয়াছে বটে—কিন্তু তাহার পানে সে বারম্বার সজ্জা নয়নে না তাকাইয়া পারিতেছে না,—ইহা লক্ষ্য করিয়া স্বেচ্ছায় নায়ক-সহচর রসিকতার ধারা নায়িকার হাস্য উৎপাদন করার চেষ্টা করিতেছে।

বিট যথা;—

এসেছে কুমুদেশ্বর,*— বলিহারি ! সর্বেশ্বর †
 বিরাজে সে সুরভি পবন ;
 ভৈরব ‡ ভ্রমর সাজে,— প্রাণেশ্বর § আছে কাছে,
 ক্ষণ তরে না ছাড়ে ভবন ;
 হেন সব রসায়ন,¶ বৈদ্য নিজে সে মদন,
 এসে হেথা যুটেছে যখন,—

* এই কবিতাটি নায়িকার প্রতি পরিহাস-রসিক নায়কাত্মচরের উক্তি। এই কবিতার “কুমুদেশ্বর” প্রভৃতি চিহ্নিত শব্দগুলি দ্ব্যর্থক যথা,—

কুমুদেশ্বর—কুমুদের ঈশ্বর অর্থাৎ চন্দ্র। (অপর-পক্ষে) কুমুদেশ্বর রস নামক ঔষধ।

† সর্বেশ্বর—জীবন ধারণের মূল কারণ বলিয়া সকলের প্রভু। (অপর-পক্ষে) সর্বেশ্বর-রস নামক ঔষধ।

‡ ভৈরব—ভয়ানক; নিদাক্রণ। (অপর-পক্ষে) ভৈরব-রস নামক ঔষধ।

§ প্রাণেশ্বর—প্রাণ-নাথ। (অপর-পক্ষে) প্রাণেশ্বর নামক ঔষধ।

¶ রসায়ন—আনন্দ-জনক বস্তু। (অপর-পক্ষে) অরা-ব্যাদি-বিনাশকারী মহৌষধ।

মান-রোগ হে সুন্দরি ! বল না কেমন করি
তব চিত্তে রহিবে এখন ?

প্রিয়া সনে নায়কের সংযোগ-সাধনে
পটু যে **চেটক** তারে বলে কবিগণে ;

চেটক যথা,—

দিবা দ্বি-প্রহর,— রবি খরতর
বরষে কিরণ-রাশি,—
দৈবে হরি সনে নিকুঞ্জ-ভবনে
বিনোদিনী মিলে আসি',—
হেন অবসরে হরি-সহচরে
অধরে চাপিয়া হাসি,
পিপাসার ছলে সরোবরে চলে
চাতুরী যে পরকাশি' !

অঙ্গ-ভঙ্গী ক'রে যেবা হাসায় সকলে—

বিদূষক বলি' তারে কবি-গণে বলে ;

বিদূষক যথা,—

ইন্দু-বদনারে যবে এ'নে শয্যা ধারে
কঞ্চুলিকা-বিমোচনে হইলু চঞ্চল,
বিদূষক হেন কালে থাকি' যে বাহিরে
প্রভাত-কুকুট-নাদ করে অবকল ! *

স্বর-ভঙ্গ, অশ্রু, কম্পা, স্নেদ, পাণ্ডুরতা,
রোমাঞ্চ, লীনতা আর অঙ্গ-অবশতা,
ভাবের আবেশে অক্ট অবস্থা যে হয়,
সাত্ত্বিক-বিকার তারে কবি-গণে কয় ;

অষ্ট সাত্ত্বিক-বিকার যথা,—

গদ-গদ সম্ভাষণ, অশ্রু-ভরা দু-নয়ন,
কুচে স্নেদ-ধারা, কম্প ফুটিছে অধরে,
গঙ-যুগ বিপাণ্ডুর, কণ্টকিত কলেবর,
হেন দশা এবে তব হ'ল কার তরে ?

* এটি নায়কের উক্তি । অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটে নায়ক বিদূষকের
ঐ রাসিকতার বর্ণনা করিতেছে ।

নেত্র-শোভা রসালস চরণ যে নহে বশ,
 না জানি ভাবিছ কিবা তন্ময় অন্তরে,
 রহি' গবাক্ষের পথে নিজাম-ধরণী-নাথে
 দেখেছ কি প্রিয়-সখি ! বলিবে না মোরে ?*

সঙ্গমাভিলাষ বটে যে রসের প্রাণ—
 সেই ত শৃঙ্খার—সর্ব রসের প্রধান ;
 প্রসিদ্ধ দ্বি-ভেদ তার কহে কবি-গণে,
 মিলনে সন্তোগ,—বিপ্রলভ অদর্শনে ;

* কবি ভাষ্যদত্ত কি জন্ত যে এস্থলে নিজাম-নরপতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। তাঁহার সময়ে ভারতে নিজাম-নর-পতিই রাজগণ মধ্যে সর্বাপেক্ষা রূপবান্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন কি ? অথবা কবি নিজাম-নরপতির প্রতিপালিত রাজ-কবি ছিলেন বলিয়াই এভাবে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন কি ? বস্তুতঃ এইরূপ কোন একটি বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত ভাষ্যদত্তের জায় একজন মৈথিল কবির পক্ষে সুদূর দাক্ষিণাত্যের নিজাম-নরপতির প্রশংসা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। রসমঞ্জরীর প্রাচীন টীকাকার অনন্ত পণ্ডিত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ “ব্যাক্যর্ষ কৌমুদী” নামক টীকায় ‘নিজাম-নরপতি’কে ‘দেবগিরি-রাজ’ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুরাতত্ত্ববিৎগণের মতে বর্তমান নিজাম-রাষ্ট্রের অন্তর্গত ‘দৌলতাবাদ’ই প্রাচীন ‘দেবগিরি’ বলিয়া নির্দিষ্ট হইরাছে।

সন্তোগ যথা,—

অম্বরে চঞ্চল শোভে জল-ধর ;
 ঘোরে, খসে বিধু,—কপোত কুহরে ;
 পড়িছে খসিয়া তারকা-নিকর,—
 দোলে মন্দাকিনী তরঙ্গের ভরে ! *

বিপ্রলম্ব যথা,—

উদিলে জলদ নব,—রহিবারে তব পথ হে'রে
 পদ্ম-নয়নার প্রাণ কণ্ঠ-দেশে করিছে গমন,—
 উ'ড়ে ঘেঁয়ে তোমার সে মুখচন্দ্র দরশন তরে
 পদ্ম-পত্র ছলে বক্ষ পক্ষ এবে করিছে সৃজন !†

* এই কবিতায় হৈমালীর ভাবায় প্রণয়-মুগলের সন্তোগ বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে জল-ধর—নারিকার আল্লিত কেশ-পাশ ; বিধু—নারিকার মুখ-চন্দ্র ; কপোত—নারিকার কল-কণ্ঠ ; তারকা-নিকর—নারিকার কেশ-চ্যুত পুষ্পাবলি এবং মন্দাকিনী—নারিকার বক্ষ-বিলম্বিত মুক্তা-হার বুঝিতে হইবে।

† এটি প্রবাসী নায়কের প্রতি নারিকা-প্রেরিত দূতীর উক্তি।
 প্রাচীন-কালের বিরহিনীগণ বিরহ-তাপ-শান্তির জন্য সুশীতল পদ্ম-পত্রে

অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণ-সংকথন,
 চিত্তের উদ্বেগ, তথা প্রলাপ-বচন,
 উন্মাদ * তেমনি ব্যাধি, জড়তা, নিধন,—
 হেন দশ দশা বিপ্রলস্তের লক্ষণ ;

সন্তোষের তরে বাঞ্ছা উদ্দীপিত হ'লে,
 অভিলাষ বলি' তারে কবি-গণে বলে ;

অভিলাষ যথা.—

সুন্দরীর চারু-দেহ সূধা-সরোবরে
 হ'ল নিপতিত মম মানস,—নয়ন ;

শয়ন ও বন্ধে পদ্ম-পত্র ধারণ করিত ;—তাহাতেই দূতী বলিতেছে যে,
 নায়কের মুখ-চন্দ্র দর্শনের অভিলাষে উড়িয়া যাওয়ার জন্যই নায়িকার
 বন্ধ পদ্ম-পত্রাকৃতি পক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে !

* অনেক নব্য লেখক কর্তৃক 'উন্মাদ' শব্দটি 'উন্মত্ত' অর্থে ব্যবহৃত
 হইলেও উহা অপপ্রয়োগ ; শুদ্ধ ভাষায় উহা 'উন্মত্ততা' অর্থেই ব্যবহৃত
 হইয়া থাকে ।

মানস যে র'ল ডু'বে তাহে গুরু-ভারে,
লঘু নেত্র ভাসি' তাহে করে সঞ্চরণ।*

কিসে দরশন হবে ! কি আছে উপায় !—
মনে হেন আন্দোলন—চিন্তা বলি তায় ;

চিন্তা যথা,—

করিব কি যে'য়ে আজি কুঞ্জ-বন ধারে
কোকিল-কূজন হেন ধ্বনি বারম্বার ?
তাহে রাধা বসন্ত-স্বপ্নমা অঙ্গে ধ'রে
নেত্র-নীলোৎপল-মালা ছড়াবে কি তার ? †

* এটি রূপ-যুক্ত নাগকের উক্তি। দার্শনিকদিগের মতে সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনকে 'গুরু' এবং তৈজস পরমাণু-গঠিত বলিয়া নয়নকে 'লঘু' বলা হইয়াছে। দার্শনিক-বিচার ছাড়িয়া সহজ-ভাবে অর্থ করিলেও নানা চিন্তায় ভরাক্রান্ত বলিয়া মনকে 'গুরু' এবং স্বভাবতঃ চঞ্চল বলিয়া নয়নকে 'লঘু' অর্থাৎ 'হাল্কা' বলা বাইতে পারে। এই কবিতাটিতে কয়েকটি সহজ কথায় কবি নাগকের সৌন্দর্য-পিপাসা ও ভয়তর যে অপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা অতীব বিরল।

† এটি লম্বার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

প্রেমিক প্রেমিকা কভু ভুলিতে না পারে
যেবা পূর্ব-আচরণ স্মৃতি বলি তারে ;

স্মৃতি যথা,—

লক্ষণের দুঃখ হে'রে যতনে গোপন করে
রামচন্দ্র হৃদয়-বেদন ;—
নাহি নেত্রে অশ্রু-বারি অন্তরেই রাখে ধরি
অগ্নি-সম নিঃশ্বাস-পবন ;
বাত-ক্ষীত বহ্নি হেন বিরহ সে নিদারুণ,
হ'য়ে তাহে সদা জ্বালাতন,—
দিনে দিনে ক্ষীণ হ'য়ে প্রেয়সীর স্মৃতি ল'য়ে,
করে শুধু জীবন বহন !

প্রেমিক প্রেমিকা করে বিরহে যখন
পরস্পর-প্রসংসা—সে গুণ-সংকথন ;

গুণ-সংকথন যথা,—

পরশন—তার স্তন-পরশন ;

দরশন—মুখ-দরশন তার ;

তার সনে ঘটে' রস-আলাপন

যে সময়ে—হেন সময় কী আর ?*

বিরহ-বেদনা-বশে ভোগ-বস্তু' পরে

হয় যে বিরাগ—বলি উদ্বৈগ তাহারে ;

উদ্বৈগ যথা,-

বিষ-লতা-মূল সে যে শশধর,—

বসন্ত করুণা-কমল-বারণ,—

হানে নিশি-অসি কাম-নরেশ্বর,—

হা বিধি ! কী আছে উপায় এখন ! †

* এটি কোন বিরহী প্রেমিকের উক্তি।

† প্রণয়ী প্রিয়তমার বিরহে আলাতন হইয়া, চন্দ্র, চন্দ্রের কিরণ, বসন্ত ও রজনী প্রভৃতি প্রিয়-বস্তু গুলিকে অসহনীয় বোধ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন ; চন্দ্রকে 'বিষ-লতার মূল' বলায় সুশীতল চন্দ্র-কিরণকে বিষ-লতা বলা হইতেছে ; করুণা জিনিসটিকে কোমল ও সুন্দর বলিয়া 'কমল'—এবং বসন্তকে নিতান্ত নির্দয় বলিয়া—সেই করুণা-কমলের বিদলন-কারী গজ বলিয়া বর্ণন করা হইতেছে। বিরহীর পক্ষে রজনী অতীব যন্ত্রনা-দায়িনী বলিয়া তাহাকে কন্দর্প-নৃপতির ভীষণ-ধার অসি বলা হইয়াছে।

উৎকর্ষার বশে নানা কল্পনা যে হয়—
বাক্যে প্রকাশিলে—তাহে প্রলাপ যে কয় ;

প্রলাপ যথা,—

তা'বিনে এ নেত্র নাহি হেরে,—
তা'বিনে না ভাবে এ যে মন,—
তা'বিনে না পরশে এ করে,—
বল সখি ! কি করি এখন ?

ব্যগ্রতা-সন্তাপ-আদি কারণ বিশেষে
ঘটে চিত্ত-বিকার যে—যদি তার বশে
বাতুলের মত হয় কোন আচরণ
সে কার্য—উন্মাদ ব'লে কহে কবি-গণ ;

কায়িক, বাচিক তার দু'টি ভেদ রয়—
কায়-কৃত, বাক্য-কৃত, যথাক্রমে হয় ;

কায়িক উন্মাদ যথা,—

• মণিময় ভিত্তি মাঝে বিধু-প্রতিবিম্ব সাজে,—
কান্ত তাহে করি দরশন,—

প্রেয়সী-বদন ভেবে সন্তোষে সাদরে যবে
 নাহি পায় উত্তরে বচন ;
 প্রিয়া বুঝি মোর 'পরে রহিল সে মান-ভরে
 হেন মনে করি আলোচন,—
 রোমাঞ্চিত হৃদ-করে হাতায় সে ছায়াটিরে,
 করে কত সোহাগ তখন !

বাচিক উন্মাদ যথা,—

বলি ওরে শশধর ! কিসে এত গর্ব তোর
 প্রেয়সী-বদন হেন কিবা আছে বল না ?
 ধরি করে পদ্য-বাণে——আছ কাম ! অভিমানে,
 জিনে হেন কত পদ্য নেত্রে ইন্দু-বদনা ;
 সত্য বটে মধুকর ! ধ্বনি তব মনোহর,
 প্রিয়া-অঙ্গ সনে কিন্তু নহে তব তুলনা ;
 কি বলি এ সব ছাই ! ভাবিলেও ব্যথা পাই
 প্রিয়ার সে রূপ বটে ত্রিভুবন-কামনা !

সন্তাপ, ক্লেশতা-আদি হইলে উদয়—
 বিরহ-বেদনা হ'তে—তারে ব্যাধি কয় ;

ব্যাধি যথা,—

ধনু-লতা, পুষ্প-বাণ, হৃদয় নিবাস-স্থান,
 কামের যেমন—সব হেরি নায়িকার,—
 ভুরু-ধনু মনোহর, দৃষ্টি-বাণ খরতর,
 রয়েছে হৃদয়ে তব সেও অনিবার !
 তব কান্তা কাম মাঝে শুধু এ প্রভেদ আছে,
 মদন অনঙ্গ,—অঙ্গ আছে অঙ্গনার,
 পূর্ণ সমতার আশে এবে কুশ হতেছে সে,
 দে'খো যেন অনঙ্গতা নাহি ঘটে তার !*

* এটি প্রবাসী নায়কের প্রতি দূতীর উক্তি। দূতীর বাক্যের ভাবার্থ এই যে, যখন ধনু, বাণ ও হৃদয়ে অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ে অনঙ্গের সহিত নায়িকার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে, তখন অনঙ্গের সহিত সম্পূর্ণ তুল্যতা লাভ করিয়া অনঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গ-হীন হইতে পারিলেই অনঙ্গের উপদ্রব হইতে নায়িকা নিস্তার পাইবে বিবেচনায় সে ক্রমে কুশা হইতে কুশতরা হইতেছে ;—যদি সে প্রকৃত পক্ষেই অনঙ্গতা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে, আর কিছু না হউক—সেই নায়ককেও ত এক অনঙ্গের স্থলে হই অনঙ্গের উপদ্রবে আলাতন হইতে হইবে ! অতএব তাহার প্রিয়তমা বাহাতে অনঙ্গতা প্রাপ্ত না হয় তাহা করা কি নায়কের কর্তব্য নহে ?

মূর্ছিত-শরীরে শুধু রহি' যে জীবন
প্রকাশে বেদনা—বটে জড়তা-লক্ষণ ;

জড়তা যথা,—

কঙ্কণ নীরব করে, নিঃশ্বাস-পবন-ভরে
নাহি কাঁপে বকের বসন,—
নেত্র-তারা নাহি চলে, কর্ণ-ভূষা নাহি দোলে,
নাহি দেহে জীবন-লক্ষণ ;
চিত্র-মূর্তি সনে হায় ! নাহি কিছু ভেদ তায়,
দোহে বটে সম অচেতন,—
তব উচ্চ-নাম শুনি' রোমাঞ্চিত তনু খানি
শুধু তার প্রকাশে বেদন ! *

নিধন-বর্ণন যাহে অমঙ্গল হয়,
তাহে কাব্যে প্রদর্শন সমুচিত নয় ;
দর্শন ত্রিবিধ বলি' কবি-গণে কয়,—
স্বপ্নে, চিত্রে তেমনি সাক্ষাতে যেবা হয় ;

অপ্নে দর্শন যথা,—

কুচ 'পরে মুক্তা-হার আছে কিবা চমৎকার,
 কর-যুগে আছে গো কঙ্কণ,—
 কাণে স্বর্ণ-ভূষা ছিল, যেমন তেমনি র'ল,
 চোরে নাহি করে পরশন,—
 ছিন্মু যবে ঘুম-ঘোরে এ'ল চোর গলে প'রে
 বকুলের মালা স্তশোভন,—
 সে বটে নবীন চোর, শুধু মন নিলে মোর,
 নাহি হেরি, না শুনি এমন ! †

চিত্রে দর্শন যথা,—

যদি প্রিয়জন নখে বিদারণ
 করে পীন পয়োধরে,—
 যদি বা তখন দশনে পীড়ন
 করে চারু বিশ্বাধরে,—

† এটি সখার নিকট নারিকার অপ্ন-দর্শন-বর্ণনা ।

হেন আশঙ্কায় সরলী সে হয় !

প্রাণেশেরে চিত্রে-হে'রে,—

সে সব ঘটনা ভুলিতে পারে না

সকলি ত মনে পড়ে !

সাক্ষাৎ-দর্শন যথা,—

চঞ্চল না হও মন ! নাহি কর জ্বালাতন

লজ্জা-সখি ! আমারে এখন,—

নিমেষ ! নয়ন ছাড়, 'ক্ষণ তরে ক্ষমা কর

ওহে বিশ্ব-বিজয় মদন !

শিখি-পুচ্ছ শিরে ধরি', নীলোৎপল কাণে পরি',

করে ল'য়ে মুরলী মোহন,

লোচন-গোচর মোর হ'ল এবে সে কিশোর

আজি মম সফল জীবন ! *

* ইহা সখী-মুখে ত্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-বর্ণনা-শ্রবণে তাঁহার প্রতি অহরক্তা ত্রীরাধার প্রথম সাক্ষাৎ ত্রীকৃষ্ণ-দর্শনে নিজের অবাধ্য হৃদয় প্রভৃতির প্রতি উক্তি । উপভোগের অনিবার্য পরিণাম বিভূষণ ; কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকার এই উৎকলিত সৌন্দর্য-পিপাসার অন্ত নাই ;—তাই অবিনশ্বর কবির ইহাই অবিনশ্বর অবলম্বন । কবি এই সাক্ষাৎ-দর্শনের স্নমধুর বর্ণনা দ্বারা মধুর কাব্যের মধুরতম পরিসমাপ্তি করিয়াছেন ।

স্বমধুর-মধু-নিঃসরণে
 যে রস-মঞ্জরী স্তশোভন—
 দয়া করি তাহে কবি-জনে
 করুন শ্রবণ-বিভূষণ !

পিতা যার গণেশ্বর কবি-কুল-শিরো-বিভূষণ
 আবাস মিথিলা যার—রম্য সুরধুনী-সম্মিলনে ;
 বাণী-শ্রুতি-পারিজাত-প্রসূনের সম স্তশোভন
 মঞ্জরী—সে ভানু-কবি রচে নিজ-পদ্যে সযতনে !

সমাপ্ত ।



শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ

[সচিত্র]

নাল কালিতে মূল ও পূজারি গোস্বামীর টীকা, এবং কাল কালিতে মূললিখিত
পদ্যানুবাদ, বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও ১১২ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম, এ,

কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত ।

মূল্য ১৯. বাধাই ২. .

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী,

বি, কে, চক্রবর্তী এণ্ড ব্রাদার্সের পুস্তকালয় প্রভৃতি

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্য ।

কতিপয় অভিমত ।

চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি সাহিত্যাচার্য্য

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়

তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—

“শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ, কর্তৃক “শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ”
(সচিত্র) সংস্কৃত মূল, পূজারি গোস্বামীর টীকা, পদ্যানুবাদ ও বিস্তৃত
ব্যাখ্যা-সম্বলিত প্রকাশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর। ইহাতে ১১২
পৃষ্ঠা-ব্যাপী ভূমিকা আছে, সেও এক অপূর্ব পদার্থ। সম্পাদক-অনু-
বাদকের শ্রম সার্থক হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি সমালোচকের জয়-
দেবকে আক্রমণ ব্যর্থ করা হইয়াছে।”

AMRITA BAZAR, October 17, 1912.

PUNDIT SATISCHANDRA RAY M. A. has rendered a valuable service to the Bengali literature by translating into Bengali verse the renowned Sanskrit lyrical drama "Sree Gita Govinda" of Joydeva.

* * * * *

In Bengali there are many translations of this work both in poetry and prose but this edition, we have no doubt, stands pre-eminently superior to all others. It contains several nicely executed illustrations, a very long preface,—masterly indeed,—containing the life of the author, the scholarly, judicious and erudite criticism of the work and many other allied subjects, important and interesting which tend to throw a flood of light on the mediaval religious history of Bengal. The metrical translation in Bengali in this book is exquisitely beautiful, coming as it does, as near to the beauty of the original both in form and matter, as is feasible in any translation. The foot notes are abundant, which appear to be most important and elucidating, and reflect a great credit on the author regarding his scholarly knowledge on the various subjects he has dealt with. This is the only edition of Sree Gita Govinda which can confidently be recommended to all who have love for this work. We heartily thank the author for his long and arduous labour in this field of literary activity."

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ও আনন্দ বাজার, ১ কার্তিক ১৩১৯

“সুবিখ্যাত সাহিত্যিক-প্রবর সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম.এ., মহোদয় শ্রীশ্রীনীতগোবিন্দ গ্রন্থের যে অভিনব অতি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে সংস্কৃত মূল, পূজারি গোবিন্দীর টীকা, সম্পাদক কর্তৃক পদ্মসুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১১২ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ ভূমিকার সম্পাদক রায় মহাশয় যে

সকল প্রয়োজনীয় তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন, তৎসকল এক দিকে যেমন অতীব অস্তিনব, অপর দিকে তেমনিই পাঠকমাত্রেয় পক্ষেই নিরতিশয় উপাদেয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। অতি উত্তম কাগজে উজ্জ্বল লাল কালিতে মূল ও টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। পদ্মান্ববাদ সম্পূর্ণরূপে মূলের অমূল্য, অথচ গ্রন্থকারের পদ্মান্ববাদ-নৈপুণ্যে ভাব ও ভাব্যের মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে। মুখপত্রে ত্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির প্রতিচ্ছবি প্রদত্ত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীমতী রাধিকার বাসকসজ্জা ও মানভঞ্জনের মনোরম প্রতিকৃতিও আছে।

গ্রন্থের পাদ-টিপ্পনী বিবিধ তথ্যের বিপুল খনি। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই প্রবীণ বয়স পর্য্যন্ত ক্রমাগত ন্যূনাধিক ৩০ বৎসর কাল যাবৎ বৈষ্ণবপদাবলীর আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, এ অবস্থায় শ্রীগীতগোবিন্দের পদ্মান্ববাদ তাঁহার দ্বারা যে সূচাক্রমে সম্পন্ন হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ভাষা সর্বত্রই সুশ্লিষ্ট ও মধুর-কোমল-কাস্তি সমন্বিত। সতীশ বাবু সংস্কৃত কলেজের এম্. এ. স্নাতকোত্তর সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনার তিনি অবিসংবাদিতরূপে অধিতীয়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা-রসান্বাদে তিনি প্রকৃত অধিকারী। তাঁহার সম্পাদিত শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানি বলীয় পদ-সাহিত্যে কহিনুররূপে চির দিন সমাদৃত হইবে।”

সুপ্রসিদ্ধ প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-

মহোদয়ের অভিমত,—

“আপনার শ্রীগীতগোবিন্দ এখনও সম্পূর্ণ পড়িয়া উঠিতে পারি নাই।
কতই পড়িতেছি, ততই আপনার অসাধারণ অধ্যক্ষ্য ও অমূল্য-স্বাদ-

শক্তির পরিচয় পাইয়া বিম্বিত ও বিমোহিত হইতেছি। শ্রীগীত-গোবিন্দের এরূপ সুন্দর সংস্করণ আর হয় নাই। আপনার অভ্যুদয় ও বার-পর-নাই সুন্দর হইয়াছে। শ্রীভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।”
২২শে পৌষ, ১৩১১।

সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত পাবনার গবর্ণমেন্ট প্লিডার শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বি, এল, মহাশয়

পাবনার “সুরাজ” পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—

“জয়দেব-কৃত মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী সমন্বিত শ্রীগীতগোবিন্দের পরিচয় অনাবশ্যক। সতীশ বাবু সুন্দর কাগজে পরিষ্কার লাল কালির দ্বারা মূল ও পূজারি গোস্বামীকৃত টীকা সম্পূর্ণ ও প্রয়োজনমত রসিক-প্রিয়া ও রসমঞ্জরী টীকা মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন; কাল কালি দ্বারা তাহার পদ্য অভ্যুদয় ও ব্যাখ্যার বিস্তৃত টীকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি খানি চিত্র আছে। সতীশ বাবু এই গ্রন্থের প্রারম্ভে অতি পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ একটা সুন্দর ভূমিকা লিখিয়াছেন। * *

জয়দেবের রচনা সম্বন্ধে সতীশ বাবুর মন্তব্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি ভূমিকাতে দেখাইয়াছেন যে জয়দেব শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অতুলনীয় লীলার আদিকবি এবং পরবর্তী সকল বৈষ্ণব কবিদিগের আদর্শ এবং তিনি সুমধুর ও বিচিত্র নানাবিধ অভিনব মাত্রা-ছন্দের প্রথম প্রবর্তক, এবং তাঁহার কাব্য পদলালিত্যে অতুলনীয় এবং তৎকৃত কবিতার বাহ-গৌন্দর্যের সঙ্গে তাহা আত্মস্তুতীয় ভাব-সম্পদেও অল্প রমণীয় নহে। সতীশ বাবু অত্যন্ত কবির রচনার সঙ্গে তুলনা করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই ভূমিকাতে দৃষ্ট ও শ্রব্য কাব্যে তথাকথিত অগ্নীলতা সম্বন্ধে সতীশ বাবু বাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার অপূর্ণ চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় উপভোগ বর্ণনা সম্বন্ধে কি না এই বিষয়ে সতীশ বাবু বাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভাবিবার যোগ্য। * তাঁহার মতের সঙ্গে কোন কোন স্থলে মতের অমিল হইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে।

সতীশ বাবু তাঁহার বিস্তৃত ভূমিকায় প্রাসঙ্গিকরূপে জয়দেবের রচনা ও অন্যান্য বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর মত উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিম বাবুর ভ্রম দেখাইয়াছেন, এবং আমাদের মতে কৃতকার্য হইয়াছেন। তাঁহার ভূমিকা সুপাঠ্য ও সুচিন্তা পূর্ণ। আমরা আগ্রহসহকারে কোন কোন লেখা দুই তিন বার পাঠ করিয়াছি। মূল সংস্কৃতের পদ্যানুবাদ হইয়াছে। যেখানে অনুবাদ স্পষ্ট না হইয়াছে, সেখানে এবং মূলে ও অনুবাদে শ্লেষ অলঙ্কার আছে অথবা যেখানে বুঝিতে কিছু কঠিন, সেখানে সতীশ বাবু গদ্যে ভালরূপ অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাঁহার। অতি অল্প মাত্র সংস্কৃত জানেন তাঁহার। এই অনুবাদ ও বাঙ্গলা টীকা দ্বারা মূল ও পূজারি গোস্বামী প্রভৃতির টীকা অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন। * * * * *

জয়দেব বাঙ্গালীর গৌরব। জয়দেব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদরের ধন। যাঁহার। ভক্তি সহকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস পড়িবার যোগ্য অধিকারী তাঁহাদের পক্ষে সতীশ বাবুর এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে।

এই পুস্তকের ভূমিকা ১১২ পৃষ্ঠা এবং মূল ও অনুবাদ ২৬৪ পৃষ্ঠা, ইহা বিবেচনার গ্রন্থের মূল্য অল্প। * সুরাজ, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

বাল্মীকি ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ
চক্রবর্তী বি, এল, মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"I have carefully gone through the preface and no word or line can fully convey to you the sense of my admiration for your profound insight into the heart of the subject you dwelt upon. Able and scholarly it is, but it is more than that. It is a reflection of the inner light that burns within you ; so it is a genuine work of art. Already I have derived much benefit from its study. Although I was never one of those who opined that Jayadeva had been a poet of "বদন-বহোৎসব" only, I think the scales have fallen off my eyes which prevented my appraising him at his true worth. Your preface demonstrates amongst other things that love is higher than all morality ; but as you say, only the pure minded can have a glimpse of this heaven. May our thirsty souls receive a few drops of that ভক্তি without which life ceases to be a promise and happiness proves to be mirage.

You have enriched the Bengali literature and what is more, you have freed the name of a ভক্ত from a baseless charge. So you are doubly entitled to our gratitude. May your life be spared long to us for the fulfilment of your mission."

বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপণ্ডিত ও স্নলেখক শ্রীযুক্ত জগদ্বন্দ্র

ভট্টাচার্য্য বি, এল, মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"মধুর গ্রন্থ, মধুর পদ্যাহ্বান এবং মধুর ভূমিকা, মধুর দৃষ্ট। আপ-
নার লেখনী অমৃতময়ী, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর লীলার একত্রে
সমাবেশ। আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া বৈষ্ণবসমাজের শ্রীতিভাজন হউন
আর শ্রীভগবৎশ্রীতি লাভ করুন।" ১৯শে মার্চ, ১৩২৯।

